ভারত-ধারা

(২য় খণ্ড)

"তাবৎ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা
ন গর্জ্জন্তি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্ত কেশরী ॥"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

মূল্য ১।০ সিকা

প্রকাশক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

৩৪নং, সরকার লেন, কলিকাতা

সন—১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৬নং চালতা বাগান লেন,

কলিকাতা

চরিত্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পুরুষ

রঞ্জন	...	...	উকিল ও জমীদার, অমলার স্বামী।
স্বরূপানন্দ	...	...	রঞ্জনের বাল্যবন্ধু ও সন্ন্যাসী।
রজনী	...	...	পুরোহিত।
যামিনী	...	...	রঞ্জনের বন্ধু, সন্তোষের কনিষ্ঠ; অমলার জ্ঞাতিভ্রাতা।
মোহিনী (Mr. Sen.)		...	রঞ্জনের বন্ধু ও ব্যারিষ্টার।
দেবেন	...	...	রঞ্জনের শ্যালক, অমলার ছোট ভাই।

অধ্যাপক, যদু, সত্যশরণ, শৈলেন, রামাভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী

অমলা	...	...	রঞ্জনের স্ত্রী।
সন্তোষ	...	...	যামিনীর দিদি ও অমলার জ্ঞাতি ভগ্নী
মিসেস সেন (Mrs. Sen.)			মোহিনীর স্ত্রী।
যমুনা	...	...	দেবেনের স্ত্রী।
অমিয়া	...	...	দেবেনের কন্যা।

বিজ্ঞপ্তি

২য় খণ্ডে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা আছে। তাহার অনুবাদ ঐ কথাগুলির পাশেই বেষ্টনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা একটানা বাঙ্গলা পড়িয়া যাইবেন, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, অনুবাদ বাদ্ দিয়া পড়িবেন।

আমার বিবেচনায় কথ্য ভাষায় নাটক লেখা উচিৎ। 'প্রাদেশিকতা' —এই আপত্তির উত্তরে এইমাত্র বলা যায়, যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রধান নগরীর ভাষাই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকে: বর্ত্তমান আবহাওয়ায় 'অপভাষা'র যুক্তি অসার বোধ হইবে। 'সাধু' ভাষাও এখন আর চলিবে না।

'ই'কার, 'ঈ' কারের ভুলে অভিনয়ের অসুবিধা সব সময়ে না হইতে পারে। কিন্তু সহজ সম্বোধনে 'দেবি'ও গভীর ভাবে সম্বোধনে 'দেবী' লিখিলে অভিনেতার সুবিধাই হয়। বলিয়াছি ছাপাখানার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। তবে 'বাঙ্গলা' শব্দ 'বাঙ্গালা' হইবে বা 'বাংলা' হইবে, ইহা ভাষা-তত্ত্ববিদেরা ভাবিতে থাকুন। ধ্বনি অনুসারে উচ্চারণ হইলে 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্গালা'ই হইবে, 'বাংলা' লিখিলে ইতিহাসের 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন হইয়া যায়।

ধ্বনি অনুযায়ী বানানও সকল যায়গায় হইতে পারে নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পাঠকগণের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারত-ধারা

(২য় খণ্ড)

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ঢালা সতরঞ্চ পাতা মেজের ওপর রঞ্জন। সামনে একটি চৌকি।
তার ওপর দোয়াত, কলম, কাগজ, বই।
নিবিষ্ট মনে রঞ্জন বই পোড়ছে।

স্বরূপানন্দের প্রবেশ

স্বরূপানন্দ। ভায়া, এত মন দিয়ে কি পোড়ছো? আইনের বই নাকি?

রঞ্জন। (উঠে নমস্কার) এস ভায়া, এস বোস এখানে। (আসন দান ও স্বরূপের বসা)। তুমি এসেছ, টেরই পাই নি। পড়বার বই বুঝি সব আইনের বই হতে হবে? এটা একটা বুদ্ধ-জীবনী —নতুন বেরিয়েছে।

স্বরূপ। উকীলের হাতে বই, আর সেই বই একজন জাঁদরেল্ উকীলের মনোযোগ আকর্ষণ করে, কাজেই ভেবেছিলুম আইনের বই। তা ভাল, ভাল। কি লিখেছে?

রঞ্জন। একজন আমেরিকানের লেখা—বুদ্ধদেবের প্রশংসা কোরেছে, নতুন কথা কিছু পেলুম না। ছেলেবেলার সঙ্গী তুমি—এখন তুমি সাধু। তোমার মুখে আজ বুদ্ধদেবের কথা শুনবো।

স্বরূপ। তবু ভাল। গ্রন্থকার যে দয়া কোরে বুদ্ধদেবের অস্তিত্বটা উড়িয়ে গ্যান নি, এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। শাক্য বংশ হচ্ছে, সূর্য্যবংশের একটী শাখা মাত্র। ইক্ষ্বাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি কোরেছিলেন, তারির একাংশ হতেই শাক্যবংশের উৎপত্তি। ইক্ষ্বাকুবংশে সুজাত নামে এক রাজা তাঁর ছেলেদের তাড়িয়ে গ্যান, তারাই হল শাক্য। সে অনেক কথা। সুজাতের প্রধানা রাণীর সখির গর্ভে, রাজার এক ছেলে হয়। ঐ সখির কথায়, সুজাত অন্য ছেলেদের বনে পাঠিয়ে দেন। তাদের সঙ্গে রাজ্যের অনেক প্রজারাও স্বেচ্ছায় যায়। রোহিনী নদীর ধারে শকোট বনে কপিল ঋষির আশ্রমে, তারা আড্ডা করে। রাজকুমাররা অন্য কোন বংশের সংস্রব না রাখায়, তাদের বিবাহ প্রথা, ঠিক্ হিন্দু আচারের মত ছিল না।

রঞ্জন। কোন কপিল মুনি ?

স্বরূপ। গৌতম গোত্রীয়, সাংখ্যকার নয়। এ সব নিয়ে কি হবে ? খুঁটি নাটি জেনে কি ফল ?

রঞ্জণ। এ সব না পেলে, সত্য উদ্ধার হবে কেমন কোরে ?

স্বরূপ। যারা জানতে চায়, তারা ঐ সব আলোচনা করুক। তুমি ত বোলে থাক, আদর্শ, জীবনে ফুটিয়ে তোলা দরকার। তোমার ত অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে—ওকালতি ছেড়েছ, ধ্যান ধারণায় মন দিয়েছ।

রঞ্জন। যা বোলছো ঠিক্ কথা। তারপর বোলে যাও।

স্বরূপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতে অস্ত্রবিদ্যা লোপ পায়, বেদ-চর্চ্চা কমে যায়। বুদ্ধদেব যে সময় জন্মেছিলেন, সে সময়টার ইতিহাস একবার মনে কর। ক্ষত্রিয় ধ্বংসকারী নন্দের প্রাদুর্ভাব যে সময়, সেই সময় শাক্যেরা রাজ্যভার গ্রহণ করে। ধর্ম্ম বোলতে তখন যজ্ঞাদি কর্ম্মই বুঝতো। বেদ চর্চ্চার অভাবে, লোকে ধর্ম্মের স্থূল ব্যবহারীক দিকটাই বুঝতো। বুদ্ধদেব ঐ ভ্রম দূর কোরতেই দাঁড়িয়েছিলেন।

রঞ্জন। কপিলাবস্তুর বর্ত্তমান নাম কি? মাঝখান থেকে এটা জিজ্ঞাসা কোরছি।

স্বরূপ। কেন, ঐ বইতে নেই? এখনকার নাম কোহানা। নেপালের উত্তর সীমা হিমালয়, পূর্ব্ব সীমা সিকিম, দক্ষিণ সীমা বাঙ্গলা, বেহার ও অযোধ্যা প্রদেশ, পশ্চিম সীমা দিল্লী হতে কুমায়ুন—এই সীমাবেষ্টিত নেপালের মধ্যে কপিলাবস্তু। শুনে আশ্চর্য্য হবে, সে সময়ে বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে নেপালের সামাজীক ব্যবহার ছিল, আর শাক্যবংশে বাঙ্গালীর রক্ত ছিল। কপিলাবস্তু তখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে।

রঞ্জন। অ্যাঁ! বল কি? বুদ্ধদেব বাঙ্গালী?

স্বরূপ। বড় খুসী যে? নিজেরা কিছু কোরতে পার না, খালি পূর্ব্ব পুরুষদের দোহাই দিলেই খুসী। বুদ্ধদেব বাঙ্গালীর স্বধু নয়, তিনি জগতের। কত বড় বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর? জগৎ দেখেছে কি অত বড় কর্ম্মবীর?

রঞ্জন। হায়! অমন ছেলেকে মা মানুষ কোরতে পারলেন না—আঁতুড়েই দেবী মহামায়া পালালেন!

স্বরূপ। তা বটে; কিন্তু যত্নের ত্রুটি হয় নি। মাসি বিমাতা গৌতমীর

বুকের রক্তে মানুষ হোয়েছিলেন। রাজার ছেলে—রাজ আদরে বাড়তে লাগলেন। পিতা শুদ্ধোদনের আদর, তাঁর ভালবাসা, কিছুতেই সিদ্ধার্থের মনের আগুণ নেবাতে পারে নি।

রামা ভৃত্যের প্রবেশ

রামা। বাইরে একজন বাবু এই কার্ড দিয়েছেন।

(রঞ্জনকে কার্ড দান)

রঞ্জন। স্বরূপদা! মোহিনী এসেছে। কার্ডের ধরণ ছ্যাখ—নতূন রকমের। (স্বরূপকে কার্ড দান)

স্বরূপ। বাঙ্গলায় কার্ড ছাপিয়েছে, নিজের নাম দিয়েছে। নীচে লেখা—"সাদা ডাক্ নাম সেন সাহেব"। (হাস্য)

রঞ্জন। (রামার প্রতি) যা রামা, ভেতরে আসতে বল্। আগে এই কার্ডটা তোর মা ঠাকরুণকে দিয়ে আয়।

[কার্ড নিয়ে রামার প্রস্থান।

মোহিনী কবে ফিরেছে, তা খবর ছ্যায় নি। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী দিয়ে এসেছে।

স্বরূপ। তোমার বাবাই খরচ দিয়েছিলেন। তুমি অমলাকে বিয়ে কোরে আনবার তিন বছর পরে, মোহিনী বিলেত যায়। অমলাকে শ্রদ্ধা করে—দিদি বলে, তা জানি, তার পরের খবর বড় জানি না।

রঞ্জন। কোত্থেকে জানবে? তুমি ত কানপুর যাওয়া আসা কোরতে, খুব বৈরাগ্য চেপেছে তখন। সেইখানেই ত তোমার অমলার বাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু আমাদের বিয়ের পরই, তুমি উধাও।

স্বরূপ। সন্ন্যাস বেশ ধারণ করবার পর, অমলা আমাকে তার পিতৃবন্ধু জেনে, ও এই বেশ দেখে, বাপের মত শ্রদ্ধা করে।

সেন সাহেবের প্রবেশ

রঞ্জন। হ্যালো! সেন সাহেব? কবে এলে?

সেন সাহেব। আজই কোল্‌কেতায় এসেছি। হটাৎ দেখা কোরবো মনে কোরে, Bombayতে land করবার খবর দিই নি। এই যে স্বরূপ মহারাজ। অমলাদি কোথায়? তুমি আবার সাহেব বোলছো কেন? তোমাদের খবর ভাল ত? স্বরূপ মহারাজ ভাল আছেন ত?

অমলার প্রবেশ

রঞ্জন। সব কুশল। বেশ সদ্ আলোচনা হচ্ছিল, বোসে শোন না?

অমলা। চা জলখাবার আনি। বাবাও একটু নেবেন।

সেন সাহেব। ও পাঠ চুকিয়ে এসেছি—অমলাদি।

স্বরূপ। ও সব হাঙ্গামা কোরো না।

রঞ্জন। মোহিনী! তোমাকে সাহেব বোলেই ডাক্‌বো। আর একদিন তবে, খাবে বল? সেদিন স্বরূপদাকেও আসতে হবে।

অমলা। বোলবে আবার কি? আসবে না ত কি? বাবা আসবেন ত?

স্বরূপ। তা দেখা যাবে।

সেন সাহেব। কথা যা হোচ্ছিল চালাও না? অমলাদি! তুমিও একটু বোস।

অমলা। আচ্ছা বোসছি। বাবা! কি কথা হোচ্ছিল?

স্বরূপ। বুদ্ধদেবের কথা। সিদ্ধার্থ অল্প বয়সেই অনেক রকম বিদ্যায় পারদর্শী হোয়েছিলেন। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যায় আছে কি? যদি তাতে মানুষ হবার মত উদ্দীপনা না আনায়, মাথার বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? সিদ্ধার্থের পাণ্ডিত্য, তাঁর গাম্ভীর্য্য, তাঁর বীর-ভাব,—সমস্তই তাঁর অতুল বৈরাগ্যের সহায় হোয়েছিল, শাস্ত্র তাঁর ভাবের সমর্থক হোয়েছিল—যদিও ওরকম স্বাধীনচেতা পুরুষ সিংহের সমথক, শাস্ত্র না হলেও ক্ষতি ছিল না। তিনি বৈরাগ্য নিয়েই জন্মে-ছিলেন। নিমিত্ত মাত্র হোয়েছিল—সারথি ছন্দকের সঙ্গে বেড়াবার সময় প্রথম দিন বৃদ্ধকে দেখে, ২য় দিন রোগীকে, ৩য় দিনে মড়া, ৪র্থ দিনে শান্ত সন্ন্যাস মূর্ত্তী দেখে।

সেন সাহেব। এ সব ত মানুষ রোজই ত্যাখে, সিদ্ধার্থও বহুবার দেখেছেন নিশ্চয়, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? না, অমলাদি?

রঞ্জন। Thank you (ধন্যবাদ) সেন সাহেব। এসেই বেশ জুড়ে দিয়েছ যে?

অমলা। রোজই একটা জিনিষ দেখতে পারি, বুঝতে পারি একরকম ভাবে, কিন্তু বিশেষ ঘটনার সমাবেশে, বিশেষ মনের অবস্থায়, সেই জিনিষই অন্য রকম ভাবে চোখে লাগে, আর এক দিক্ দিয়ে ঐ জিনিষটা বুঝতে পারি—এটাও ত আমরা রোজই দেখি।

স্বরূপ। ঠিক্ বোলেছ। মা! সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য নিজের জন্যে নয়—জগতের তাপ দূর করবার জন্যে—এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যেথায়, সেথায় সুখ কোথায়? জগৎ অথচ সুখের দিকেই ছুটেছে। এই রকম মনের অবস্থায়, আবার এক মহা চিন্তা এলো—সিদ্ধার্থের পত্নী, দেবী যশোধারা সেই সময় প্রসব হোলেন। কিন্তু বিঘ্ন যতই হোক্, জগতের জ্বালা তার চেয়ে অনেক

বেশী। কোথায় শান্তি? পথ কৈ? নিশ্চয়ই ত্যাগে অমৃতত্ব—শাস্ত্রের কথা। কথাটা কি সত্য? সত্যই বা কি? দৃঢ়সংকল্প সিদ্ধার্থ, আঁতুড়ে, দেবী যশোধারার সঙ্গে দেখা কোরলেন। সিদ্ধার্থ প্রাণের কথা, প্রাণের ভাষায়, জানালেন। দেবী নিরুত্তর রইলেন।

দেবেনের প্রবেশ

সেন সাহেব। Poor girl! (বোকা মেয়ে) এ সময় চুপ কোরে থাকে? আরে দেবেন ভায়া যে?

দেবেন। সাহেব বাবু, কবে এলে? তোমার poor girlটা কে? প্রণাম মহারাজ।

সেন সাহেব। আমি এই আসছি। স্বরূপ মহারাজ বুদ্ধদেবের কথা বোলছিলেন। সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য হোয়েছে, wifeকে (স্ত্রী) ছেড়ে যাবেন, তাই বেচারা ম্লানমুখে এসে হাজির, আর poor wife সব শুনেও silent (চুপ)—ভারি বোকা!

দেবেন। সাদা হাওয়ায়, সব রং এক্ হোয়ে ধপ ধপে—কি মজা? সাদা মতে, সিদ্ধার্থ বেচারীর, জগতের দুঃখে মুখটা সাদা ভাবে বাধা উচিৎ ছিল, আর যত সব ধর্ম্মের সংস্কারগুণোকে, জাতের ভাবটাকে মিশিয়ে, দেবীর সাদা কথায় husbandকে (স্বামী) সাদা আইন দেখান উচিৎ ছিল, না দাদা? বারে মজা, আরে ছ্যাঃ—মৌন থেকে সম্মতি জানাতে আছে কি? বোকা মেয়ে নিজের rightটা (অধিকার) ও জানে না? কি মজা!

অমলা। যার প্রাণ জগতের জন্যে কেঁদেছে, তুচ্ছ তার স্ত্রী পুত্র। দেবী কি যে সে মেয়ে ছিলেন, যে পতিকে এমন কোরে বাধা দেবেন?

স্বরূপ। দেবী যে সে মেয়ে ছিলেন না—অতি সত্য কথা। তাই

দেবীর ঘরেই সিদ্ধার্থ ধ্যানস্থ হোলেন। তাঁর আনন্দ ভাব দেখে, দেবী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পোড়লেন। ধ্যানান্তে সিদ্ধার্থ দেখলেন, এই অবসর। পূর্ব্বেই সিদ্ধার্থকে ঘরে আটকানো যাবে না দেখে, পিতা শুদ্ধোদন অনুমতি দিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ ছন্দকৃকে ঘুম থেকে তুল্লেন। রথে কোরে নদী পার হোয়ে, ছন্দকের হাতে, অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার, সমস্ত রাজবেশ, ঘরের সব চিহ্ন সমস্তই খুলে দিলেন। ছন্দককে ঘরে ফিরে যেতে বোল্লেন। কাঁদতে কাঁদতে ছন্দক, সিদ্ধার্থের সঙ্গে যেতে চাইলে। সিদ্ধাথের কথায় ছন্দক ফিরে এসে, রাজাকে খবর দিল। মতান্তরে সিদ্ধার্থ অশ্বারোহণে বেরিয়ে যান।

রঞ্জন। কি সুন্দর! জগতের হিতের জন্য কী আত্মবলি!

সেন সাহেব। জগতের হিত—yes, that is the ideal, (হ্যাঁ, এই ত আদর্শ,) জগতের হিতে রত যারা, তারাই ধন্য। But this বৈরাগ্য —what is this? (কিন্তু এই বৈরাগ্য—এটা কি?)

দেবেন। সাদার নেশাটা মজেসে কম্‌নে দেও, তখন ত মাথায় রং ধোরবে?

স্বরূপ। কি বোলছো মোহিনী বাবু? বুকের ভেতর এই ক্ষুদ্র অহংটার দম্ভ নিয়ে, যারা জগতের হিত কোরতে যায়, তারা ত কৃপার পাত্র?

অমলা। নিজেকে মস্ত মুরুব্বি ঠাউরে, জগতের লোকগুণোকে, নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে ছোট ভেবে, যারা মনে করে জগতের উপকার কোরবো, তারা কি মানুষ? নিজের দেমাকেই চোখে ছ্যাখে না কিছু তারা, শোনে না, বোঝে না—বুঝতে চায় না।

সেন সাহেব। A good snubbing once again, কিন্তু it is not convincing ; howvcr I take all these in a sportsman-like spirit (বেশ কড়া ধমকটী আবার, কিন্তু এতে মন ভিজলো না, যা হোক্, এগুণোকে হালকা ভাবে নিলুম)।

রঞ্জন। তোমার side (দিক্) না হয় নিচ্ছি। তোমার pointটা (মোদ্দাখানা) clear (পরিষ্কার) হওয়া দরকার। (অমলার দিকে) অমলা, তুমি বিদুষী সাধন-ভজনরতা, তুমি কি বোলতে চাও উপকার করবার প্রবৃত্তিটা ভাল নয় ?

অমলা। তা কেন ? যাদের ঠিক্ ঠিক্ পরের জন্যে দুঃখ হয়, তারাই পরোপকার কোরতে যায়। কিন্তু তারা একটা মহৎ কাজ কোরছি মনে কোরে, অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে না। জগতের দুঃখে সিদ্ধার্থের প্রাণ কাঁদতো না, যদি তাঁর অসীম ভালবাসা না থাকতো। ভালবাসার প্রেরণাতেই, মা সন্তানের মঙ্গল চান, মঙ্গল দেখতে বাধ্য হন। একটা বাহাদুরির জন্যে মার প্রাণ অস্থির হয় না। কত মায়ের ভালবাসা, জমাট্ হোয়ে সিদ্ধার্থের প্রাণে খেলেছিল—তুচ্ছ হবে না সব তার কাছে ?

স্বরূপ। ঐ ভালবাসার জোরেই ত তিনি আজও জগতের পূজ্য—ধর্ম্মরাজ্যের একজন নেতা।

রঞ্জন। বড় চমৎকার কথা। ভালবাসা নেই অথচ নেতা—এ যেন সোনার পাথর বাটি !

সেন সাহেব। অমলাদি—আজ এখন উঠি।

রঞ্জন। আজ কোন কথা হোল না তোমার সঙ্গে। আসছে শনিবারে এসো। আমি দেখা কোরবো।

সেন সাহেব। যামিনী Scienceএর (বিজ্ঞানের) Professor (অধ্যাপক)

হোয়েছে লিখেছিল। নিশ্চয়ই আসবে। আমার সঙ্গে Formalityর, (লোকতার) কোন দরকার নেই।

অমলা। তবে ঠিক্ এসো। তাহোলেও, উনি একবার দেখা কোরবেন।

সেন সাহেব। Good night to you all. (আসি তবে, বিদায় সকলের কাছে)। [প্রস্থান।

স্বরূপ। আমি ও আসি আজ, আর এক দিন হবে।

অমলা। বাবা! গৈরীক্ দেখলেই মনে পড়ে বুদ্ধদেবকে, শঙ্করকে, মহাপ্রভুকে। তাঁরাই জগৎ রেখেছেন। তা না হোলে, কোথায় থাকৃতো নীতি, কোথায় থাকৃতো সমাজ—থাকতো ধর্ম্মের বাঁধন?

স্বরূপ। মা, আজ আসি। এসো আমরা বলি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। (প্রণাম)।

সকলে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। (প্রণাম)।

অমলা। শরণাগত, শরণাগত—হে দীন শরণ! শরণাগত। (প্রণাম)।

[স্বরূপের প্রস্থান।

রঞ্জন। আজ সময়টা বেশ কাটলো। পোড়েছি, কৌণ্ডিণ্যই সংঘের প্রবর্ত্তক। বুদ্ধ অর্থাৎ প্রবুদ্ধ, জাগরিত বা জাগ্রত শক্তি। ঐ জীবন্ত শক্তির প্রাণই ধর্ম্ম এবং তার দেহই সংঘ। এই ভাবে সংঘবাক্যই বুদ্ধবাক্য। বৈদিককাল হ'তে এটা একটী প্রাচীন ভারত-রীতির সংকেতবাক্য মাত্র—Formula, তাই ভারতে সংঘ বা Organisation (সংহত শক্তি) পবিত্র ছিল।

অমলা। বৈরাগ্য, বৈরাগ্য—বৈরাগ্য ভিন্ন উপায় নেই। তীব্র বৈরাগ্য —চাই বন্ধনচ্ছেদা তীব্র বৈরাগ্য।

রঞ্জন। বন্ধনচ্ছেদী বৈরাগ্য আবার কি?

অমলা। যাক্, ভাবি। শরণাগত, শরণাগত। (প্রণাম)

দেবেন। আরে দাদা, দিদির মাথায় এখন বুদ্ধদেব ঢুকেছেন, দেখছো না? আজ প্রথম নম্বর হোল—মহাপুরুষদের কথা, দু নম্বর হোল—দিদির বন্ধনচ্ছেদী বৈরাগ্যের ভাব, আর তিন নম্বর হোল—ভুঁড়ির বন্দোবস্ত। কেমন মজা! দিদি আমি আজ আসি।

অমলা। আসবি? আচ্ছা আয়। তুমি খাবে এস।

[দেবেনের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

স্বরূপানন্দের আশ্রম

স্বরূপানন্দ, অমলা ও রঞ্জণ

স্বরূপানন্দ। রঞ্জন! আজ ১১ই বৈশাখ; এই শঙ্করোৎসবে, অনেকে আসবেন বোলেছেন, সেই জন্যে তোমাদের সকাল সকাল আসতে বোলেছিলুম। আমাকে ভেতরে থাকতে হবে, অনেক কাজ আছে। যাঁরা আসবেন তোমরা তাঁদের সঙ্গে কথা কইবে।

অমলা। কাদের বলা হোয়েছে বাবা?

স্বরূপ। সাধারণকে জানান হোয়েছে খবরের কাগজে, কিন্তু মোহিনী, যামিনী, দেবেন—এরা আসতে পারে, খবর দিয়েছিলুম। মা! তোমার উৎসাহে, তোমার ভাবে অনুপ্রাণীত যে সব ব্রহ্মচারীরা,

তারা আজ মেতে উঠেছে। যে উদার অধ্যাপক তোমাকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন—তোমার বাবা যাঁকে শ্রদ্ধা কোরতেন ও যাঁর কাছে তুমি এখানে বহু শাস্ত্র পোড়েছিলে—তিনিও আজ আসবেন, শ্রীমদ্ শঙ্কর সম্বন্ধে বোলবেন। আর নিরীহ্ রজনী পণ্ডিত—যে পৌরহিত্য কোরে নিজের সংস্থান কোরছে সেও আসবে।

অমলা। উনি দয়া কোরে ঐ অধ্যাপক মশাইকে এখানে আনিয়েছিলেন, এ দাসীর জন্যে। এখন তিনি টোল কোরেছেন।

স্বরূপ। তোমরা বোস, আমি আজ ব্যস্ত।

[স্বরূপের প্রস্থান।

রঞ্জন। স্বরূপদা শংকর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, কিন্তু কি উদার! অধ্যাপক মহাশয়, সুধু পণ্ডিত নন্—তিনি উদার সাধক্।

সেন সাহেব ও যামিনীর প্রবেশ।

এই যে দুই রত্নই এসে হাজির।

যামিনী। উৎসবের programmeটা (তালিকা) কি? দেশের বিশিষ্ট লোকদের সম্মান রাখবার জন্যে, এরকম উৎসব আমরা খুব like করি। (পছন্দ করি)।

রঞ্জন। উৎসব হবে দেশী ধরণের—দেখতেই পাবে। প্রথম স্তবাদি হবে। তার পর শংকর সম্বন্ধে আলোচনা হবে। তারপর একজন ব্রাহ্মণ, পূজাদি কোরে, প্রসাদাদি বিতরণ কোরবেন।

সেন সাহেব। রঞ্জনদা! এখনও উৎসব আরম্ভ হয় নি, আমরা দুটো চারটে কথা বোলতে পারি কি?

রঞ্জন। তা বল না—তোমরা প্রায় ১ ঘণ্টা আগে এসেছ।

সেন সাহেব। মহারাজ gentleman (ভদ্রলোক) টি এই সময়েই

আসবার জন্যে request (অনুরোধ) কোরেছিলেন। আমারও এ সব ব্যাপারে খুব sympathy (সহানুভূতি) আছে, কিন্তু আমার মতটা এই যে, সাধারণ লোকে যতদিন politics (রাজনীতি) চর্চ্চা না করে আর Political movement (রাজনীতির পরিচালন) এ মেতে না যায় আর সমাজ একদম্ caste systemটা (জাতি বিভাগ) ভেঙ্গে না ভ্যায়, ততদিন দেশটা দাঁড়াবে না, slave mentalityও (গোলামী মন) ঘুচবে না।

যামিনী। সেন সাহেব! তোমার ও কথা রেখে দাও। আগে Educationটা (শিক্ষা) Scienceএর ভিত্তির ওপর, আর দেশ-টাকে sound economical basisএর (অর্থ নীতির দৃঢ় ভিত্তির) ওপর, খাড়া কর, তবে progress (উন্নতি) সম্ভব হবে। দেখছো না, western (পাশ্চাত্য) civilisationটা (সভ্যতা) scientific basisএর (বৈজ্ঞানিক ভিত্তির) ওপর রোয়েছে? আর আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের tendency (ঝোঁক্) খালি কাব্য, সাহিত্য, নভেল্ নাটকের দিকে। আমাদের দুর্দ্দশাও ঘুচছে না তাই। Japan আজ স্বগর্ব্বে westকে challenge (স্পর্দ্ধা) কোরছে—তাদের educationটার ভিত্তি scienceএর ওপর বোলে।

সেন সাহেব। তোমার science কোথায় দাঁড়াতো যদি peace (শান্তি) আর Order (শৃঙ্খলা) না থাকতো? Political education (রাজনৈতিক শিক্ষা) political culture (রাজনৈতিক্ অনুশীলন) আগে, তারপর তোমার science, সমাজ আর যা বল। politics বাদ দিলে, দেশটা lifeless corpse (প্রাণহীন শব) হোয়ে যায়।

যামিনী। কি পাগল! Scientific education, scientific light

(বিজ্ঞানের আলো) যদি দেশটা না পায়, politics অন্ধের মত, এগুতে গিয়ে ঝুপ কোরে খানায় পোড়বে যে হে ?

সেন সাহেব। আরে ভায়া! তোমার Scientific education,কে নেবে, কাকে দেবে, দেশটায় যখন Anarchy (অরাজকতা) আর Revolution (বিপ্লব) তাণ্ডব নৃত্য কোরবে, আর Foreign invasion (বৈদেশীক অভিযান) আসবে ?

যামিনী। পেটে নেই ভাত, Malaria (ম্যালেরিয়ায়) কঙ্কালসার, তোমার politics শিখবে কি skeleton (অস্থি) গুলো ?

রঞ্জন। বেশ serious (গুরু, চিন্তাশীল) তর্ক জুড়ে দিয়েছ যে ?

সেন সাহেব। দেশের burning questions (জ্বলন্ত আলোচনার বিষয় সমূহ) নিয়ে, আমাদের আপোষে একটা civil war (ঘরোয়া লড়াই) চোল্‌ছিল। উৎসবের সময় এগিয়ে এসেছে, আমরা এখন truce (ক্ষণিক নিবৃত্তি) কোরলুম্‌, কিন্তু we must get into grips again for a solution (মীমাংসার জন্যে আবার আমরা কোসে লাগবো)।

অমলা। তোমরা নিজের ভাষাটা ভুলে যাচ্ছো। দেশের ভাবটা ধরবার চেষ্টা করো আগে।

রঞ্জন। সেনজা! যাই হোক্‌, তোমার মহারাজ gentleman কথাটী, একটী original (মৌলিক) বাঙ্গলা।

অমলা। আজ যাঁর নামের উৎসবে, ভারতের নানাস্থানে—পণ্ডিত, মূর্খ—সবাই মেতে উঠেছে, তিনি দেশের কতখানি হৃদয় অধিকার কোরে আছেন, এখন সেইটে ভেবো। আর শঙ্কর বা ভারতের মহাপুরুষেরা, জাতটার মধ্যে কেন এত প্রভাব বিস্তার কোরেছেন—সেইটে ভেবো। আজ অন্য কথা না তুল্লেই ভাল। আজকের

ভাবটাকে একবার শ্রদ্ধার চোখে—যাঁরা উৎসব কোরছেন তাঁদের ভাবে—ত্থাখবার চেষ্টা কোরো। একদিনের মত তোমাদের ধোলো ভাবটা চাপা রাখ।

(কয়েকজন লোকের প্রবেশ ও দূরে সঙ্গীত ধ্বনি। অগ্রগামী স্বরূপানন্দ এসে, ঘরের একদিকে ধূপ, দীপ জ্বেলে দিলেন। আর একদিকে ধুনো জ্বালিলেন। সকলের গলায় ফুলের মালা দিলেন। গান গাহিতে গাহিতে তিনজন বালকের প্রবেশ। বালকদের গলায় মালা, স্বরূপানন্দেরও তাই। মালা পেয়ে, অমলা, রঞ্জন, যামিনী, ও সেন সাহেবের, স্বরূপানন্দকে হস্তদ্বারা অভিবাদন।)

তিন জন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ

স্তব

১ম ব্রহ্মচারী।　বেদান্ত বাক্যেষ্ সদা রমন্তো
ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

২য় ব্রহ্মচারী।　মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ,
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

৩য় ব্রহ্মচারী।　স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টমন্তঃ,
সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

সকলে মিলিয়া। দেহাদি ভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ,
স্বাত্মনমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তঃ ন মধ্যং ন বহিস্মরন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ,
ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

অধ্যাপক ও রজনী পুরোহিতের প্রবেশ

অধ্যাপক। যাবার সময় আপনারা সকলে প্রসাদ ধারণ কোরে যাবেন। বালকরা! আজ তোমরা মা অমলার উৎসাহেই এ কাজে যোগ দিয়েছ, একবার জয়ধ্বনি তোল।

ব্রহ্মচারীগণ। বোলো শ্রীগুরুমহারাজ জীকি জয়। বোলো শ্রীমদ্ শঙ্কর মহারাজ জীকি জয়। বোলো মহামায়ী কি জয়।

স্বরূপ। আজ আমি কোন কথা বোলতে চাই না। এটা আপনাদেরই স্থান মনে করুন। মা অমলা! ছেলেরা তোমার মুখে কিছু শুনতে চায়, কিছু বল, রঞ্জনও কিছু বল। তারপর আমরা স্তব কোরতে কোরতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো। তোমরা এখানেই কথা কও। রজনী পণ্ডিত শেষে প্রসাদ দেবেন। আজ শ্রীমদ্শংকরের জন্মতিথি।

অমলা। শ্রীমদ্শংকরকে, জগতের সমস্ত মহাপুরুষদের, ও এখানকার সকলকে প্রণাম। আজ আমার হৃদয় পূর্ণ, বিশেষ বলবার কিছু নেই। জগতের সমস্ত মহাপুরুষদের মনুষ্যত্বই তাঁদের বিশেষত্ব।

এরির বলে তাঁরা জগৎপূজ্য। কালও যেন তাঁদের প্রভাব নষ্ট কোরতে পারে না। এই মনুষ্যত্বটী কি কোরে বিকাশ হয়? আজ ভাবুন সকলে তাই। তাঁদের মহিমায় যেন আজ হোতে আমাদের জীবনগতির পথ নির্দ্দেশ হয়। বৈরাগ্য, বৈরাগ্যই শংকরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাল্য হোতে তাঁর সমস্ত জীবনীটি আপনারা আলোচনা কোরে দেখুন। এটা মস্ত ভুল ধারণা যে বৈরাগ্য মানুষকে নিশ্চেষ্ট করে। অতুলনীয় বৈরাগ্য শংকরের, অতুলনীয় কঠোর সন্ন্যাস জীবনের পরিব্রাজক অবস্থা। আজীবন বেদপ্রচার কোরেছেন শংকর, তখনকার ঘোর অনার্য্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোরেছেন সংগ্রাম, ভারতের মর্য্যাদা রেখে বিপ্লব কোরেছেন দমন—কর্ম্মময় ছিল জীবন তাঁর। আর কি বোলবো? বালকরা! তোমরা তোল আবার বৈরাগ্যধ্বনি, পবিত্র হোয়ে যাক্ এ স্থান।

ব্রহ্মচারীগণ। সুরবরমন্দির তরুমূল বাসঃ,
শয্যাভূতলমজীনং বাসঃ।
সর্ব্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্য চিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং॥

রঞ্জন। ছেলেরা! থাম্‌লে কেন? সমস্তই মধুময় হোয়ে গেল। সর্ব্বত্র সমচিত্ত হোতে হবে—ঐ ভাব জীবনে আনতে হবে। যে মহাপুরুষের আজ জন্মতিথি, তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত সমচিত্ত হোয়ে,

অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে গেছেন। ভারতের কর্ম্মবাদ কি, আসুন আমরা তা ভাবতে শিখি। অতীতের ফলই বর্ত্তমান। এই অতীতের কথা, ভারতের অতীত ধারার প্রবাহ না জান্‌লে কি বর্ত্তমান বোঝা যায়, না ভারতকে চিন্‌তে পারা যায়? অতীত শূন্য নয়। শংকর আজ অতীতের মধ্যে, বুদ্ধও তাই। ছেলেরা চালাও তোমাদের ভাব।

ব্রহ্মচারীগণ। অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্মা পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং ন্যায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থ্যং কুপ্যসি ময্য সহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যং ত্বন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎস্জ ভেদজ্ঞানং॥

অমলা। সর্ব্বত্র ভেদ জ্ঞান বর্জ্জন কোরতে হবে। সর্ব্বত্র আত্মাকে উপলব্ধি কোরতে হবে। মন্ত্র আওড়ালেই হয় না। মন্ত্রার্থ-বোধ, মন্ত্র চৈতন্য হওয়া চাই। তবে হবে কাজ। আত্মজ্ঞান হওয়া চাই। সকল মন্ত্রের সাধারণ অর্থ হোচ্ছে শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞান। বেদ বলেন—"যে আত্মশ্রদ্ধহীন সেইই নাস্তিক, সেই বেদ মানে না"। ভারত, তখন এই শ্রদ্ধা হারাতে বোসেছিল—শংকর সেই শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলেন। বেদ মানে জ্ঞান, সনাতন সত্য, অপরিবর্ত্তনীয় সত্য—তা কেউ জানুক্ বা নাই জানুক্। ঋষি, সত্যের আবিষ্কর্ত্তা মাত্র। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর, বুদ্ধদেব জন্মাবার বহু পূর্ব্ব হোতেই ভারতে যে সময় আসে, তাতে ঋষি নেই। তাই

সাধারণের বিশ্বাস হোয়েছিল—বেদব্যাসের বাঁধা নিয়মের বাইরে, আর বেদ নেই। বুদ্ধদেবের সময়, বেদ মানে ছিল—বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম। বুদ্ধদেব যে সত্যের আবিষ্কার কোরলেন, তাকে তিনি সাধারণের মত কোরে প্রচার কোরলেন। বুদ্ধদেবের ৩০০ বৎসর পরে, অশোকের অনেক পরেও বৌদ্ধমত বোলে পৃথক্ কিছু ছিল না। শাক্ত মত বোল্লে এখন যেমন একটা শাখা মত বোঝায়, বৌদ্ধ মত বোল্লেও তখন তাই বোঝাত। বুদ্ধ হিন্দুর অবতার। যে মত বুদ্ধদেবের নামের দোহাই দিয়ে পরে বেদ বিরোধী হোয়ে দাঁড়ালো—শংকর সেই মতকেই খণ্ডন কোরেছেন। বুদ্ধ ও শংকর উভয়েই গুরুকে ভক্তি কোরতে বোলেছেন, সাধনের ও ধ্যানের ওপর জোর দিয়েছেন। অন্তর ফোটাবার একমাত্র উপায়—চিত্তশুদ্ধি, দুজনেই বোলেছেন। বুদ্ধদেব বোলতেন—"বাইরের চিহ্নে ব্রাহ্মণ হয় না। যে ধর্ম্মে ও সত্যে স্থিত, সেই শুচি, সেই ব্রাহ্মণ"। শংকর বোল্লেন—"বহিঃচিহ্নে কিছু হয় না। ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা না কোরলে, স্বধু আচারলগ্ন থাকলে, মূঢ়ের মত কাজ করা হয়"। ঐ দুই মহাপুরুষই বৈরাগ্য বলেই, চরিত্র বলেই—ভারত জয় কোরেছিলেন। উৎপাৎহীন মতবাদের মীমাংসা কোরতে গিয়ে, ভারত কখন রক্তপাত করেনি, পর ধনে লোভ করে নি।

স্বরূপানন্দ। এসো আমরা রাস্তায় এই রকম কোরে বেরিয়ে ঘুরে আসি। (দূরে গানের স্বর)

[স্বরূপের সহিত ব্রহ্মচারীদের প্রস্থান।

অধ্যাপক। বেশী কথা বোলবো না। অনেকের বিশ্বাস, শংকর শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন। ভক্তি বোলতে ভালবাসা বোঝায়। সর্ব্বত্র

সমচিত্ত ভাবটা কি ভালবাসা নয়? ভেতর না ফুটলে উপাসনা ত জড়ত্ব। শংকরের অদ্বৈতবাদ ত তাঁর কাছে একটা বাদ মাত্র ছিল না! তাঁর স্তবগুলি কী ভক্তিপূর্ণ! কী সুন্দর! বদরিকাশ্রমে নারায়ণ বিগ্রহের পূজো হোত। বৌদ্ধ চীন ডাকাতের ভয়ে সেই মূর্ত্তিটী কাছের নারদ-কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়। খর স্রোতস্বিণী অলকানন্দের সঙ্গে ঐ কুণ্ডের তলদেশের যোগ ছিল। কাজেই বিগ্রহ উদ্ধার হয় নি; শালগ্রামে পূজো চোলেছিল। সকলের নিষেধ ঠেলে নিজেকে বিপন্ন কোরে, শঙ্কর সেই কুণ্ডে ঝাঁপ ছ্যান—কষ্টে বিগ্রহটী উদ্ধার হয়। ঐ মূর্ত্তিটীর কয়েকটি হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া যায়। ভগ্ন শিলায় পূজো হয় না, কিন্তু তা এখনও হোচ্ছে। হৃষীকেশে থাকতে, তিনি গঙ্গাগর্ভ হোতে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তির উদ্ধার করেন। তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। সে মূর্ত্তিটী একজন বৌদ্ধ চীনদস্যু গঙ্গায় ফেলে ছ্যায়। শ্রীনগরে বা শ্রীক্ষেত্রে কমলেশ্বর শিব, বিষ্ণু, শ্রীযন্ত্রশীলা, রাজ-রাজেশ্বরী, কংসমর্দ্দিণী, গৌরী, চামুণ্ডা, মহিষমর্দ্দিণী ইত্যাদির পূজো নতুন ভাবে প্রচলন করেন। এখানে, ও পরে, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চি আদি বহু স্থানে, তন্ত্রের দিব্যভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই প্রভাবে শ্রীনগরে নরবলি ও বিকট উপাসনা বন্ধ হয়। এ রকম অসংখ্য ঘটনা শংকরের জীবনে পাওয়া যায়। যাঁরা শংকরের ভক্তিভাব দেখে সে গুণোকে শংকরের অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না, তাঁরা ভারতের মহাপুরুষ চরিত কখন আলোচনা করেন নি। আজ শ্রীশংকরকে প্রণাম কোরে আমি আসন গ্রহণ কোরছি।

(অধ্যাপকের উপবেশন)

রঞ্জন। শংকরাদি মহাপুরুষ অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা। ধোলো মতে ভারত কুসংস্কার প্লাবিত। অথচ ভারতে যে রকম স্বাধীন চিন্তার ধারা বেরিয়েছে, সে রকম এখনও কোথায় ছাখা যায় নি। স্বাধীন, নির্ভীক, উদার চিন্তা কোথা হোতে আসে তাঁদের মধ্যে—যদিও শংকরাদি মহাপুরুষেরা এতটুকুও ভারত-ধারা হোতে বিচ্যুত হন নি? এটা কি ভাববার বিষয় নয়? শ্রদ্ধার চোখে, ভারতকে যেন আজ হোতে আমরা দেখতে শিখি—এই আমার শংকরদেবের কাছে প্রার্থনা।

ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে অগ্রগামী স্বরূপের প্রবেশ

(ব্রহ্মচারীদের স্তব)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
　　ত্যক্তাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্ম-জ্ঞান বিহীনা মূঢ়াঃ,
　　তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ॥

স্বরূপানন্দ। আপনারা সকলে অনুগ্রহ কোরে আশ্রমের ভেতর আসুন, প্রসাদ পাবেন। আজ ধ্যান ভজন ভেতরে অনেকক্ষণ চোলবে। যাঁরা তাতে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, অপেক্ষা কোররেন।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

কক্ষ

রঞ্জন ও অমলা

অমলা। কি কোরে এই মোহ দূর হয়? মোহমুগ্ধ জগৎ—জড়, জড়, জড়—এই ভেবে ভেবে যেন সবাই জড় মেরে গ্যাছে। বৈরাগ্য, তীব্র বৈরাগ্য—এই চাই। বৃথা সাধন ভজন, বৃথা স্তুপাকার বই পড়া, বৈরাগ্য বিনা সবই বৃথা!

রঞ্জন। ক দিন ধোরে দেখছি তোমার এই রকম ভাব। বৈরাগ্যময় জীবনই ত তোমার। তবে বৈরাগ্য বিনা সব বৃথা বোলছো কেন? তুমি ত যথার্থ অনাসক্ত।

অমলা। আমি অনাসক্ত হোয়ে ঘরে থাকতে চাই না। জগৎ, সত্য ভুলে রোয়েছে। ঘরে বোসে আরামে থাকতে পারবো না। দেখছো না. কি জ্বালায় জ্বল্‌ছে সবাই? ভারত ডুবে আছে ঘোর তমোগুণে? আজ আমার প্রাণ বড় অশান্ত হোয়েছে।

রঞ্জন। তোমার ভাব বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি কী চাও? তোমার কোন কাজে ত আমি বাধা দিই না?

অমলা। (করযোড়ে) তুমি আমার দেবতা। তোমার কৃপাতেই আমার চোখ ফুটেছে। তুমি সংসারে সকল সুবিধেই কোরে দিয়েছ এ দাসীর। কিন্তু ক দিন ধোরেই আমার প্রাণে শান্তি নেই। সমস্ত মন প্রাণটা হু হু কোরে জ্বলে উঠছে। সংসার ভাল লাগছে না। তুমি বীর, তুমি অনাসক্ত। তুমিই ঘরে থাক।

রঞ্জন। দেবী! তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও? তুমি আমার গৃহদেবী—এই সংসারের প্রাণ। বীরত্ব ত তোমারই।

অমলা। প্রভু! আমাকে মাপ কোরো—সেবায় তোমার তৃপ্তি সাধন কোরতে পারলুম না; আজ বুদ্ধদেব, শংকর, আর প্রেমিক গোরার কথা মনে পোড়ে গেছে—ভেতর ফুটে উঠেছে—ঘরে টেঁকতে পাচ্ছি নে, ঘরে সত্য দেখতে পাচ্ছি নে।

রঞ্জন। এ তোমার কি হোলো? তোমার উত্তেজনায়, তোমারই কথায়, আমরা বিধিমত অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন কোরে ঘরে রোয়েছি, রোজকার আমি ছেড়েছি, পড়াশুনায় ও সৎচর্চ্চায় মনকে ডুবিয়ে রেখেছি। আর একটি কথা—দাদা মারা গেলেন, তাঁর দুই ছেলেকে বুকে কোরে মানুষ কোরেছ, তাদের কথা মনে কর। দেবী! তোমার প্রাণে অশান্তি—এটা শুনেই চমকে যাচ্ছি।

অমলা। বাছাদের কথা মনে হয় বই কি। কিন্তু তারা ত মানুষ হোয়ে গ্যাছে, তাদের জন্যে ভাবনা কি? প্রভু! আমার জ্বালা অনেক, কি বোঝাব? প্রাণ দিয়ে বোঝ।

রঞ্জন। একেবারে যে বুঝতে পারি না, তা নয়। কিন্তু ঘরে অতিষ্ঠ হোয়েছ কেন? আজ তোমার প্রেরণায় কত ছেলে, কত মেয়ে, কত রকম কাজ কোরছে, তাদের নতুন জীবন এসেছে, সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে—তাদের পথ দেখাবে কে?

অমলা। বুদ্ধদেবের কথায় বোলছি—তোমার উত্তর পাবে। বাপ শুদ্ধোধন ছেলেকে দেখতে চাইলেন, বুদ্ধদেব এলেন। বোধি লাভের পর, শুদ্ধোদন ছেলের কথা শুনতে চাইলেন। বুদ্ধদেব বোল্লেন—"বাবা! স্নেহের দৃষ্টি অনন্ত প্রসারিত করো, গণ্ডির মধ্যে আট্‌কে রেখো না"। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, বুদ্ধদেব রাজধানীতে ভিক্ষায় বেরুলেন। রাজা শুনে চঞ্চল হোলেন। সটান্ ছেলের

কাছে গিয়ে বোল্লেন—"বাবা তুমি রাজপুত্র, ভিক্ষা কি এখানে কোরতে আছে, বিশেষ এই রাজধানীতে? এতদিন পরে এলে, ভিক্ষা করো কেন?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন "আমি রাজবংশের নই, কোন বংশের নই—আমার স্বতন্ত্র কুল—আমার বুদ্ধকুল।" বুদ্ধদেব আনন্দকে বোলেছিলেন—"আপনিই আপনার প্রদীপ হও, নিজেই নিজের নির্ভর হও।" কোটী গ্রামে, লিচ্ছবী-রাজ-আতিথ্য অস্বীকার কোরে, যে মহাপ্রাণ একান্ত শরণাগত আর্ত্ত বেশ্যা অগ্র-পালীর নেমন্তন্ন ন্যান্—প্রভু! তাঁর দিকে চেয়ে আছি। ভারতময় বেদধ্বনি তুলেছিলেন যিনি, দাসী আজ সেই শংকরের আশ্রয় চায়। যাঁর প্রেমের বন্যায় বাঙ্গলা ভেসে গিয়েছিল, আজ তাঁর শ্রীচরণ এ দাসী চায়।

রঞ্জন। দেবী! স্থির হও। একটু সময় নিয়ে ভাবো। হঠাৎ কিছু কোরতে যেওনা। সাধ্যমত আমি তোমার সহায় হবো, বাধা দোবো না। ভাব চাপো। বুদ্ধদেবের কথা জানো, তবুও তোমার মনের এই অবস্থায়, একটা কথা বলি। ভাবপ্রবণতায় ঘর ছেড়ে গেলেই হয় না। বুদ্ধদেবের সময় সাধন-ভজন-রত লোক দেখলেই, লোকে তাকে ঋষি বোলতো। অনোমা নদী পার হোয়ে, সিদ্ধার্থ ঐ রকম ঋষির সঙ্গ লাভ কোরলেন। তখন তবু যারা ধর্ম্ম নিয়ে নাড়া চাড়া কোরতো, তাদের ঋষি বোলতো। এখন আবার তাও নেই। যাই হোক্, সিদ্ধার্থ ঐ ঋষিকে ত্যাগ কোরলেন। তাঁকে জানালেন যে স্বর্গাদি কামনার বশে সর্ব্বতাপহারী নিত্যানন্দ লাভ হয় না, শান্তি আসে না। রাজগৃহে সিদ্ধার্থের সঙ্গে, রাজা বিম্বিসারের দেখা হয়।

অমলা। ঘর ছাড়লে, যে সব বাধা বিঘ্ন, তার কথা বোলছো?

রঞ্জন। তাও জানা দরকার নয় কি? মনের উদ্বেগে একটা কাজ করার আগে, ভাবা ভাল। বোধি লাভ করবার পূর্ব্বে সিদ্ধার্থকে অনেক বাজে বিঘ্ন পোয়াতে হোয়েছিল।

অমলা। কিন্তু তীব্রতার মুখে সমস্ত বিঘ্নই তুচ্ছ হোয়েছিল। বিম্বিসার বৃথা চেষ্টা কোরেছিলেন সিদ্ধার্থকে ঘরে ফেরাতে। সে বৈরাগ্যের কাছে কি কোন যুক্তি টঁ্যাকে ?

রঞ্জন। সে ত ঠিক কথা। আমার বলবার উদ্দেশ্য—ভাবের প্রাবল্যে সিদ্ধার্থ বৃথা শক্তি ক্ষয় কোরেছিলেন।

অমলা। তুমি কী বোলতে চাও, আগে শুনি।

রঞ্জন। বৈশালীতে, শাস্ত্রাধ্যায়ী আড়ার কালামের শাস্ত্র বচনে, সিদ্ধার্থের প্রাণ শান্ত হয় নি। সাধক রামপুত্র রুদ্রকের সঙ্গে মিল্লেন। তাঁর শিষ্য হোলেন। জরা, ব্যাধি মরণ—এ সবের পারে যাওয়া যায় না? কোথায় সে মুক্তি? নিজে তার সন্ধান পেলে তবে জগৎকে জানান যায়। রুদ্রকের পাঁচ জন শিষ্য সঙ্গে, এবার সিদ্ধার্থ মুক্তির পথ খুঁজতে বেরুলেন। গয়াশীর্ষে উরুবিল্বে পৌছুলেন। নৈরঞ্জণা তটে সাধনে বোসলেন। একটী তণ্ডুল কণা খেয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ কোরলেন। ছয় বৎসর এইভাবে কাটলো, কিন্তু কোথায় শান্তি? দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পোড়লো—বুঝি সব পণ্ডশ্রম হোলো! সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, যে ইন্দ্রদেব ত্রিতন্ত্রী বাজাচ্ছেন। একটী তার, খুব কড়া কোরে শক্ত বাঁধা—তাতে বেসুরো আওয়াজ; আর একটী তার, বেজায় ঢিলে—আওয়াজ বেরোয় না; অপরটী মাঝামাঝি বাঁধা—না দৃঢ়, না ঢিলে তাতে সুন্দর আওয়াজ বেরুচ্ছে। নিজের সাধন-পথ বুঝতে পারলেন—বুঝলেন মধ্যপথ অবলম্বনই ঠিক্। এতবার ঠেকে, তবে সিদ্ধার্থ

পথ পেলেন। ভাবের প্রেরণায় যার তার সঙ্গে মিশতে গিয়ে, তাঁকে কি কম ভুগতে হোয়েছিল ?

অমলা। আমি ও রকম ভাবে বুঝি না। বৈরাগ্যের তোড়ে, তাঁর সংসার ভেসে গেছলো। রাজার ছেলে দাঁড়ালেন বৈরাগ্যের ঝুলি নিয়ে পথে। ব্যাকুল হোয়ে পথ খুঁজলেন। ধার্ম্মিক বোলে পরিচিত লোকদের, পথ জিজ্ঞেস কোরলেন, পুরোণো উপায় ধোরলেন—কঠোরতা অত্যন্ত কঠোরতা। প্রমাণ কোরলেন তাতে হয় না—গীতার মত, যুক্তাহার, মধ্য পথের কথা বোল্লেন। সত্য আবিষ্কার কোরলেন—সিদ্ধ হোলেন। সাধন অবস্থা মানেই ত ঠেকে শিখে যাওয়ার অবস্থা—একটার পর একটা অবস্থা। আসুক্ সেই তোড়, নিয়ে যাক্ ভাসিয়ে তাঁর দাসীকে। দেখছো শুধু ঐ সব বাধা বিঘ্ন—ভাবছো, তাইতে হোয়েছে বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু বাধাও নেই, সিদ্ধিও নেই—এটা কি ঠিক্ কথা নয় ? মধ্যপথ পাবার পর, বুদ্ধদেবের কথাই ধরনা কেন ? ঘটনাচক্রে সেই সময়ে সুজাতা নামে এক ধনীর মেয়ে, তাঁকে অনাহার অবস্থায় দিন কাটাতে দেখে—নারী হৃদয়ের মাতৃত্বে গোলে গিয়ে—সিদ্ধার্থের জন্যে পায়েস্ আন্‌লে। পায়েস্ খেলেন, সুজাতাকে আশীষ কোরলেন। তাই দেখে, তাঁর সঙ্গী পাঁচ জন পালালো। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না কোরে, সিদ্ধার্থ আবার মহাসাধনায় ডুব দিলেন। প্রতিজ্ঞা কোরলেন—শরীর শুকিয়ে যাক্, হাড়, মাংস, চামড়া গোলে যাক্—তবু এই আসনে বোধি লাভ না কোরে উঠবো না। অমন অটল মনের বল না থাকলে কি বৈরাগ্য আসে ? অমন তীব্র বৈরাগ্যভাব না থাকলে, অমন স্থিরভাবে, আসনে সিদ্ধাবস্থা না আসা পর্য্যন্ত, বোসে থাকা সম্ভব হোতো কি ? প্রভু ! আশীর্ব্বাদ

কর, যেন ঐ বলের কণাও আসে, যেন বৈরাগ্যরূপে প্রভুই পথ দেখান।

রঞ্জন। বোলেছি, বাধা দোব না আমি তোমার সঙ্কল্পে—দিই নি যেমন এ অবধি। আবার বোলছি, বরং সহায় হব আমি, তোমার। এ সময়ে যা বলা দরকার মনে কোরেছিলুম—তোমাকে তাই বোলেছি মাত্র।

অমলা। সাধে, এ দাসীর তুমি চির প্রভু? তোমার আজ্ঞাই পালন কোরবো। বেশ! ভাববার জন্যে আরও সাতদিন সময় নিলুম্।

রঞ্জন। যাও, অমলা! একটু বিশ্রাম করোগে। শান্ত মনে থাক।

৪র্থ দৃশ্য

সেন সাহেবের বাড়ী

সেন সাহেব ও যামিনী

সেন সাহেব। রঞ্জনদার ও অমলাদির আসতে দেরী হোচ্ছে।

যামিনী। ভোজের আয়োজনের কি দরকার ছিল? রঞ্জনদা দিনটা পেছিয়ে দিয়েছেন—খবর দিয়েছি। দিদির আসতে পাঁচ সাত দিন দেরী আছে। দেবেনেরও একটু শরীর খারাপ কোরেছে। তারা এলেই আবার একটা থ্যাটের যোগাড় হবে।

সেন সাহেব। সে কথা এখন রাখ। সেদিন শঙ্করের উৎসবে গিয়ে বুঝলুম—আমাদের দেশে আরও দুটো problem (সমস্যা) আছে,

Women's problem (নারী সমস্যা) আর ধর্ম্ম। নয় মেয়ে জাত্‌কে liberty (স্বাধীনতা) দাও, নয় back-boneless jelly fish (মেরুদণ্ডহীন জেলি মাছ) পুরুষগুণোকে pack কোরে (পুঁটলী বেঁধে) পিঞ্জরাপোলে পাঠাও। আগে মনে কোরতুম, ধর্ম্মটাই দেশের সর্ব্বনাশ কোরেছে, কিন্তু সেদিনকার উৎসবে, ভাব্‌বার খোরাক পেয়েছি। তবু বলি, ধর্ম্মটাকে আগে ঠিক্ কোরতে হবে। পুরুৎ classটাকে (শ্রেণীকে) Adamanএ পাঠাতে হবে। Line clear (রাস্তা সাফ) হোলেই, দেশের progress (উন্নতি) চোলবে। Europeএ religionটা (ধর্ম্ম) একেবারে কোন্ ঠাসা, একেবারে রাজশক্তির মুটোর ভেতর।

যামিনী। ছাখ সেন সাহেব! ও-রকম স্থানে সেদিন আমাদের discussionটা (চর্চ্চা) out of place (অবান্তর) হোয়েছিল। সব জিনিষ cavalierly (পরিহাসছলে) নোয়া—আমাদের মস্ত দোষ।

সেন সাহেব। সত্যি কথা। শঙ্কর, বুদ্ধ—সব সন্ন্যাসী। আমাদের জাত্‌টার ওপর এত প্রভাব ওঁদের কেন হয়, ভাবা দরকার, বোঝা দরকার। Mark (লক্ষ্য) কোরেছ কি—অধ্যাপক ও রজনী পুরুতের patriotismটা (স্বদেশ-প্রীতি)? যদিও method (উপায়) দুরকম দুই টিকিদাসের?

যামিনী। Mrs. Sen কতদিন দার্জ্জিলিঙে থাকবেন? নারী-সমস্যার কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

সেন সাহেব। উনি questionটা (প্রশ্ন) বড় evade (এড়ান) করেন। এইবার পেড়ে ধোরবো।

যামিনী। ছাখ সেনজা! ও problemটা নিয়ে বেশী ঘেঁটিও না—ওটা বড় ভীষণ problem—ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিও না বাপু।

ও জাত্‌কে আমি বড় ভয় করি, respectও (খাতির) দিই। পুরুৎ জাতকে তো Andamanএ পাঠাবে। কিন্তু পুরুতের ব্যবসাটা চোল্‌ছে মেয়ে জাতের জন্যে—ভেবে দেখেছ কি? মেয়ে জাতটাকেও transportationএ (দ্বীপান্তরে) পাঠাবে না কি? তা হোলে ওরা সব একজোট্‌ হোয়ে strike (ধর্ম্মঘট) কোরলে গোঁপ-দাড়িগুণোর বাজি একদম মাৎ।

সেন সাহেব। ভাল মনে কোরে দিয়েছ, ভায়া। সেদিন Russiaর এক স্থানে, wife, husbandকে ultimatum (শেষ সর্ত্ত) দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে, সব মেয়েগুণো পুরুষদের সঙ্গে stiff non-co-operation (কড়া অসহযোগীতা) চালিয়ে দিলে। সাত আট দিন পরেই, পুরুষগুণোর দম্‌ বেরিয়ে গেল—একদম্‌ flat (পাৎ)—surrender (আত্মসমর্পণ) কোরতে পথ পেলেনা—unconditional (বেসর্ত্ত) surrender, দাদা!

যামিনী। (হাসিতে হাসিতে) যখন ও-রকম strike আমাদের দেশে হবে, তখন তোমরা মেয়েদের lock out (বার কোরে দিয়ে ফটকে তালা বন্ধ) কোরো হে, ভায়া।

সেন সাহেব। Bachelor (অবিবাহিতা, অনূঢ়) মানুষ—শুকনো কাঠ্‌ একটা, science নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পোড়ে আছ, তুমি conjugal felicity (দাম্পত্য সুখ) আর strikeএর gravity (গুরুত্ব) কি বুঝবে? এটা বড় delicate (সূক্ষ্ম) জিনিষ হে, too deep for a bachelor's organic or inorganic science (অনূঢ়ের যান্ত্রিক বা ইন্দ্রিয়াত্মক, অযান্ত্রিক বা নিরীন্দ্রিয়াত্মক বিজ্ঞান থৈ পায় না)। গেল warএ (লড়াই, যুদ্ধে) মেয়েরা কতদূর কি কোরতে পারে, দেখিয়ে ছায়নি কি?

যামিনী। খুসী হলুম। এটা শক্ত problem, lightly handle (হালকা ভাবে আলোচনা) করা চলে না। মেয়েদের liberty আর education দিলেই কি তারা, আমাদের মত religionটা বাদ দিয়ে, science বা politics নিয়ে থাকবে মনে কর কি? অমন highly cultured (উচ্চ শিক্ষিতা) অমলাদি'কে দেখে কি মনে হয়?

সেন সাহেব। সন্তোষ, ধর্ম্ম নিয়েই থাকে, ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে, আর মাথা ঠুকে ঠুকে, হাতে আর কপালে কড়া পোড়ে গেছে—অথচ পড়াশুনোও খুব বেশী রকমের। অমিয়াও এদের পাল্লায় পোড়েছে। Religious obcession (পেয়ে বসা) সত্ত্বেও, এদের cultureএর (অনুশীলন ও শীলতায়) একটা বিশেষ চটক্ আছে। Darkness (অন্ধকার) আর lightএর inter-play (আন্তরক্রীড়া) একটা paradox (হেঁয়ালি) নয় কি ভায়া? ঠিক্ বোলেছ ভায়া! এদের prejudice (কুসংস্কার) তাড়ান সোজা নয়।

রঞ্জন ও অমলার প্রবেশ

অমলা। মোহিনী! আমি বোসতে পারবো না বেশীক্ষণ, দেহ মনটা ঠিক নেই। কি কথা হোচ্ছিল?

সেন সাহেব। কিছু খেতে পারবে না অমলাদি'?

অমলা। আমার কিছুই ভাল লাগছে না। খাবার না হয়, কিছু পাঠিয়ে দিও। চালাও না কথা।

সেন সাহেব। হোচ্ছিল female (স্ত্রীজাতির) problemএর কথা, আর অন্য কথা।

অমলা। যত বাজে বক্ বক্ করো। মন্দোগুণোর সাহস কম নয়—তারা চায় নারী সমস্যা সমাধান কোরতে?

সেন সাহেব। তা না হয় হোলো, কিন্তু early marriage, (বাল্য-বিবাহ) আর......

অমলা। আর বোলতে হবে না—বুঝেছি। ধোলোধারীদের বাঁধা বুলি—স্ত্রীস্বাধীনতা দাও, ধেড়ে মেয়ের বে দাও, বিধবার বে দাও—এই সব। এ সব মন্দ কি ভাল তা বোলতে চাই না। কিন্তু এ সব বুলি ত তোমরা আওড়াচ্ছ, ৭০।৮০ বছর ধোরে বোধ হয়। তোমাদের ধুয়ো ছিল প্রথমে, যে জাতটা তাতে উঠবে। জান নাকি, আজকাল ধোলোদেশে, বের বয়স গড়্পড়তা—১৪ বছর ছেলেদের, আর ১২ বছর মেয়েদের, আর সেই জন্যে বিলেতে এতদিন পরে আইন কোরেছে—যে ১৬ বছরের নীচে বে হোলে আইন্ বিরুদ্ধ হবে ? দেশের উন্নতি কি, বিধবার স্বামী ও ধেড়ে মেয়ের বিয়ের জন্যে, আটকে থাকে ? দেশময় নজর দিয়ে চেয়ে দেখ, দেখবে, যাদের তোমরা গরীব অশিক্ষিত বোলছো, তাদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতাও আছে, অনেক যায়গায় বিধবার বেও চলন আছে ; আর তাদের মেয়েদের অল্প বয়েসে বে হোলেও—ধেড়ে না হোলে শশুর ঘরে যায় না।

যামিনী। শুনেছিলুম পাশ্চাত্যদেশে মেয়ে বড় হোলে তবে বিবাহ হয়।

অমলা। বিলেতে, আয়র্ল্যাণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইটালিতে, স্পেনে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৮টা প্রদেশে গড়পড়তা ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৪ ও মেয়েদের ১২ ; লিগ্ অব্ নেশন্স ও ৪২টা দেশের গড়পড়তা বিবাহের বয়সের তালিকা দিয়েছেন। যতই সভ্যতার ডামাডোল বাজাও না কেন, আজও বাল্য বিবাহ সর্ব্বত্র। ভারতে তবু অলঙ্ঘনীয় হনিমুন প্রথা নেই—যে প্রথায় বিয়ের পরই বরকন্যাকে একত্রে বাপ্ মার কাছ

হোতে দূরে বেড়াতে বেরিয়ে যেতে হয়। ভারতে মেয়ে বাগ্‌দত্তা হয়—প্রথম বিবাহ ; তারপর "তিলক" "গৌণা" বা দ্বিতীয় বিবাহ, কিন্তু ধোলেদেশে বিবাহের পরই ওয়াইফ্‌হুড—রমণীত্ব ও স্ত্রীত্ব। পূর্ব্বে ক্যাথালিকদের মধ্যে বরং একটা ভারতের অনুরূপ বিধি ছিল। এখন নামমাত্র আছে। তোমরা একটু লেখাপড়া শিখে, ধোলোধারী হোয়ে, নিজেদের ঘর সাফ কোরতে আরম্ভ কোরেছ—মনে কর। সব গরীবদের কী কোরেছ তোমরা, যদি ঐ সবই তোমাদের সামাজীক আদর্শ হয়? যাদের ঐ সব আগে হোতে আছে, তাদের কি কোরেছ, কি কোরছ? স্বার্থপর নও তোমরা? দেশকে ভালবাস তোমরা? পাণ্ডিত্যের অভিমান করো তোমরা—ত্যাগ বৈরাগ্যের মহিমা বোঝ? মোহিনী! যামিনী! আমার সব কেমন ঠেকছে, ভাল লাগছে না, আমি উঠলুম।

(উঠিয়া পড়ন)

সেন সাহেব। উঠে পোড়লে, অমলাদি? কি বোলবো?

(অমলার প্রস্থান ও দরজা পর্য্যন্ত সেন সাহেবের অগ্রসর। ফিরিয়া আসিয়া বসা)

দিদি চোলে গেলেন, বেশ জোম্‌তো। দিদির জন্যেই এই আয়োজন। Radiant better half (আভাবতী অর্দ্ধাঙ্গিনী) চোলে যাওয়াতে, রঞ্জনদার other halfটা (বাকী আধখানা) lustreless (প্রভাহীন) হোয়ে পোড়লো যে? রঞ্জনদা! একটা damp squib (স্যাঁতা পটকা) মেরে গেলে যে?

রঞ্জন। সেন সাহেব! বোলেছ অনেকটা ঠিক্। আমার grosser halfটার (ভোঁতা আধখানার) হুটোপাটি যেন থাম্মা খেয়ে আছে। তোমরা এখন যে সব problem নিয়ে নাড়াচাড়া কর—modern

(আধুনিক) science, politics, philosophy (মনস্তত্ত্ব), ওসব হোতে, এখন অনেক দূরে পোড়ে গেছি। ওসব জড়ের permutation আর combination (অদল বদল আর জোড়া ভাড়া) ঘেঁটে আর রস পাওয়া যায় না।

যামিনী। জড় ? Western civilisationটা জড়ের ভিত্তির ওপরই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জান ? জড় ছাড়া Lifeটার (প্রাণ) existence (অস্তিত্ব) কোথায় ?

রঞ্জন। West, matterটাই (জড়) দেখেছে ; আর matter ও lifeএর মাঝখানে একটা দেয়াল খাড়া কোরে life-sideটা (প্রাণের দিক) দেখতে পাচ্ছে না। জড় চৈতন্যের মধ্যে যে, কোন Vertical division (খাড়া দেয়াল দিয়ে ভাগ করা) নেই, তা অধ্যাপক জগদীশ, ঐ দেয়ালটা ভেঙ্গে দিয়ে, Unity of life (প্রাণের সমত্ব) দেখিয়ে—Westকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। Evolutionটা (ক্রম বিকাশ) ভাল কোরে বুঝতে পারবে West, যখন দুদিক্ দিয়ে দেখবে—Matter বা Form sideএর (জড়ের বা রূপের দিক্) দিক দিয়ে আর life বা principleএর (তত্ত্বের) দিক দিয়ে। Principleটা বা lifeটাই expressed (অভিব্যক্ত) হোচ্ছে matter দিয়ে। Matterএর necessity (আবশ্যকতা) আর existence সেই জন্যে। একটা জিনিষের দুটো opposite pole হোচ্ছে, (দুটো উল্‌টো দিক) Matter আর Force (তেজ), West জড়ের borderland (প্রান্তদেশ) টোপকে পোড়ে lifeএর এলাকায় আসতে ভয় পাচ্ছে। একটা no man's land (বেওয়ারিস ভূমি) সৃষ্টি কোরে জলে স্থলে স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছে' দেখতে চাও যদি ঠিক কোরে, ভারত দেখ, ভারত বোঝ।

সেন সাহেব। বৌদিদির Ultra-violet raysএর (চরম বেগুনি রশ্মির) আওতায়, রঞ্জনদা বেশ রসিয়ে উঠেছে, দেখছ না, যামিনী ভায়া? Westএ রস নেই, আর যত রস ভারতে? Westএর boundless freedomএ (সীমাহীনস্বাধীনতায়) মনুষ্যত্ব আছে; ভারতে religionএর রসে nationটাকে (জাতকে) পঙ্গু কোরে ফেলেছে।

রঞ্জন। Scientific, political, philosophical fieldএ (বিজ্ঞানের, রাজনীতির আর মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে) West এখনও রস পায়নি। যে রসটা জড়ের ভেতর দিয়ে, অল্প অল্প কোরে এখন চোঁয়াতে সুরু কোরেছে, সেটা real (বাস্তব) রসের খুব grosser, limited form (গণ্ডীগত রূপ)। Underlying (ভেতরের) principleটা যখন ধোরতে পারবে all-permeating lifeটার (সর্ব্বগত প্রাণের) dance—throughout all kingdoms of nature, (প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপি নাচ) যখন দেখতে পাবে, যখন সেই নাচের সঙ্গে সব জীব তাল দিতে দিতে চলেছে বুঝতে পারবে, তখন life and matterএর enchanting (মোহন) সঙ্গতটা ধোরবে, তখন West ভারতের মত রস পাবে—আনন্দ পাবে।

যামিনী। রঞ্জনদা! তুমি যে আরো mystify কোরে (ধাঁধা লাগিয়ে) দিলে? সোজা ভাবে যদি দুকথা বল, brain respond কোরতে (মস্তিষ্ক সাড়াদিতে) প্রস্তুত, কিন্তু nebulous spaceএ (নীহারিকা প্রদেশে) উড়তে গররাজী।

রঞ্জন। বোঝাতে গেলে ভাল কোরে অনেক বোলতে হয়। তোমরা সব কম নও ত, indication (ইঙ্গিত) মাত্র দিলেই চোলবে। Psycho-analysts (মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকারী) রা পঞ্চেন্দ্রিয় জগতের বাইরে গেছে—বোলছে waking consciousnessটার (কার্য্যশীল

সংজ্ঞার) নীচে একটা sub-conscious (সুপ্তসংজ্ঞার) স্তর আছে। Bergson, super-conscious (অতি সংজ্ঞা বা উর্দ্ধ সংজ্ঞা) স্তরের কথা বোল্লেন—বোল্লেন intellectএর (বোধশক্তির) ওপর intuitionটা (সহজাত জ্ঞান), Ego (আত্মা, বড় অহং) বা instinct, reason, inspiration (সহজাত বোধ, বিচারশক্তি, অনুপ্রাণন)—তিনটে ধাপ। ভারত বোলেছেন—Inspiration contradicts not reason, but fulfils it ; (অনুপ্রাণন বিচারশক্তিকে খণ্ডন করে না, বরং পূরণ করে) মানব-মনটা সর্ব্বব্যাপ্ত হোলে তার নাম আত্মা, আর দ্বন্দ্বশূন্য অবস্থায়, time আর space (কাল আর দেশ) এর ওপারে গেলে নাম হয় পরমাত্মা। আইনস্টিন্ বোল্লেন—phenomenal (ঘটনা মূলক, বা বাস্তব) জগৎটা relatively real, (আপেক্ষিক সত্য) absolutely real (নিরপেক্ষ সত্য) নয়। সমস্ত phenomenaকে বাদ দিতে দিতে একটা point Xএ (অজ্ঞাত বিন্দুতে) পৌছুলে—সেইটেই absolute reality—বেদান্তের নেতি নেতির দিকে যাচ্ছে। জড় কোথায় হোটে গেছে ত্যাখো ?

যামিনী। Philosophyইর flight (উড্ডয়ন) থেকে terra firmaতে (শক্ত মাটিতে) নেবে এসে ত্যাখ না, রঞ্জনদা ? Orthodox science (রক্ষণশীল বা গোঁড়া) ও সব accept (গ্রাহ্য) করে না।

রঞ্জন। Scientific circleএ (বৈজ্ঞানিক সমাজে) আবার orthodoxy, মন্দ ব্যাপার নয় ! বেশ, তোমার terra firmaর কথাও দুটো বোলছি। Biology (জীব-তত্ত্ব) দেখিয়েছে একটা cell—(জীবাণু) নিজের শক্তিতে, নিজের নিয়মে—দুটো, চারটে ইত্যাদি হয়। এক একটি cell এক একটি solar system in miniature (সৌর জগতের ক্ষুদ্র চিত্র)। Cellএর শক্তিটা কোথা হোতে এল, তা

জানে না এখন Science. Biology মতে organismএর (সেন্দ্রিয় প্রাণীর) evolution, simple থেকে complex (সরল থেকে জটিল)। Astronomy (ফলিত জ্যোতিষ) দেখাচ্ছে Stellar evolutionটা (নাক্ষত্রিক ক্রমবিকাশ) complex থেকে simpleএ। Gravitation pull (মাধ্যাকর্ষণের টান্) সত্যি, কিন্তু একটা comet, (ধূমকেতু) সূর্য্যের কাছে এসেও সূর্য্যের pullটাকে (টান্‌কে) ল্যাজের ঝাপ্‌টা মেরে, নিজের orbit (ভ্রমণ পথ) ধোরে, আপন মনে কেমন চোলে যায় ? এই শক্তির ধোলো নাম Radiation pressure—বিচ্ছুরণ চাপ্। Radio-active body (রেডিয়াম্ বিচ্ছুরণকারী পদার্থ) আরো মজা দেখায়। যেটাকে Science, Radium "B" (রেডিয়াম্ বি) বলে, তার মধ্যে Leadএর (শিষার) গুণ বর্ত্তমান। ঐটের ভেতর একটি explosion (স্ফোটন্) হোলেই Leadটা, Bismuthএ (বিসমাথ ধাতু—হলদে বা সাদা লাল রংযুক্ত ধাতু বিশেষে) পরিণত হয়। Radio-active atom (পরমাণু) স্বেচ্ছায় explosion করে। আর যেটাকে "A" particle (এ খণ্ড) বলে সেটা electronএর (ইলেক্‌ট্রন্ বা তড়িৎ-গর্ভ প্রোটনের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান তড়িৎ প্রবাহ) nucleusকে (কেন্দ্র) নাড়া চাড়া ছায়—যেই স্পন্দন অমনি পরিবর্ত্তন। By the infilling of nature, one thing changes into another (প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা একটা পদার্থ আর একটাতে পরিণত হয়)—"প্রকৃতির আপূরণ"।

যামিনী। Bravo (বাহবা, সাবাস) রঞ্জনদা! কিন্তু atomকে যে bombardment (তড়িৎ বোমা দ্বারা ফাটান্) লাগিয়েছে science, তোমার শক্তি টক্তি সব ধরা পড়ে না ?

রঞ্জন। Electronটা protonএর চারিদিকে ঘুরছে 100 trillion times per second (এক সেকেণ্ডে সহস্র পরার্দ্ধবার ঘুরছে) তারপর কতো high pressureএ (গুরু চাপে—বায়ুর চাপের চেয়ে অনেক বেশী ও ঘন চাপ্) আর twistএ (মোচড়ে) atom তৈরী হয়। এ শক্তিপুঞ্জকে তোমাদের 50,000 voltage electric bombardmentকে (৫০,০০০ ভল্টেজের তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা ফাটান্) ভ্রূক্ষেপও করে না। Physicistsরা (পদার্থ বিদ্যা বেত্তরা) এখন দেখছেন—Force lashing into aether of space—Dance of life ; ভারতের কথা শক্তি নাচ্ছে আকাশের বুকের ওপর। Quantum theory, পরিমাণ বাদীদের মত শুন্লে, একেবারে ভোড়কে যাবে। ঐ Theory (মত্) বলে—পরমাণুটা স্পন্দন মাত্র—তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা স্থায়ী রূপ নেই—কেবল তেজ-তরঙ্গ বিশেষ। হাতের মুটো যতবার কোরবে, মুটোর সৃষ্টি ও রূপ ততবার দেখবে; মুটো করবার শক্তিটা সরিয়ে ফ্যালো, দেখবে মুটো লোপ পেয়েছে। মুটোটা তা হোলে শক্তির একটা অবস্থা মাত্র, রূপধারী স্থায়ী জিনিষ নয়। যেমন বিভিন্ন শব্দগুণো হোচ্ছে—different wave lengths of eather in the atmosphere আকাশে বা বায়ুতে শক্তির বিভিন্ন স্পন্দনমাত্রা—পরিবর্ত্তনশীল—এই আছে, এই নেই—নিরপেক্ষ সত্বা নয়। যামিনী ভায়া—তোমার terra firmaটা এইবারে উপে গ্যালো।

যামিনী। তেজ থেকে জড়ের উৎপত্তি মেনে নিলেও, ধোলো বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের সূক্ষ্ম শক্তি সব উদ্ঘাটন কোরে মানবসেবায় প্রয়োগ কোরে, মানব জীবনে কত সুবিধে, কত স্বচ্ছন্দতা আনিয়েছে—এটা ত তর্কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না রঞ্জন দা ?

রঞ্জন। ধোলো বৈজ্ঞানিকেরা, যে দুষ্কর তপস্যা কোরে, জীবনপাত কোরে, প্রকৃতির লুকোনো শক্তি সব আবিষ্কার কোরেছেন, তার প্রশংসা না কোরে কেউ থাকতে পারে না, কিন্তু ঐ শক্তি সব, কতটা গঠনের দিকে আর কতটা ধ্বংসের দিকে প্রযুক্ত হোয়েছে ও হচ্ছে, তার অনুপাতটা কোসে দেখেছ কি? মানব কুলকে বিধ্বস্ত, উচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করবার জন্যে, দেশ সব মরুময় করবার জন্যে, মহামারীর জীবানু, বিসূচিকার জীবানু, আর হরেকরকম বিষাক্ত গ্যাস ও বোমা সব ভাঁড়ার জাৎ কোরে দেশে দেশে রাখা হোচ্ছে—জান না কি? আজ অধিকাংশ ধোলো বৈজ্ঞানিকেরা সমর বিভাগের একটা অঙ্গ, সমর কর্ত্তাদের ডান্ হাত। ধোলো মনের গতি কোন দিকে বোঝ। ঐ আসুরীক শক্তির ফলে আজ কালো জাত দরিদ্র, ভারত নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত, অন্নাভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নরনারী অবস্থিত, এদিকটা দেখে প্রাণ হাহাকার কোরে ওঠে কি?

সেন সাহেব। তোমার কথা মানি দাদা, কিন্তু এটা unfitness, অনুপযুক্ততার ফল।

রঞ্জন। অনুপযুক্ততা, না অনুপযুক্ত কোরে দেওয়া হোয়েছে? ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, বৃহস্পতির বুদ্ধি, যেমন ধোলো সভ্যতার গৌরব বাড়াচ্ছে একদিকে, ঐ বিকট জড়বিভূতির পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের ফলে অপর দিকে, পাশ্চাত্যে তেমনি বিলাস চিহ্ন স্বরূপ bobbed haired, খোঁপা কাটা, চুল কপচান—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঘরে রেখেও—অর্দ্ধনগ্ন, বিচিত্র সাজে সজ্জিত যুবতীরা Realistic beautyর বাস্তব ছবি দেখিয়ে চামড়ার ঢেউ তুলছে—এটা কি পবিত্রতার আদর্শ?

আজ ধোলো মনীষিরাও তার নির্ম্মম সমালোচনা কোরছেন। ধোলো মেয়েজাত আজ ভুলেছে যে, নারী মাত্রই সৃষ্টির পালনী শক্তির প্রতীক। বিভূতির ধ্বংসলীলা আবার ঘুনিয়ে আসছে। Cyclic law, প্রকৃতির চক্রাবর্ত্তন—কারণ কার্য্য, কার্য্যকারণ! ঐ অনার্য্য ব্যাভিচারিনী বিভূতির মোহঘোর থেকে মানবকে জাগাতে হবে। যারা না জাগবে তাদের লোপ পেতে হবে। তাদের—নিপাত করিবে যে, বিমানে ভ্রমিছে সে। ভারত, ভারতই তাদের এই আসন্ন বিপদ হোতে ঠেকাতে পারে, যদি তারা ভারতের সহায়তা চায়।

সেন সাহেব। Politicsটা কিন্তু একেবারে side-tracked (পাশ ঠ্যাসা) হোয়ে গ্যালো। রঞ্জনদা! তোমার ওপর দেশের অনেক আশা ভরসা ছিল। তুমি কি না শেষকালে "ধম্মেল আর মটেল" দের দলে ভিড়লে? যে রকম brain softening (তরল মস্তিস্ক) হোয়েছে, ডাক্তার দ্যাখাও।

রঞ্জন। আমাদের brain softening হোয়েছে কি তোমাদের brain hardening (অসাড় মস্তিস্ক) হোয়েছে—সেইটেই প্রশ্ন। ধোলো-দাসদের কথায় মজা পাওয়া যায় বেশ।

সেন সাহেব। ধোলোদাস! এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব? টিকি-দাস্‌ই জানতুম।

রঞ্জন। এই যে আমরা মাতৃভাষার এতক্ষণ শ্রাদ্ধ কোরলুম্, এটা কি Slave mentality নয়? যে দিন Macaulay সাহেবের সঙ্গে, রাজা রামমোহন রায়ের মত মহাজন ও সংস্কৃতটাকে 2nd language (দ্বিতীয় ভাষা) কোরতে সায় দিলেন—সেই দিন হোচ্ছে ধোলোদাসের birth-day (জন্মদিন); ভারতের culture বুঝতে

যাই আমরা, খোলো চোখ দিয়ে, খোলো মাথা দিয়ে—নিজের চোখ মাথা খুইয়ে।

সেন সাহেব। রঞ্জনদা attackটা বেশ develop কোরেছে। (তাড়াটা, আক্রমণটা বেশ ঘনিয়েছে) আমাদের counter attackটা launch (প্রতি আক্রমণ) করবার, সময় নোয়া যাক্ যামিনী ভায়া। (সবাইএর উঠে পড়া)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

টোল

অধ্যাপক, রজনী ও যামিনী

অধ্যাপক। রজনী! তুমি ভুল বুঝেছ। বহু বিদুষী, বেদ-মন্ত্র ও রচনা কোরে গেছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডেও নারীর সমান অধিকার ছিল। অমলা, সংস্কৃতে আর পাশ্চাত্য, সাহিত্যে স্থধু পণ্ডিতা নয়, সে একজন সাধিকা। তাই আমল দিয়েছি তাকে। রঞ্জন ও ভক্ত, সাধক। কতো উদার দুজনে দেখছো ত?

রজনী। মা অমলাকে আমি শ্রদ্ধা করি। রঞ্জনবাবুর বংশের লক্ষ্মী—জনার্দ্দনের সেবার ভার আমার ওপর; তাঁর সম্পর্কে আমাকে নিত্য আসতে হয়। তাঁর ভক্তি, তাঁর ধ্যান একটা ছাখবার জিনিষ। কিন্তু আমি জানতে চাই যে বেদ চর্চ্চা ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হোয়েছে, অনেক দিন হোতে নারীর পক্ষে; এটার কি পুনঃ প্রবর্ত্তন করা উচিৎ নয়?

অধ্যাপক। এখন কে কাকে মানা করে, আর শোনেই বা কে? তপস্থা নেই, সাধনা নেই, বৈরাগ্য নেই, বেদতত্ত্ব বোঝাতে সবাই অগ্রসর! পুঁথিগত বিদ্যা মাথায় পুরেই, মনে করে, সে সব জান্‌তা। ভারতেই বেদতত্ত্ব বেরিয়েছে; আর এই খানেই পূর্ব্বে

বেদার্থীদের গুরুর কাছে, ধ্যান তপস্যা কোরে, বেদতত্ত্ব শেখবার রীতি ছিল। এখন রীতি হোয়েছে পাশ্চাত্য ঢোলে। তাতে অন্য উপকার আছে, কিন্তু সেটা প্রাণহীন—তাতে জীবন তৈরী হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে প্রতিভাবান্ ছাত্র ও ম্যাদাটে ছাত্র একই শ্রেণীতে একই রকম শিখতে বাধ্য হয়। বেদ চর্চ্চা নারীদের পক্ষে কবে থেকে নিষিদ্ধ হোয়েছে, তার সন তারিখ দিতে পারেন, যাঁরা পাশ্চাত্য ঢোলে ও সব আলোচনা কোরছেন। যদি বলো বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হোতে নিষিদ্ধ হোয়েছে, তা হোলে বোল্‌তে হবে—সে আইন গোঁড়া ছাড়া কেউ মানতো না। কারণ, শংকরের সময়, মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী—উভয়ভারতী বা সরস্বতীদেবীকে—বেদপারদর্শিনী দেখতে পাই। শংকরের পর যদি নিষিদ্ধ হোয়ে থাকে, সে নিষেধ বাণী কোন ঋষির নয়।

রজনী। শংকর ত সে দিনকার কথা? সরস্বতীদেবীর কথা বলুন না?

অধ্যাপক। ভারতের ঋষিদের কথা, মহাপুরুষদের জীবনী, আর তাঁদের জীবনে সামাজীক মীমাংসার কথা, জানা দরকার। তা না হোলে ভুল ধারণা সব থাকবে। স্থধু ঘণ্টা নাড়লেই কি হয়? ভাবকে আয়ত্ত করবার জন্যেই ঘণ্টা নাড়া। ভারতের ভাব না জান্‌লে, স্থধু ঘণ্টা নেড়ে জীবন তৈরী হয় না। সরস্বতীদেবী, তখনকার অদ্বিতীয় সাধক ও পণ্ডিত, কর্ম্মকাণ্ডনিরত মণ্ডনমিশ্রের সহধর্ম্মিনী। বেদ্ মানে—মাত্র কর্ম্ম কাণ্ড, এই ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, দিগ্বিজয়ী শংকর, মণ্ডনের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত। মণ্ডন গৃহে সভা। কিন্তু এ রকম বিচারের মধ্যস্থ কে হবে? কারুর সাহস ছিল না। শংকর মণ্ডন পত্নিকেই মধ্যস্থ হোতে আহ্বান কোরলেন। যে সভায়

ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার হবে, সেখানে মধ্যস্থ নারী! শংকরের প্রস্তাবে মণ্ডন অবাক্, সভাস্থ পণ্ডিতেরা স্তম্ভিত! দেবী সরস্বতী বিচলিত হোলেন। কিন্তু শেষে স্বীকার পেলেন—শংকরের হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝলেন। বিচারের পণ—যিনি পরাজিত হবেন, তিনি জেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরবেন—নয় শংকর গৃহী হবেন, নয় মণ্ডন, স্ত্রী ত্যাগ কোরে সন্ন্যাসী হবেন! মধ্যস্থের আদেশে বিচার স্বরু হোল। ১৮ দিন ঘোর বিচারের পর, উভয়ের মতামত সমাহার কোরলেন দেবী,—জানালেন তাঁর পতি পরাজিত! শংকরের আহ্বানে মণ্ডন সন্যাসের জন্য প্রস্তুত! কিন্তু এইবার দেবী শংকরকে বোল্লেন,—"পতি পরাজিত—তুমি অর্দ্ধজয় কোরেছ মাত্র। অর্দ্ধাঙ্গিনীকে জয় কর বৎস!" তারপর অনেক কথা। মোট্ কথা —দেবী দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে শংকরকে প্রশ্ন কোরলেন। আজন্মকুমার সন্ন্যাসীকে, তার উত্তর দিতে বিভূতির আশ্রয় নিতে হোয়েছিল—রাজশরীরে প্রবেশ কোরে রাজভোগে থাকতে হোয়েছিল। তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা সে অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। দেবীর সঙ্গে দ্যাখা হোল আবার—দেবী পরাজয় স্বীকার কোরলেন তাঁকে দেখেই। শক্তিরূপিণী নারীর কাছে শঙ্করকে ব্যতিব্যস্ত হোতে হোয়েছিল।

রজনী। নতুন কথা শিখলুম। বুদ্ধদেবের কথায় কোথাও বেদ বিরোধী ভাব পাওয়া যায়? শংকর কোথাও বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে কিছু বোলেছেন?

অধ্যাপক। বুদ্ধদেব ভারতের সন্ন্যাসী। তিনি হৃদয়-বত্তার ওপর, জীবনের ওপর জোর দিয়েছেন, কোন পুঁথির ওপর স্থান নি। শাস্ত্র আলোচনা কর, দেখবে এইটেই বেদ-সম্মত ভাব। কথার

কচকচি ছেড়ে, সাধন ও ধর্ম্মময় জীবন যাপন কোরতে বোলতেন। বুদ্ধ ধ্যান প্রিয় ছিলেন। ছেলে বেলায় খ্যালা কোরতে কোরতে, তিনি ধ্যানে ডুবে যেতেন। তিনি বোলতেন—"অহং বুদ্ধি বিশ্ব হোতে পৃথক বোধ রেখেছে—এই ভেদ্ দূর কোরতে হবে। দেশ কালের অতীত বিশ্বের সঙ্গে একত্ব বোধ কোরতে হবে। এইরকম বোধই—সার সত্য। নির্ভয়ে এগুতে হবে, তবে নির্ব্বান আসবে—তবে নিজের সত্যমূর্ত্তি দর্শন হবে।" তিনি আরো বোলেছেন—"অবিজ্জা পরমং মলং"। শংকরের ভাবের সঙ্গেও বিরোধ নেই। শংকর, বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে কেন কিছু বোলবেন? গুরুভক্তি, চিত্তের শুদ্ধতা, ধ্যান ধারণা রাখা, বৃদ্ধকে সম্মান দেওয়া—গৃহী সন্ন্যাসীর উভয়েরই উচিৎ—এটা দুজনেই বোলেছেন। ধ্যান-পরায়ণ হোতে, বুদ্ধদেব বিশেষ কোরে বোলেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের এই দিক্‌টার সম্বন্ধে কেউ বড় বলে না। ধ্যানে হৃদয় খুলে যায়, সত্য সাক্ষাৎকার হয়—স্বধু মাথা দিয়ে বুঝে ফ্যালা নয়। এটা বেদের ভাব। ভারতে এটা চোলে আস্‌ছে। তুমি পূজো কোরে থাক। পূজোতে ধ্যানের ওপর কত জোর দিয়েছে! ধ্যানেই বিগ্রহের তারতম্য, বিশেষত্ব; ধ্যান ভেদে মূর্ত্তিতে বিভিন্ন ভাব, সেই জন্যেই পদ্ধতিরও এদিক্ ওদিক্।

রজনী। গীতায়—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ—বোলেছেন। অন্যত্র আছে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি নির্ভরতা না আসে, স্বধর্ম্মেই থাকা ভাল।

অধ্যাপক। গীতায় সন্ন্যাস ও ত্যাগ—দুটো কথা, দুরকম ভাবে ব্যবহৃত হোয়েছে। সন্ন্যাস হোচ্ছে—কাম্যানাং কর্ম্মাণাং ন্যাসং—আর ত্যাগ হোচ্ছে—সর্ব্বকর্ম্মফল—ত্যাগং। অতএব সম্পূর্ণভাবে সকল ধর্ম্মের

কর্ম্মফল ত্যাগ হোলে তবে শরণাগতি আসে। নিশ্চেষ্টতা, নির্ভরতা নয়।

রজনী। স্বধর্ম্ম কথাটার "ধর্ম্ম" মানে, আচার্য্য রামানুজ কোরেছেন, বোধ হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনই স্বধর্ম্ম।

অধ্যাপক। পড়াবার সময়, মা অমলাও এ কথা পেড়েছিলেন। জোর কোরে দুমড়ে মুচড়ে নিজের ভাবের মত ব্যাখ্যাকে, তিনি দোষ গ্যান। শুনে আশ্চর্য্য হবে, তিনি বলেন—গীতার মধ্যেই ওর অর্থ আছে। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—জন্ম কর্ম্ম বিভাগশঃ নয়—বৈদীক সময় হোতে ধর্ম্ম বা বর্ণবিভাগের সমর্থক অর্থ হয়, আর অনেক গোল মিটে যায়। তুমি সাহসী হও, লোকমত যদি গোঁড়ামির প্রশ্রয় গ্যায়, তা গ্রাহ্য কোরোনা।

রজনী। পৌরহিত্যের ওপর বিরক্তি এসেছে। পথ দেখতে চাই—এগুতে চাই।

অধ্যাপক। পুরোহিত কুল সবদেশেই ক্ষতি কোরেছে, অনেক অনিষ্টকর প্রথার প্রবর্ত্তক হোয়েছে। কিন্তু জেনে রেখো, সমাজে পুরোহিতের দরকার, তাই পুরোহিত আছে। দেবতা খাটিয়ে অন্ন গ্রহণ করে, তাই শাস্ত্রে তাদের "দেবল" বলা হোয়েছে, হীন চক্ষে গ্যাখা হোয়েছে। ব্রাহ্মণদের দোষ আজকাল সকলেই গ্যায়, আবার স্থ ব্রাহ্মণরাই পৌরহিত্যের অপব্যবহারকে নিন্দা করেন। শাস্ত্রে নিঃস্বার্থ পুরোহিতের প্রশংসা আছে। রাণা প্রতাপ ও শক্তসিংহের মধ্যস্থকারী পুর হিতকারী, আত্ম বলিদানে প্রস্তুত, পুরোহিত এখন কোথায়? ধর্ম্মযজনকারী পুরোহিতের এ রকম আদর্শ অন্যত্র কোথায়?

রজনী। বৃথা সময় নষ্ট কোরেছি এতদিন। ভারতের মহাপুরুষ চরিত্র

আলোচনা কোরলুম না, ভারতধারা বুঝলুম না, অথচ ধর্ম্মের যজনা কোরছি !

যামিনী। বর্ণাশ্রমের কথা একটু আগেই আপনারা তুলেছেন। এই বর্ণাশ্রমটা কি একটা কুসংস্কার নয়? পাশ্চাত্যে ইউজেনিক্‌স্‌ বিদ্যার চর্চ্চা প্রায় ৬০ বৎসর ধোরে হোচ্ছে। শুনেছি বর্ণাশ্রম ব্যাপারটা কতকটা ইউজেনিক্‌সের তুল্য, কিন্তু বড় জটিল।

অধ্যাপক। বর্ণ ও আশ্রম—এই দুই ভাবের গোড়ায় আছে সাধনের ভাব, ব্রহ্মচর্য্যের ভাব। ইউজেনিকসের কথা আমিও শুনেছি; তাতে ভারতের ঐ দুটো ভাবের একান্ত অভাব। সমাজবদ্ধ মানব, সমাজের জন্যে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, উন্নতমনা সন্তান দাবী কোরতে পারে। জাতীয়তা রক্ষার জন্যে জাতির সংখ্যাধিক্য ও দরকার। বংশোন্নতি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি 'বর্ণের' অন্তর্গত। এটা হোচ্ছে সুপ্রজনন বিদ্যা— তোমাদের ইউজেনিক্‌স্‌। পরিবারের পর পরিবার, বংশের পর বংশ, যুগের পর যুগ, একটা ধারার চর্চ্চা থাকলে ভাবের পরিপুষ্টি হয়। এখানেই বিবাহের সমস্যা আসে। কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ বয়সে, কোন্‌ বংশে বিবাহ করা দরকার তা জানা দরকার হোয়ে পড়ে। ভাবের বা ধারার বিশিষ্টতা রক্ষার জন্যে শিক্ষার সংস্কারই হোচ্ছে 'আশ্রম'। বিবাহও একটা সংস্কার—গৃহস্থাশ্রম। এখনকার বর্ণ ও জাতি দেখে আদর্শটা ছেড়ো না, মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজসংস্কার কোরতে গেলে জাতটার অনিষ্টই কোরে বোসবে।

যামিনী। এর মধ্যে সাধন ও ব্রহ্মচর্য্যের স্থান কোথায়?

অধ্যাপক। বেদমার্গীর উদ্দেশ্য, অমৃতের সন্তান তৈরী করা, মানুষ তৈরী করা। কেবল নিজের বা নিজের জাতির উন্নতি নয়, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ যে রকম মানুষের দ্বারা হোতে পারে, সেই

রকম প্রজার উৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য, দেহজ বৃত্তি সেখানে গৌণভাব মাত্র। ব্যাধি যেমন সন্তানে ছাপা দিতে পারে বা দু এক পুরুষ পরেও বংশধরকে আক্রমণ করে, পিতা মাতার ভাবও সেইরকম সন্তানে সংক্রমিত হয়। দুষ্টভাব প্রতিষেধ কোরতে হোলে সুসংস্কার দৃঢ় হওয়া চাই। পিতার বীজ মাতৃগর্ভে ৯।১০ মাস ধোরে অবস্থিতি করে ও পুষ্টি লাভ করে, তাই মাতার দায়ীত্ব এখানে আরো বেশী। পিতার যেটা শ্রেষ্ঠভাব—যেটা প্রেরণা, মাতার ভাবও যদি ঐ ভাবের অনুকুল হয়, সন্তান ঐ ভাবের উত্তরাধিকারী হবেই। তাই, শাস্ত্রে দেখতে পাবে যে মনোমত সন্তান কামনায়, পিতামাতা উভয়েই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হোয়ে সাধনরত। যে যেমন সন্তানপ্রার্থী সে সেই ভাবেই অনুপ্রাণীত হবার চেষ্টা কোরছে, স্বামী স্ত্রী সেই ভাবকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা পাচ্ছে। যদি পতি-পত্নীর ভাবের বৈপরীত্য থাকে, সে স্থলে নানা ভাবের সন্তান হয়। স্ত্রীর পতিআনুগত্যের যুক্তি এদিক্ দিয়েও একটা আছে।

যামিনী। পাশ্চাত্যেও এই রকম ভাবের আলোচনা চোলেছে। সে দিন মোহিনী একটা বই পোড়ে শোনাচ্ছিল। একজন যুবতীর যার ওপর টান হয়, ঘটনাচক্রে ঐ যুবতীর বিবাহ অন্যত্র হয়। ও দেশে যাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে, সেই হিসেবে মেয়েটী জীবনে কখন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয় নি। ঐ দম্পতির যে সব সন্তান হয়, তারা সবাই লম্পট, হীনচরিত্র—পিতা বা মাতা কারুর গুণ তারা পায় নি। এটা সত্য ঘটনা, এরকম বহু পরীক্ষা হোয়েছে। বর্ণসঙ্করের ফলাফল, জীবজন্তুতে ও উদ্ভিদে পরীক্ষিত হোচ্ছে। ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনের বলে গোড়া ধোরে টান দেওয়ার ব্যবস্থাটা বড়, চমৎকার, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের

ওপর এত বেশী জোর দেওয়াতে কি জাতিলোপের আশঙ্কা থাকে না ?

অধ্যাপক। মনে রেখো ব্রহ্মচর্য্যে বন্ধ্যা দোষ ও নিবারিত হোতে পারে—একথা একজন বড় ভিষকের মুখে শুনেছি। ব্যভিচার পরায়ণের সন্তান হয় না কেন তা চিন্তা কোরে দেখো। জাতিলোপের বীজ বরং পাশ্চাত্যের কৃত্রিম জন্মরোধের ব্যবস্থায় বর্ত্তমান। এই কৃত্রিমতায় আছে ভোগমুখী লালসা। আর শিক্ষিতাভিমানী তোমরা, ঐ কৃত্রিমতার সমর্থন কোরতে লজ্জা বোধ কর না ! স্থল বিশেষে বংশ বৃদ্ধি ক্ষতিকর হোতে পারে। সে ক্ষতি দূর কোরতে যে শিক্ষার দরকার, পাশ্চাত্য অনুকরণকারী তোমরা, তা চাও না। এরকম স্থলে স্ত্রীপুরুষের একপ্রাণতা আবশ্যক, কিন্তু তোমাদের শিক্ষায় সেটাও দুরুহ ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াচ্ছে। ব্রহ্মচর্য্য কথাটি একাধিক ভাবে ব্যবহৃত হোত। যে ভাবেই হোক, জীবন কি ভাবে সকলে যাপন কোরতো সেইটে বোঝ। গুরুগৃহে শিক্ষার শেষ না হোলে বিবাহই হোত না তখন। আপন জ্ঞানে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, ভালবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত বাধ্যতা-মূলক শিক্ষায় বালকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা হোত, সদসদ্-বিচার, প্রীতি, প্রেম আদি সৎবৃত্তির উন্মেষ হোত, জীবন গঠিত হোত, গৃহস্থাশ্রমে ঢুকে সাধনভাব, ব্রহ্মচর্য্যের ভাব রক্ষা করা সহজ হোত।

যামিনী। অনেকক্ষণ আপনার সময় নষ্ট কোরলুম। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা কোরেই উঠবো। পূর্ব্বে নারীদের স্থান সমাজে কি রকম ছিল ?

অধ্যাপক। অন্য সময়ে শুনো। তবে দু একটী ঘটনার কথা বোলছি।

শুনে আশ্চর্য্য হবে ইন্দ্র ঋষির মাতৃগণ—পঞ্চ সপত্নি সত্ত্বেও, এত উন্নতচরিত্রা, উন্নতমনা ও দ্বেষ ঈর্ষা বর্জ্জিতা ছিলেন যে, তাঁদের আসন ঋষি সমাজেও উচ্চ ছিল ও তাঁরা সমবেত হোয়ে বেদমন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা কোরে গিয়েছেন। একমাত্র ভোগের উদ্দেশ্যেই যে বহু বিবাহ হোত, তা সব সময়ে নয়। সুপ্রসিদ্ধা বিশ্ববারা দেবী পুরুতের কাজ পর্য্যন্ত কোরেছেন! সাধন ও তপস্যা থাকায় তখন সমাজ জীবন শান্তিময় ছিল। পরবর্ত্তীকালে, রামায়ণ পুরুতের হাতে পোড়ে, রামচন্দ্রের মত ক্ষণজন্মা পুরুষকেও একটী পুরুতের অনুগত জীব করবার চেষ্টা, অধঃপতিত পুরুৎ কোরেছে; সে রকম হীনভাব তখন কাহারও মনে উঠতো না। এখন চোখ ফোটানো বিদ্যা তোমরা পাচ্ছ। অনুকরণপ্রিয়তা ছাড়, মন থেকেও অপসারিত কর। তখন যে সবই ভাল ছিল, এখন যে সবই মন্দ, তা নয়। যে সব মহৎ গুণ থাকায় মা জগদম্বা ইংরেজকে ভারতবর্ষ দিয়েছেন, সেই সব গুণ, ও তাদের শিক্ষাকে, তোমরা নিজের মত কোরে স্বধর্ম্মে থাক। আমাকে অন্যত্র যেতে হবে, আজ তবে তোমরা এসো।

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

রঞ্জনের কক্ষ

যামিনী, রঞ্জন, স্বরূপ ও দেবেন

দেবেন। গোঁফ তুলিয়ে আরম্ভ কোরে দাওনা দাদা। শুনলুম সেদিন খুব হোয়ে গেছে। সেনজা ঠিক এসে জুটবেন মজা কোরতে।

সেন সাহেবের প্রবেশ

সেন সাহেব। (ঘড়ি দেখিয়া) ঠিক সময়েই এসেছি। গাওনা জুড়ে দিয়েছ দেখছি যে?

দেবেন। যতক্ষণ না ভুঁড়ির ডাক পড়ে, ততক্ষণ মুড়িটা চালানো যাক্।

সেন সাহেব। সে দিন একটা বুঝলুম, যে পুরুতই হোক, আমরাই হই, সকলেই দেশের বিষয় ভাবছে। কিন্তু কাজের প্রথা সকলেরই বিভিন্ন, অধ্যাপক ও রজনীর মধ্যেও তফাৎ। এতে দলাদলি বাড়ে, গুঁতোগুতি কোরে মহা গণ্ডগোল পাকিয়ে দেশটাকে এগুতে ছ্যায় না।

রঞ্জন। Westএ ত দলাদলির অভাব নেই, তবে কাজের বেলায় তারা একজোট হয়। স্বার্থত্যাগে একজোট্ করায়। আদর্শের উদ্দীপনায় ত্যাগ আনায়।

(ট্রেতে কোরে সন্তোষ ও অমিয়ার চা আনা ও দুজনের বসা)

যামিনী। অমলাদি কোথায়?

সন্তোষ। দিদি আস্‌ছেন, ভেতরে সব বন্দোবস্ত কোরতে ব্যস্ত আছেন।

সেন সাহেব। Westএ organisation (কাজের জন্য সংঘবাঁধন) জিনিষটা ভাল বোঝে।

দেবেন। আরে দাদা! দেশটাকে না চিনেই তার ঘাড়ে চাপলে, দলাদলির মজা হবে না? কি মজা?

সেন সাহেব। (চা পান কোরতে ২) দেবেন বাবু! You may be right (তুমি যা বোলেছ, ঠিক হোতে পারে) কতকটা, কিন্তু আমাদের অনেক ব্যাধি; (অমলার প্রবেশ) এস অমলাদি, তোমার

কথা ভাবছিলুম। হ্যাঁ! বোল্‌ছিলুম দেশে অনেক ব্যাধি—তার উপায় ভেবে পাই না।

সন্তোষ। একটা ছোট কথা বোলে রাখি। ভারতের সভ্যতা যখন ফুটে ওঠে, তখন ধোলো দেশ একটা জঙ্গল ছিল। এই পুরোণো জাতের ব্যাধি এখন অনেক থাকতে পারে—এখন ভারতের মন্দ অবস্থা। কিন্তু অন্য দেশেও অনেক বিষমতর ব্যাধি রোয়েছে।

সেন সাহেব। জাতটার old ageএর death sign (বার্দ্ধক্যে মরণ চিহ্ন) দ্যাখা দিয়েছে। পুরোণো পুঁথি হাতড়ে, শাস্তোরে ডুবে যেয়ে, antiquated theories (মান্ধাতা আমলের মত্‌) বার কোরলে এখন চোলবে না। এখন ত আমরা সর্ব্ব বিষয়ে totally bankrupt (সর্ব্ব বিষয়ে দেউলে); পৃথিবীর মধ্যে Europe, America যে আদর্শ নিয়ে, আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেটা বিদেশী বোলে নোবো না বলাটা suicide, slow death; (আত্মহত্যা, পোচে মরা)।

দেবেন। পুরোণো সব হুবহু চালাতে, কে মাথার দিব্বি দিয়েছে, দাদা! সপ্তাহে আধ ঘণ্টা কোরে গিরজেতে গেলেই ধর্ম্ম হোল! কি মজার western ধর্ম্মাচার রে?

সন্তোষ। মৃত্যু চিহ্ন, যা বোলছো, তা হোয়েছে অনেকবার ভারতের। এখন হয়ত সব চেয়ে সেটা বেশী দ্যাখা দিয়েছে। কিন্তু জেনে রেখো, ভারতে বার বার মহাশক্তির প্রকাশ ও হোয়েছে, আবার ভারতের নবযৌবন ফিরে এসেছে। পুরোণো Egypt, Greece, Babylon আরো কতো সভ্যতা, এখন কোথায়? কেন তারা লোপ পায়? ভারত বেঁচে আছে। আর ভারতের সভ্যতার কণা, যেখানে নিয়েছে—যেমন চিনে দেশ—সে দেশ, বেঁচে আছে।

ধোলো আদর্শের ভাল যেটা, যেটা বলপ্রদ, সেটা নিতে, কে মানা করে? কিন্তু তাদের আদর্শই যে একমাত্র আদর্শ তা ভেবো না। একটা জামা সকলের গায়ে পরাতে যেও না। অনেক ভুয়োদর্শন ফলে, একটা আদর্শ খাড়া হয়। পাশ্চাত্য দেশ সেদিনকার শিশু। এখন তার ভবিষ্যৎ কি রকম দাঁড়ায় দেখে, ভারত আদর্শ বদ্‌লাবার কথা বোলো। আর পুরোণোর কথা বোলছো? পুরোণোকে বুঝতে গেলে, সেই সময়কার ভাব ভঙ্গী দিয়ে বোঝ। নতুবা, কোন্ হিসেবে সেই তখনকার ধরণ ধারণ, এখনকার ভাবে বুঝতে চাও, তুমি? নয়, এখনকার মত কোরে নিয়ে তখনকার বিষয় বোঝ, নয় নিজেকে তখনকার অবস্থায় নিয়ে যাও। সকল জাতের নিজস্ব দোবার একটা আছে, ভারতেরও নিজস্ব আছে। যাদের কাজ ফুরোয়, তাদের থাকবার দরকার হয় না।

দেবেন। চাও যদি দাঁড়াতে, ধর ধর নিজ নিজ স্ব।
তা না হোলে, থাকো হোয়ে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ ॥
কেয়া মজা! কেমন কবিতা? (সকলের হাস্য)

রঞ্জন। কবি হোলে কবে থেকে?

দেবেন। বোকা পেয়েছ গোঁফদা? (সকলের হাস্য)

রঞ্জন। ঐহিক কল্যাণ—অন্য জাতের আদর্শ। সুতরাং তাদের ভোগই আদর্শ। ভারত বলেন, ভোগ কোরতে হয় করো, কিন্তু জানো দুনিয়াটা কি? সুতরাং ভারতের আদর্শ পরমার্থে—মোক্ষে।

যামিনী। রঞ্জনদার eloquenceটা (বাগ্মীতা) বেশ, কিন্তু logicটা (বিচার ধারা) কোমর-ভাঙ্গা। ভারতের আদর্শ যদি ধরা-ছোঁয়ার ভেতর না থাকে, পরমার্থের নেশায় বুঁদ হোয়ে থাকলে কি হবে? Science, commerce (ব্যবসা বাণিজ্য) ইত্যাদি যা কিছু nation-

building (জাতি গঠন মূলক) বিধি ব্যবস্থার, বিরোধী হয় যদি ভারত আদর্শ, শুধু Idealism (কাল্পনিক আদর্শ) নিয়ে থাকা sheer madness ! (নিছাক্ অশ্বডিম্ব)। ধম্মো ধম্মো কোরে ত জাতটা এতদিন inert (নির্জীব) মেরে গ্যাছে। তার ওপর পুরোণোর খেয়াল চড়ালে, একেবারে coma (সংজ্ঞাহীনতা) এসে যাবে। বুদ্ধ শংকরের সময় দেশের ভাব, শিক্ষা যা ছিল, এখন তা নেই।

সেন সাহেব। Ergo, Religion should be divorced form all nation building activities (অতএব জাতি-গঠন-মূলক কর্ম্ম থেকে ধর্ম্মটাকে বার কোরে দিতে হবে) তা না হোলে, our end is not far off, (আমাদের অন্তিম কাল বড় দূর নয়) কি বলো অমলাদি ?

দেবেন। কেয়াবাৎ মজা ! এক সঙ্গে দুই জোয়ান্ তাল্ ঠুকে ঠিক্ কোরছে, ভারতের পরমায়ু। মোক্ষশালা ! তুমি ব্যাপকভাবে আছ—সবাইকে বিয়ে কোরতে চাও ? এখন divorceএর (তালাক দেওয়ার) ঠ্যালাটা ন্যাও। গণ্ডীর মধ্যে পুরবে তোমাকে—জবরদস্ত মজা !

অমলা। ভেতরে রোয়েছে অসীম শক্তি, ন্যাখা দিচ্ছে বাইরে সেটা। বেদ বোঝ। বেদ কোন জিনিষকে বাদ্ ন্যায় না।

যামিনী। ওসব মাথায় ঢুকলোনা। অমলাদি—মাপ্ কোরো— ইংরিজিতে বোল্লে বুঝবো ভাল ওসব বিষয়। কিন্তু বেদ inspired বোল্লে logic হয় কি ?

অমলা। বেদ মানে জ্ঞান। শোন ভারতের বাণী—Our Vedas are not inspired, but expired. They are Eternal Laws living in every soul. (বেদ বাইরে থেকে আসে নি,

ভেতরটা বাইরে প্রকাশ হোয়েছে। বেদ হোচ্ছে সনাতন সত্য, প্রত্যেক জীবেই জীবন্ত রোয়েছে)। Inspiration মানে একটা কিছু বাইরে থেকে আসা। বেদ বাইরে থেকে আসে নি। ভেতরটা দিয়েছে বাইরে ছ্যাখা—এই মাত্র। বেদ আছে পিপ্ড়ের মধ্যে, আছে ঋষির মধ্যে। নিতে হবে পিঁপড়েকে, ঋষির দেহ—এই মাত্র। শুদ্ধ আধারে বেদ প্রকাশ হন্। বেদ বোলতে সুতরাং সত্য বোঝায়, অতএব এটা অপৌরুষেয়।

সেন সাহেব। বেদ, তা হোলে all-devouring something (সর্ব্বগ্রাসী একটা কিছু); জাতের, ধর্ম্মের, বিভিন্নতা উড়ে যায়, science, politics ইত্যাদি সব লোপ পেয়ে যায়। কাজেই বোল্‌তে হয় এই বেদ বা ধর্ম্মকে আলাদা রেখে, কাজ করা দরকার।

অমলা। ধোলো দেশে আজকাল বুলি ধোরেছে—International orgainsation, international politics (আন্তর্জাতিক সংঘ, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি) এই সব। যাক্ সে কথা। এখন শোন আরও বাণী—বেদ বলেন—"ঈশা বাস্যং"—cover everything with God. (সমস্ত ভগবৎ সত্বায় ঢেকে ফ্যালো)। ভেতরটা বাইরে দেখছো—মহাশক্তির প্রকাশ দেখছো। এই মহাশক্তির খ্যালাকে, তুমি দুর্ব্বলতা বোল্‌তে চাও? অগ্নিময়ী বাণীকে, জ্বালাময়ী শক্তিকে inertness বলো? সেই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ—তোমার science, politics ইত্যাদি—এ ভাবে নিতে পারো? মন মুখ এক রেখে, মতলব বাজী না রেখে, ওরকম ভাবে সব নিতে পারো? ভগবৎপথে চিত্ত শুদ্ধি চাই—"ঈশা বাস্যং"—এভাবে নিলে সবটাই ধর্ম্ম। যা তোমাকে একের দিকে তুলে ধরে—এর নাম মোক্ষ, মুক্তি— freedom,

freedom from bondage—(মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি) বুঝলে ? গণ্ডী দিয়ে, bondageএর ভেতর slaveই (গোলামই) থাকে। পুরোণো আলোচনা কর, পুরোণো ভারত না দেখলে কী বুঝবে ভারত ? এত বড় পুরোণো জাত্—তার তখনকার মতো science, politics—সব ছিল। তারা বেদ ভোলে নি। বেদ-তত্ত্ব ভুলেই, এসেছে ভারতের অধঃপতন। ভারতের প্রাণ ছাখো, সেই প্রাণে পারো যদি স্পন্দন তোল ; নতুবা সোরে পড়, যখন বুঝবে, তখন এসো। সত্যকে, এখনকার মতো কোরে বুঝতে চেষ্টা করো আপত্তি নেই।

যামিনী। সুন্দর theory (মত্)—ঐ শক্তিটার সঙ্গে জড়ের কি সম্বন্ধ ?

অমলা। অনন্ত শক্তির প্রভাব সব দিকেই কাজ করে· ভারত বোলছেন—বেদ বলেন—"This infinite power of the spirit brought to bear upon matter, evolves material development, made to act upon thought evolves intellectuality, and made to act upon itself, makes of man a god."—এই অনন্ত শক্তির প্রভাব জড়ে পোড়লে জড়ের খ্যালার বিকাশ হয়, চিন্তায় পোড়লে মানসিক শক্তি বিকসিত করে, আর স্বরূপের দিকে গেলে মানুষ দেবতা হয়। সব কাজই পূজো, সেবা। সব সেই মহাশক্তির সেবা, এ ভাবে সব নিতে পার ?

সেন সাহেব। যেন আজ চোখ খুলে গ্যালো !

স্বরূপ। কী দিগন্ত প্রসারী দৃষ্টি ! Sacredness in everything and behind everything ! (প্রতি বস্তুর মধ্যে, প্রতি বস্তুর আড়ালে পবিত্রতা !)

যামিনী। কী ঘন অন্ধকার দূর হোয়ে গ্যালো! এখন সব Light, light কিন্তু আরো বুঝতে হবে। বেদতত্ত্ব জানতে হোলে, সাধন, বৈরাগ্য তপস্যা চাই—তুমি বোলেছ ?

সন্তোষ। আমরা একবার ভেতর থেকে আসছি।

অমলা। অমিয়া, তুই এখন কথা ক। [অমলার ও সন্তোষের প্রস্থান।

দেবেন। মোক্ষ বেচারিকে divorce করা হোল না দেখছি। আমিও একবার ভেতরে যাই। [প্রস্থান।

অমিয়া। সাধন হোচ্ছে জিনিষটা ধরবার চেষ্টা। বার বার সেই চেষ্টা করা ও তাতে লেগে থাকাই হোচ্ছে তপস্যা ; আর যার সাধন হোচ্ছে সেটাতেই মনকে রাখা—অন্য সব জিনিষ থেকে মনকে গুটিয়ে এনে—এটাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্যে ভেল থাকবে না। সমস্ত তুচ্ছ কোরে, সাধনার জিনিষ পাবার ভাবই বৈরাগ্য। অবশ্য ভারতের ভাব—সব তাতে চিত্তশুদ্ধির দরকার।

যামিনী। অমিয়ার কথা শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গ্যালো। এরকম মানে কখন শুনিনি !

দেবেনের প্রবেশ

সেন সাহেব। ধম্মেল্, মটেল্দের কথা অনেক হোয়েছে। এখন জোটেল চিমটেল্ গুণোকে কে ঠিক কোরবে ?

অমিয়া। সাধুদের সংঘ আছে। সাধুরাই সাধুকে ঠিক্ কোরবেন। ক্ষণেকের জন্যেও যে মাথা খাড়া কোরে, বুক ফুলিয়ে প্রাণের সঙ্গে বোলতে পারে, যে, চাইনা আমি তোমাদের ভোগ, চাইনা তোমার সংসার, চাই আমি বুঝতে সেই পরমতত্ত্ব—সত্যিই যদি সে ঐরকম খাড়া হোয়ে সত্য চেয়ে থাকে, আর সন্ন্যাসের সময় বেদ-তত্ত্ব শুনে

থাকে—তা হোলে তার chanceটা (সুযোগ) তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী যে ?

দেবেন। ঐ সাধুও যেখানে nuisance commit (প্রস্রাব) করেন সেখানকার বাতাসে, মুখ-জুবড়ে-পোড়ে-থাকা গেরস্তোর, শরীর মনকে disinfect (সংক্রামক রোগ মুক্ত) কোরে ছায়, এমনি মজা দাদা, এমনি মজা !

অমলার প্রবেশ ও যথাস্থানে বসা

সেন সাহেব। Chance ? কিসের chance ?

অমিয়া। ভুল কোরে একটা, হয়ত হোয়েছে এখন অন্যরকম ; কিন্তু যেই জাগ্‌বে তার পূর্ব্ব ভাব, সে সংসারকে তুচ্ছ কোরে ডুবে যাবে যে সাধনায়, তোমরা তা পারবে না।

যামিনী। অমিয়া ? তোমার বৈরাগ্যটা কি সংসার ছাড়ার ওপর নির্ভর করে ?

অমিয়া। একভাবেই যে বৈরাগ্য ছাখা দেবে, তার মানে কি ? রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে বৈরাগ্যের রূপ ভেদ হয়। দেশহিতের জন্যে, সর্ব্বত্যাগী ও বৈরাগ্যবান্ পুরুষ।

স্বরূপ। দেবেন ! তোমাদের বাপ্ বেটার মুখে ফুল চন্দন পোড়ুক।

দেবেন। ওটা সুবিধের মজা নয়, মহারাজ ! দম্ আটকে যাবে। হাতে ফুল, কপালে চন্দন, এইটেই বড় মজেদার মজা। কি মজা !

ঘণ্টার শব্দ

অমলা। খাবার প্রস্তুত। ভেতরে চলো সব।

[সকলের উঠিয়া প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

রঞ্জনের বাটী

শৈলেন, যদু, সত্যশরণ, রঞ্জন ও অমলা

শৈলেন। মা! আপনার উপদেশ অনুযায়ী, আমরা গ্রামে গ্রামে ছোড় ভঙ্গ হোয়ে, কাজ আরম্ভ কোরেছি। এখন ওসব যায়গায় বন্যা এসেছে, তাই ভিক্ষার জন্য সহরে এসেছি।

অমলা। ভালই হোয়েছে, তবু ছ্যাখাটা হোল। বাবা! ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হও, সাহসী হও, বীর হও। শংকরোৎসব, বুদ্ধোৎসব, তোমাদেরই উৎসাহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বুদ্ধ শংকরের জীবনী, তোমাদের জীবন বোদ্‌লে দিক্। এখন তোমরা কি ভাবে কাজ কোরছো? কাগজে দেখলুম, তোমাদের অদ্ভুত স্বার্থ ত্যাগ, সেবা পরায়ণতা, মস্ত বড় প্রাণ, দেখে, জন সাধারণ খুব আকৃষ্ট হচ্ছে।

শৈলেন। অনেক যুবক জড় কোরেছি। দেশের কাজে, বাঙ্গালী যুবকদেরই ত্যাগবুদ্ধি আছে। তবে অনেকে অনেক মতলবে আসে। সন্ধ্যার পর, চাষা, মুচি, মেথর আর গরিবদের ছেলে নিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প কোরতে কোরতে, শিক্ষা দোবার চেষ্টা দেখি। কিন্তু তাদের বাপ্-মাদের কাজের ক্ষতি হয় বোলে, তারা বেশী আস্‌তে পারে না। তাই ভিক্ষা কোরে তাদের পয়সা দিই, হরিলুট ও দিই। মা! শুনে সুখী হবেন, যদুর সহপাঠী একজন মুসলমান যুবক—নাম লতিফ্—আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। লতিফের সঙ্গে, যদু মুসলমান পাড়ায় যায়। লতিফ ঐ পাড়ার লোক।

অমলা। বাবা! ভারি আনন্দের কথা। মুসলমানরা আরো গরিব,

আর সেইজন্যে বড় নোংরা। গরিবদের ওপর বেশী নজর রাখবে : তাদের সেবা কোরবে—নারায়ণ জ্ঞান কোরবে। সর্ব্বভূতে সেই বিভু বর্ত্তমান। দয়া জ্ঞানে, একটা অন্যভাব আস্‌তে পারে। পূজো, সেবা—এই হোচ্ছে ভাব। সেব্য সেবকভাবে অহংকার আসে না। আত্মবৎ সেবা কোরতে হয়। শিলায়, পটে,—পূজো হয় দেখেছ ত ? শিলায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরতে হয়, তবে পূজো হয়। ভেতরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা দিয়ে, বিভুকে শিলার মধ্যে দেখতে হয়। তা হোলে পূজো আরো ভাল কোরে হয়। তোমার অন্তরের দেবতার স্ফুরণ, তাদের—গরিবদের মধ্যে—দেখবে। তারা যে সত্যিই দেবতা, কল্পনা নয়, তোমাদের খেয়াল নয়—এটা তাদের জানাবে। অনন্ত শক্তি তাদের মধ্যেও আছে—এ বোধটা তাদের এলে, তোমরাও সেবা কোরে, তাদের কাছে অভীষ্ট বর পেয়ে—তোমরা যা চাও তাই পেয়ে—কৃতার্থ হবে, অন্ততঃ উভয়েরই প্রাণের তৃপ্তি আস্‌বে। তারা দুর্ব্বল নয়—এটা জানাও, তবে তারা তোমাদের সেবা ঠিক নেবে। যেমন শিলাকে, তোমরা শিলা বুদ্ধিতে ভ্যাখোনা।

যদু। মা ! মুসলমান পাড়ার গরিবদের, ভিক্ষালব্ধ জামা কাপড় দেওয়া হয়; তাদের মুসলমানী গল্প বলি। মোল্লারা কাজের সহায় হোয়েছেন। তাঁদের সম্মান আমরাও দিই। তাঁরা বাঙ্গলায় মুসলমানী শাস্ত্র বুঝিয়ে ছ্যান। রুগীর সেবা, অষুধ, পথ্য যোগানো, বিনা ভিজিটে হৃদয়বান ডাক্তার ছ্যাখানো—এ সবের বন্দোবস্ত হোয়েছে।

অমলা। তোমাদের অন্তরের দেবতাই তোমাদের অভাব পূরণ কোরবেন—সমাজ শুধু নিমিত্ত মাত্র হবে। সমাজের কত বড়

কল্যাণ হোচ্ছে—সমাজ তার প্রতিদান দিতে বাধ্য—দিয়ে তারাই ধন্য হয়। সমাজের সুপ্ত শক্তিকে তোমরা প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা কোরছো।

সত্যশরণ। মা! আমাকে দূর দূর গ্রামে যেতে হয়, চাষাদের সঙ্গে কখন কখন লাঙ্গলও দিতে হয়। জমিদার বাবু খুসী হোয়ে, মাথা গোঁজবার স্থান ও জমি দিয়েছেন। চাষারা জমি চাষ কোরে, আমাকে খাওয়ায়। পূজো পাঠ ও কথকতা কোরে, তাদের প্রাণের দেবতাকেও আবাহন করি। তারা যাতে স্বাবলম্বী হয়, তার পরামর্শ দিই। জেলাতে ৪।৫ ঘর খৃষ্টানদের সঙ্গে দ্যাখা হয়। তারা ভারি গরিব। ভিক্ষা কোরে তাদের সেবায় সব খরচ হোয়ে গেলে, আবার দেখি কোথা হোতে সব এসে পড়ে। কোন কষ্টই আমার নেই। একজন শিক্ষিত ধোলো পাদরীর সঙ্গে Christ ও ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। কতকগুণো সন্দেহ উঠেছে, জিজ্ঞাসা কোরতে পারি কি?

রঞ্জন। বেশ ত। যীশুর জীবন বুঝতে গেলে, তখনকার সমাজের অবস্থা কিছু জেনে রাখলে, অনেক সন্দেহ আপনিই মিটে যাবে। য়ীহুদী, গ্রীক্, রোমান, ফিনিক্ ও অন্যান্য সেমিটিক্ জাত, সকলেই নরবলি আর পশুবলি দিত। বড় ছেলে বা একমাত্র সন্তানকে পছন্দ করা হোত। য়ীহুদীদের বড় জেহোবার বেদির তলায়, বলির রক্তস্রোত বইত। য়ীহুদীরা সর্ব্বদা নিজেকে পাপী ভাবতো। তাদের প্রধান পূজোর নাম—Sin offering—অর্থাৎ পাপ-ক্ষালন-যজ্ঞে বলিদান। জেহোবার কাছে পাপ স্বীকার কোরতে হোতো। সন্ন্যাসের ভাবকে ওসব দেশে বড়ই ঘৃণা কোরতো। ত্যাগের ভাব, বৈরাগ্যময় জীবনের মহিমা বুঝতো না। যীশু বোল্লেন—নরবলি,

পশুবলি দরকার নেই—আত্মবলি দিতে হবে। ফলে, তাঁকে পেরেক্ ঠুকে মারে। সমস্ত মানবের প্রতীক স্বরূপ, স্বেচ্ছায় নিজেকে, যজ্ঞীয় পশুরূপে, অর্পণ কোরলেন। ধোলোরা যতই যীশুর ছবিতে নীল চোক্ এঁকে দেখাক্, যীশু এসিয়ার লোক্, ভারতের শিষ্য। Dead Seaর ধারে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল, তাদের এসিনি বোলতো—ভারতের ঈশানি, ঈশান সম্প্রদায়।

সত্যশরণ। যীশুকে ত জোর কোরে crucify করে? (ক্রুসের ওপর পেরেক ঠুকে মারে)।

রঞ্জন। যীশু সব জান্তেন, ইচ্ছে কোরলে পালাতে পারতেন। যীশু নিষ্ক্রয় স্বরূপ ক্রুসে প্রাণ দিলেন, তাঁর রক্তে মানবের পাপ ধুয়ে গ্যালো। নিষ্ক্রয়—Vicarious sacrifice—একটা মহাযজ্ঞ। ভালবাসার জন্যে, তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন। তবুও দেহ ত্যাগের সময় যীশু তাদের অজ্ঞতার জন্যে ভগবানের কাছে, তাদের জন্যে, ক্ষমা প্রার্থনা কোরলেন—Father forgive them they know not what they do (পিতঃ! ক্ষমা করুন ওদের, ওরা জানে না ওরা কি কোরছে)। যীশু—Saviour—তারক-ব্রহ্ম। একটী ছাগ শিশুর জন্যে, যূপ কাঠে, বুদ্ধদেব, নিজের মাথা দিতে অগ্রসর হওয়ার কথা মনে পড়ে না কি? বুদ্ধদেব একজনকে বোলেছিলেন—যিনি সার সত্য জানেন—সত্যস্য সতাং জানেন—তাঁর ভালবাসা সর্ব্ব-ব্যাপ্ত হয় ও তিনি ঐ ভালবাসার মধ্যেই বাস করেন।

সত্যশরণ। বৈদীকযুগে ভারতে নরবলি বা পশুবলি হোতো না কি মা?

অমলা। বেদপন্থি সমাজে নরবলি বা নর-যজ্ঞ বেদের সময় ছিল না। একটী মাত্র গল্প আছে, কিন্তু সেখানে বলি দোবার লোক পাওয়া যায় নি, আর যে পিতা টাকার লোভে তার সন্তানকে বেচেছিল,

তার লাঞ্ছনার একশেষ হোয়েছিল। ঐ ছেলে পরে ঋষি "দেবরাত্" নামে বিখ্যাত হন। দেবরাত এসেছিলেন নিষ্ক্রয় রূপে। বৈদীক যজ্ঞে পশুবলি হোত, কিন্তু দেবতাকে রক্ত দেওয়া হোত না, রক্ত ছিল রাক্ষসের প্রাপ্য।

সত্যশরণ। Bread and wineএর (রুটি আর মদ) ব্যাপারটা, ভারতের শিষ্যের কি শোভা পায়?

অমলা। রুটি হোচ্ছে যীশুর দেহের, আর মদ্ হোচ্ছে তাঁর রক্তের প্রতীক্। যীশু ছিলেন য়ীহুদী। জেহোবা রক্ত চাইতেন। যীশু হোলেন Lamb—যজ্ঞীয় পশু। তিনি মেষরূপেই রক্ত দিলেন। পাপের জন্যে ভগবান ও জীবে তফাৎ হয়। যজ্ঞে আহুতি স্বরূপ হোয়ে, যীশু, জীবের পাপ ধুয়ে দিলেন। জীব ব্রহ্মের ভেদ দূর হোল—এক হোয়ে গ্যালো—at-one-ment, অর্থাৎ making at-one (প্রায়শ্চিত্ত করা, একীকরণ করা)। যজমান দেবতা হোলো, জীব শিব হোলো।—"যজমানো বৈ পুরোডাশঃ"।

শৈলেন। পুরোডাশ্টা কি?

অমলা। যজ্ঞপূর্ণ করবার জন্যে, বৈদীকযাগে হবিঃ শেষ খেতে হোতো। না হোলে যজ্ঞ সার্থক হোতো না। সোমরস ব্যবহার হোতো। যজ্ঞ বিশেষে সোমরসের বদলে সুরা বা অন্য কিছু দেওয়া হোতো। এতে পরোক্ষভাবে সোমরসই পান করা হোতো—যাজ্ঞিকেরা মনে কোরতেন। পশুবলি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হোয়ে আসে। তখন মাংসের বদলে, চালের গুঁড়ির পিঠে, রুটির মত কোরে দেওয়া হোতো। এই পিঠের নাম পুরোডাশ্। পুরোডাশ্ টুক্‌রো টুক্‌রো করা হোতো। শেষ টুক্‌রো দুটো ঘৃতাক্ত হোলেই সেইটেই হবিঃ শেষ, তার নাম "ইড়া"। এটা খেতে হোতো।

রঞ্জন। এইবার খৃষ্টানদের Euchaistটা বোঝ। যীশুর দেহ হোল রুটি, আর তাঁর রক্ত, মদ। খৃষ্টানদের রুটি মদই হবিঃ শেষ। এই ভক্ষ্যদ্রব্যের নাম Eucharist, ক্রুসটাই যজ্ঞের যূপ। ক্রুসে চড়বার পূর্ব্ব রাত্রিতে, যীশু, রুটি টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ভেঙ্গে, শিষ্যদের সঙ্গে খেয়েছিলেন, আর বেঁটে দোবার সময় বোলেছিলেন—This is my body, which is broken for many, for the remission of sins—অর্থাৎ আমার দেহটা অনেকের পাপ-ক্ষালনের জন্যে বিলিয়ে দেওয়া হোলো। খৃষ্টানদের Eucharistic ব্যাপারের মত "মিথ্রের" অনুষ্ঠান। বেদে যিনি "মিত্র", আভেষ্টায় তিনি "মিথ্র"। মিথ্র-পূজো রোম সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সম্রাট্ Constantine প্রথমে মিথ্র-পূজক্ ছিলেন ; খৃষ্টান হোলেন ; আইন, তলোয়ার এলো, মিথ্রপূজা বন্ধ হোলো। কিন্তু খৃষ্টান সমাজে, তার সমস্ত আচার রোয়ে গ্যালো। মিথ্র-পূজোয় সোমরসের অভাবে আঙুরের রস জলে মিশিয়ে মদ কোরতো। সেটাও রোয়ে গেল।

শৈলেন। এ আবার কোন্ "ইড়া" ?

অমলা। "ইড়া" হোচ্ছেন বাক্। যাস্ক দেখো। বাক্, সরস্বতী, ভারতী, বাক্, শব্দ ব্রহ্ম। এই বাক্ থেকেই সৃষ্টি। Bibleএ একে Word বলা হোয়েছে। গ্রীক Logos (ভগবৎ বাক্য—শব্দ) স্বর্গে তত্ত্ব মাত্র, ধরায় বিগ্রহবান—Word made flesh (শব্দ দেহ ধোরলেন), যীশু জন্মাবার বহুশতাব্দি পূর্ব্বে, গ্রীক পণ্ডিত হিরাক্লিটাস এ Logos ত্যাখা যায়। বেদের ঋত ছিল, তাঁর Logos। য়ীহুদীরা একে memra বোলতো। খৃষ্ট স্বয়ং যজ্ঞদেবতা বা শব্দ ব্রহ্ম—Word became flesh.

সত্যশরণ। I and my Father are one (আমি ও আমার পিতা অভেদ) এ ভাবটা কি ভারতে ছিল ?

অমলা। বৈদীক যজ্ঞ দুভাবে গৃহীত হোত—সংকীর্ণভাবে ও ব্যাপক ভাবে। সংকীর্ণের লক্ষ্য, ব্যাপক রাখতে হোত। যজ্ঞ মানে, ব্যাপক অর্থে, আত্ম-সমর্পণ। পিতা অনাদি ও নিত্য। পিতা হোতে পুত্রও অনাদি ও নিত্য। হিরণ্যগর্ভের কথা মনে কর—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভুতস্যজাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ"। হিরণ্যগর্ভ সকলের আগে বর্ত্তমান ছিলেন, অথচ জাত হোলেন। জন্মমাত্রেই তিনি সর্ব্বভূতের পতি হোলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হোল।

শৈলেন। এ ভাব স্পষ্ট কোরে কোথাও ব্যাখানো আছে কি ?

অমলা। জান তো, এখন প্রমাণ হোয়েছে যে যীশু জন্মাবার বহু পূর্ব্বে, ওসব দেশে, ভাগবত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছিল ? পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদের চতুর্ব্যূহবাদকে, রামানুজস্বামী চতুরাত্ম উপাসনা বোলেছেন। Bibleএর Trinity (ত্রিমূর্ত্তি) এই চতুর্ব্যূহবাদের অনুরূপ। উভয় মতে বেশী সাদৃশ্য। নিত্য কৃষ্ণ বা বাসুদেব যেমন আছেন, নিত্য খৃষ্টও তেমনি আছেন—জীবরূপে ভগবৎ দেহে নিত্য লগ্ন আছেন। পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। "পরম কারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সংকর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সংকর্ষণাৎ প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধ সংজ্ঞোঽহংকারো জায়তে।" মন আর অহংকারের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বোঝ। ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হোতে সংকর্ষণ জন্মান্। বাসুদেব পরম ব্রহ্ম, কিন্তু সংকর্ষণ জীব। পরব্রহ্ম-জাত জীব, অথচ সেই জীবও পরব্রহ্ম। I and my

Father are One—বুঝলে ? রামানুজ স্পষ্ট বোলেছেন—"সংকর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মে সতি"।

যদু। শঙ্কর, ভাগবৎ মত খণ্ডন কোরেছেন না ?

অমলা। যিনি যাই করুন, তোমরা নিজে বুঝতে শেখ। একটা দোহাই এর ওপর নির্ভরও কোরোনা, অশ্রদ্ধাও কোরো না। মহাপুরুষদের, তাঁদের নিজের ভাবে বোঝবার চেষ্টা পাবে। নিজেকে সাক্ষিস্বরূপ রেখে, তাঁদের বিচার প্রণালী দেখে যাবে। শংকর দ্বৈতবাদ খণ্ডন কোরেছেন অর্থাৎ সাধনের শেষ অবস্থায় দ্বৈতবাদ দাঁড়ায় কি না দেখেছেন—যদি জ্ঞানই একমাত্র লক্ষ্য হয়।

যদু। পরে দেখতে পাই, দেবী পূজায়, রক্ত দেবতাকেই দেওয়া হোচ্ছে ভারতে।

অমলা। স্বধু বিচার ও পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়ে ভারতকে বুঝতে গেলে, মস্ত ভুল হবে। ভারত জোর কোরে পুনঃ পুনঃ বোলেছেন—তপস্যা কোরতে। ভারতের কৃষ্টি ও কর্ষণা সমন্বয়—তার যুগ যুগান্তব্যাপী সাধন ফল—না বুঝলে, পুরোণো ভারত না দেখলে, কি কোরে সব বুঝবে ? যজ্ঞ ব্যাপক্ বুঝলে, বুঝবে যে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং"—অর্থাৎ ব্রহ্মই হবি, ব্রহ্মই সব। এটা বৈদীক্ যুগেও বুঝতো সবাই। এটা ভালো, এটা মন্দ, এ ভাব এতে থাকে না। তা ছাড়া এই মৃত্যু, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহে রক্তপাত্—এ সবও ত ব্রহ্ম, তাই তিনি ব্রহ্ম-রূপিণী! আর একটা সহজ কথা বোঝ। মানুষের বিভিন্ন রুচি। মানুষকে আহার কোরতেই হবে—আমিষ আহারও অনেকে কোরবেই। যা খায় তা পবিত্রভাবে খাওয়াই ত ভাল। পশুর মত উদর-পূর্ত্তির জন্যেই বা খায় কেন। এই সব ভাব হোতে, ঐ সমস্ত, দেবতার কাছে

নিবেদিত হোতে আরম্ভ হোলো। পশু অর্থাৎ পাশ—বন্ধন। অজ্ঞানতাই বা অবিদ্যাই বন্ধন। অবিদ্যাই বলি-প্রদত্ত হোত, পশুর পশুত্ব ঘুচতো, নর বিদ্যালাভ কোরতো। বৈদীক যুগে, সোমরস রক্ত নয়। সোমরসপান ছিল, অমৃত পান। বুদ্ধদেবের ৫।৬ শত বছর পরে খৃষ্টের রক্তে অমরত্ব লাভ হোল, জেরুজিলামে। আজ অনেক কথা হোলো, তোমরা ভেতরে এসো, খেয়ে দেয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

দেবেনের বাটী—কক্ষ

দেবেন, অমলা ও যমুনা

দেবেন। ভূতো কেমন আছে, দিদি? তুমি না এলে আমরাই যেতুম।

অমলা। ভূতো সাম্‌লেছে—ডাক্তার বোলেছে ভয় নেই। পাবনা থেকে বদ্‌লি হোয়ে যাবার সময়, বাড়ী এলো, ভেদ বমি হোলো, ডাক্তার এলো। উনি তাই অমিয়াকে নিয়ে গেলেন। অমিয়ার অক্লান্ত সেবায়, ভুতো বেঁচে উঠলো এ যাত্রা। আমার কী উৎকণ্ঠাই হোয়েছিল, যমুনা!

যমুনা। তা হবে না? মানুষ করা বড় জ্বালা। ঠাকুরজামাইএর দাদা, হরু-ভূতোকে তাঁর হাতেই দিয়ে যান। তাদের মা নেই, কতো গু মুত্ ঘেঁটে মানুষ কোরেছ। হরু ভাল আছে ত? ওদের এইবার বে দেবে না?

অমলা। হরু ভাল আছে। তারা কৃতি হোয়েছে। আমি আর কি কোরবো? উনি আছেন। (স্বগতঃ) বিঘ্ন—বিঘ্ন—চারিদিক্ থেকে যেন চেপে মারবার চেষ্টা কোরছে!

দেবেন। গোঁফ আছেন কেমন? আমরা তাঁর চিঠি পেয়ে মহা ব্যস্ত হোয়ে পোড়েছি। গোঁফবাবু চোখে আঁধার দেখছেন, ব্যাপারটা কি দিদি? চিঠিটা ভুতোর অসুখের আগে এসেছিল। কি মজা!

অমলা! ওঁর কথা বোলছো? কি লিখেছেন? বিরহ চেগে উঠেছে না কি? (হাস্য)

যমুনা। কি হাস ভাই? তোমার মতলবটা কি?

অমলা। কি ব্যাপার তাই বল না? কি চিঠি দিয়েছেন?

যমুনা। লিখেছেন, যে, তুমি সংসার ত্যাগ কোরতে কৃতসঙ্কল্প। স্বামীকে ছেড়ে যাবে? শুনলে ভয় হয়।

দেবেন। গোঁফ বাবু গোঁফ্ কুঁকড়ে দুঃখ কোরে ফেলেছেন যে তিনিই সংসারে আবদ্ধ রইলেন—যেন কেউ ধোরে রেখেছে? তালগাছটা তাঁকে আঁকড়ে ধোরেছে, না দিদি? হাঃ হাঃ! কি মজা?

অমলা। যমুনা! সত্যিই আমি ঘরে টেঁক্‌তে পারছি না। কে যেন ঠ্যালা দিচ্ছে। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। স্বামী ত্যাগ কি কখন হয়? পতির মঙ্গলের জন্যেই যদি সতি দূরে থাকে, তাকে কি স্বামী ত্যাগ বলে?

যমুনা। ও! তাই বলো! তবু রক্ষে। দিন কতক বেড়িয়ে আসবে—এই ত? তুমি ত সন্ন্যেসীই আছ, ঘর ছাড়বে—এ কি কখন হয়? ঠাকুরজামাই খামকা মন খারাপ কোরেছেন।

দেবেন। কি মজা! কি মজা! দিদি তোমাকে বোঝাতে পারবে না। দেখছো না, দিদির চোক্ মুখের ভাব? এর নাম বৈরাগ্য! বাহ্‌বা! কি মজা।

যমুনা। থামাও তোমার কি মজা। সব তাতেই মজা! বুঝতে পারছো, এটা কত বড় শক্ত কথা? মেয়েমানুষের এর চেয়ে বড় সমস্যা হোতে পারে না।

দেবেন। কি মজা! কি মজা! যখন ঝড় উঠবে আঙ্গুল দিয়ে ঠেকিও, তুফানের মুখে খড় ফেলে দিও। কি মজা!

যমুনা। মহারাজকে এখানে আসতে বোলেছি, ঠাকুরজামাই সঙ্গে কোরে আনবেন। দয়া কোরে একটু রাইরে বোস। আমি দিদির সঙ্গে একটু কথা কই। তোমার মজার জ্বালায় অস্থির।

দেবেন। বেশ, বাইরেই যাই—গোঁফদাকে ও মহারাজকে নিয়ে তবে অন্দরে ঢু মারবো। কিন্তু যমুনা! তুমি দিদিকে চেন না, ও আগুনের ছোঁয়াচ ভালো কোরে লাগলে তুমিও তেতে উঠবে। কি মজা! [প্রস্থান।

অমলা। কেন হোচ্ছ অত উতলা? অপেক্ষা কর, দেখবে, বুঝবে। সত্যিই তিনি অনুমতি দিয়েছেন—অপার করুণা তাঁর। যে প্রেরণায় ছুটে বেরিয়ে শান্তি পেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব, শংকর—কোথায় সে প্রেরণা? শান্তি, শান্তি, শান্তি, কোথায় তুমি? হা, হা, মহাপ্রভু, তোমার বুকের অসীম ভালবাসা বোঝাও না প্রভু? আর যে সহ্য হয় না!

যমুনা। অমন্ কোরছো কেন দিদি? ও সব কি বোলছো? তোমার কত ভালবাসা তাত জানি। শংকর, বুদ্ধ, চৈতন্য—এঁরা ত ভগবান?

অমলা। যমুনা! ঠিক্ বোলেছিস্ তুই। ভালবাসা আমার আছে। আছে, আছে সেই প্রেমস্বরূপ, আছে ভেতরে। কিন্তু বোন্ ভেতরই বাইরে হয় প্রকাশ। কই হোচ্ছে তা? বদ্ধ, বদ্ধ, এ নয়—গণ্ডী ভাঙ্গা, অসীম, অনন্ত, মুক্ত, স্বাধীন। কই মুক্তি? যমুনা! মুক্তি, মুক্তি—নেই, নেই গণ্ডী—নেই, নেই ভেতর বার। আছে সে, আছে সর্ব্বত্র। মুক্তি, আনন্দ, শান্তি। (ধ্যানস্থ)।

যমুনা। দিদি যে একেবারে কাঠ হোয়ে গ্যালো! (কোলে মাথা লইয়া) কি করি এখন? কেন ওঁকে বাইরে পাঠালুম? দিদি, দিদি,

তোমার শান্তি, আনন্দ, মুক্তি, সবই ত তোমার তিনি—দিদি অমন কোরো না। (মুখে জলের ঝাপটা) এ হোল কি ? হায় ! হায় !

রঞ্জন, স্বরূপ ও দেবেনের প্রবেশ

ছাখ, ছাখ, দিদির এ কি হোলো ? ঠাকুরজামাই ! দিদির কি হোলো ? মহারাজ ! আপনাকে উঠে পেন্নাম করবার ও জো নেই। এখান থেকেই পেন্নাম নিন্। দিদি কাঠ মেরে গ্যাছে !

দেবেন। আরে কি মজা ! ভয় পাও কেন ? মুখ চোখের ভাব ছাখ না ? মূর্চ্ছা গেলে কি মুখ এত আনন্দে হাসে ? বাহ্বা বাহ্বা ! কি মজা ! কি মজা !

রঞ্জন। যমুনা ! ওঁর ওরকম হয়—দেখে আস্ছি। এখনই সেরে উঠবেন্।

স্বরূপ। ছাখ রঞ্জন ! এটাকে আমি বরাবর দুর্ব্বলতা মনে কোরতুম। কিন্তু মায়ের দেহ, ব্যাধি হীন ও সুস্থ, অমানুষিক মনের বল, সিংহিনীর মত তেজ্। তবে এটা কি ?

অমলা। (চক্ষু চাহিয়া) কৈ আনন্দ ? (একটু স্থির থাকিয়া) বাবা এসেছো ? আমি আবার খাতে এসেছি। যমুনা ! ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি। তুমি ও এসেছ ?

দেবেন। ঘাড়ে চেপেছিল, নেবে গ্যালো। আরে বাহ্‌রে—সব যেটা, ঘাড় তার কৈ ? কেমন মজা—না দিদি ?

অমলা। ঠিক্ কথা দেবেন।

যমুনা। যেমন ভাইটি, তেম্নি বোন্‌টি। কথার ছিরি ছাঁদ নেই—ঘাড় ভাঙ্গা, আর সবটা ঘাড় ! আবার তাই হোলো ঠিক্।

(সকলের হাস্য)

স্বরূপ। সুস্থ হোয়েছ মা? উৎসবের দিন তোমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলুম। আজ আর এক ভাব। আমার ভুল ভাঙ্গছে বোধ হয়।

অমলা। যমুনা! একটু জল। (কোল থেকে উঠে সোজা হোয়ে বসা, (যমুনার জল দান ও অমলার পান)। বাবা! বদলায় এ রকম চেহারা—বহুরূপীর মতো। বুদ্ধিতে গেরো দিলে, যায় না বোঝা। সাম্প্রদায়ীক গণ্ডি দিলে গাঁট্ যায় পোড়ে।

স্বরূপ। সম্প্রদায় ত অনিবার্য্য, মা।

অমলা। না বাবা। অনেক সাধক, কত কত মহাপুরুষ, অতি নির্জ্জনে গুহায় বোসে, হয়ত সত্য লাভ কোরে, দেহ রাখলেন। তপস্যা তাঁদের বৃথা যায় না—সে শক্তি থেকে যায়। দুশো বছর পরে হয়ত, সে শক্তি নোবার আধার হোলো। এই রকমে, বুদ্ধ আসবার আগে, হয়ত কত বুদ্ধ হোয়ে গেছেন। তাঁদের সম্প্রদায় দরকার নেই। সম্প্রদায় যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে তার লক্ষ্য হবে—কাজের সুবিধের জন্যে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়—গণ্ডীর জন্যে নয়।

দেবেন। বেশ নেবে এসেছ ত এরির মধ্যে? কি মজা! ওরকম কাঠ মেরে যাওয়াটা বড় সুবিধের মজা নয়।

স্বরূপ। সম্প্রদায়ের ত একটা বিশেষ মত থাকতে পারে? সেটা জানাতে গেলেই ত বোলবে গণ্ডীটানা হোল।

অমলা। বিশেষত্ব জানাও না বাবা। কিন্তু আর সব ছেঁটে ফেল্‌তে হবে, এর মানে কি? বাবা! তুমিই না একদিন বোলেছিলে, যে, একটা শক্তিই বারবার ছাখা ছায়। তা যদি হয়, দাঁড়ায়, যে সব মতই পথ—যত মত, তত পথ—সাধন পথ। সুধু দরকার, চিত্ত শুদ্ধির। চাই মন মুখ এক করা। না বাবা! তুমিই বলো না?

স্বরূপ। মা! ঠিক বোলেছো—অসীমত্বে গণ্ডী দেওয়া যায় না। মা! আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু দেখছি, তুমি আমাকে অনেক নতুন জিনিষ দিতে পার।

অমলা। বাবা! মেয়েকে ওরকম বোল্‌তে নেই। তোমার ত্যাগের বেশ্‌ই আমার গুরু, ত্রাতা, অভয়দাতা।

স্বরূপ। তুমি না কি সংসারে আর থাক্‌তে চাও না? রঞ্জন ত তোমার ধর্ম্মের সহায়? তোমার বাধা বিঘ্ন কোথায়?

অমলা। উনি সর্ব্বকর্ম্মে সহায়। কিন্তু বাবা, সংসারে বহু দোষ। এতদিন ওঁর জন্যেই দোষ দেখতে পাই নি। এখন ওঁর জন্যেই আবার দোষ দেখতে পাচ্ছি। উনিই গুরুরূপে তা দিয়েছেন দেখিয়ে।

দেবেন। গোঁফের বাহার তু'লে, কায়দা ঝেড়েছো দাদা? কেয়া মজা!

রঞ্জন। কি বোলছো অমলা? আমি ত বুঝতে পারছি না। কী দেখিয়েছি তোমাকে?

অমলা। হুমরো চুমরো ব্যারিষ্টারকে কোরেছ দিশেহারা আদালতে। কাঁকড়া বিছের দাড়ার মত, পাকিয়ে গোঁফ গলাবাজী কোরেছ, ঘরে টাকা বেশ জমিয়েছো, তবু ছুটলে কেন সেদিন আবার, হুজুর হুজুর কোরতে আদালতে?

রঞ্জন। অনেক দিন ওকালতি ছেড়েছি। কিন্তু সেদিন আমার বহু দিনের পুরোণো মক্কেল এসে ধোরে পোড়লো। তার মেয়েকে একজন বাবু কোরে নিয়ে গেছে। মেয়েটা নিকে কোরতে চায়। বাপ্‌ তাতে রাজী নয়।

অমলা। তাই দয়া পরবশ হোয়ে, ডবল্‌ ডবল্‌ ফি আদায় কোরেছ, জেনে শুনে অন্যায়কে ন্যায় বোলে খাড়া করবার জন্যে, ওকালতি

প্যাঁচে, গোঁফ পাকিয়ে পাকিয়ে তুলেছে, যে ওকালতি ন্যাকারের মত ঢেলে দিয়েছিলে, সেই বমি আবার হাবড়ে তুলে খাচ্ছো! লজ্জা করে না? ছিঃ ছিঃ। সখ্ যদি চেগে থাকে, করনা তা প্রাণ ভোরে? অত মতলববাজী কেন, অত পাটোয়ারি চাল কেন?

স্বরূপ। রঞ্জন! এটা ঠিক হয় নি। এখনও ছেড়ে দাও। যা হোয়েছে তা হোয়েছে।

রঞ্জন। স্বরূপদা! মস্ত ভুল কোরেছি, কিন্তু শেষ অবধি আমাকে দেখতেই হবে। সব কথা অন্য সময় বোলবো। মক্কেলকে বাঁচাতেই হবে। ফুরণ কোরে নিয়েছি—না হয় শেষে টাকা ফেরৎ দোব।

দেবেন। দাদা! এটার নাম—Pleader's conscience, intellectual jugglery-র (উকিলের বিবেকের মাথার ভেল্কীর) কেয়াবাৎ মজেদার কসরৎ in a vicious circle!—(কায়দা ঘুরেফিরে—গোড়া ডগা এক শা)! হুমকি দিয়ে দাদার ভূত নামাবে দিদি? ধোলো হরবোলার তিনটে বোল—১লা নম্বর political psychology (রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব) ২রা নম্বর Scientific psychology (বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব) ৩রা নম্বর Professional psychology (পেসাদারী মনস্তত্ত্ব) কি মজা! ধোলো "কর্ত্তব্য"বুদ্ধির ত্রিমূর্ত্তি—কি বাহারের মজা!

অমলা। ওঁর যা সখ্ তাই করুন না কেন? এত হীন বুদ্ধির খ্যালা যেথায়, সেথায় থাকতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই। যমুনা! তুই শান্তির কথা বোলছিলি, শান্তি কি ভাবের ঘরে চুরিতে?

রঞ্জন। অমলা, এই আমার শেষ ওকালতি। ভুল স্বীকার কোরছি।

অমলা। বেশ কোরেছ। ভুল ত মানুষেই করে—গাছ পাথরে করে না।

তোমার ন্যায় অন্যায় বিচার করবার এ দাসী কে? কিন্তু এখন বল—যদি সংসারের বহু দোষ, তুমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে থাকো, আর সেটা থেকে যদি দূরে থাকতে চাই, ত, আমার অপরাধ নিও না।

রঞ্জন। দেখছি, সাপে ছুঁচো গেলার মত হোয়েছে, আমার।

অমলা। এত যে—আমি, আমি—কোরছো, বুকের ভেতর এত যে অহং গুর্ গুর্ কোরছে সেই অহংটা কার? যার—তার দিকে নজর দাও না? কে আট্‌কাচ্ছে? বড় বড় কথা বল—নজর আছে কোথায়? শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে।

দেবেন। গরু মরে ভাগাড়ে, শকুনির মাথায় টনক পড়ে। দাদা! পাক্ ধরা ঘুঁটিটা কাঁচিয়ে ফেলছো? কি পাকা মজা! কি কাঁচা মজা!

যমুনা। (দেবেনের দিকে) দোহাই তোমার। এ বিপদের সময়, তোমার—"কি মজার"—জ্বালায় যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কোরছে।

দেবেন। তা কাঁদোনা—আরো মজা লেগে যাবে। কি মজা!

(যমুনার চোখে কাপড় ঢাকা দেওয়া)

অমলা। থাম্ যমুনা। তারপর—একটা নিবেদন। বলি, সে দিনকার আমার সংকল্পের কথা—প্রাণের কথা—সকলের কাছে গাবিয়ে বেড়িয়েছ—বোঝাবে সকলে মিলে আমাকে—এতে তোমার বাধা দেওয়া হোচ্ছে না?

রঞ্জন। সহায় হবো বোলেছি; কিন্তু মন খারাপ হোয়েছে—কোথায় গিয়ে থাকবে? কি কোরে কি হবে?

অমলা। এইই কথা? বাবাকে জিজ্ঞেস কোরলে জানতে পারতে—তিনি সন্ন্যাসী, বুঝিয়ে দিতেন।

স্বরূপ। সত্যই সত্যকে রক্ষা করে।

যমুনা। দিদি, আমাকে মাপ করো। গুরুজনদের সাম্‌নে আজ বাচাল হোচ্ছি, সকলে আমাকে ক্ষমা কোরবেন। দিদি, এ যে তোমার অন্যায় কথা, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, একটা যায়গায় স্থিত হোয়ে থাকবে কি না, তাও কি আমাদের জানবার অধিকার নেই? ঠাকুরজামাইএর সাহায্যও নেবে না? আমরা স্থির থাকবো কেমন কোরে? দিদি, জানি তুমি দস্যি মেয়ে। চার বছর আগে, মেয়েদের দল্ নিয়ে, একলা কেদারবদ্‌রী কোরে এসেছো। এখন, যাবে কোথায়? রোগে পোড়লে দেখবে কে?

অমলা। তোমরা ভেবো না। সেই সতির রাণী সতীদেবী—সেই আদ্যাশক্তিই—তাঁর মেয়েকে দেখছেন, দেখবেন। মা, মা, আমার সহায় হও—মা, মা, মা!

দেবেন। ঐ রে! আবার না, মা নামে ক্ষেপে ওঠে। আসুন না সবাই, আমরা শোবার ঘরে বসিগে—দুই শক্তিতে আলাপ হোক্। কেয়াবাৎ মজা লাগলো!

স্বরূপ। বুঝতে ঠিক পারছি না। একটা ভাবেই নিষ্ঠা থাকে, কিন্তু অমলার এত ভাব খেলছে, অথচ মাথা খারাপ নেই! চল ভেতরেই যাই—ভাবি।

দেবেন। আসুন। বুঝতে পারছেন বৈ কি, ধোরতে পারছেন না। এ যে মজেদার শ্রদ্ধা। কি মজা!　　　　[৩ জনের প্রস্থান।

যমুনা। দিদি, এইবার বল, স্ত্রীর কি সকল অবস্থাতেই স্বামীর অনুগামিনী হওয়া উচিৎ নয়?

অমলা। নিশ্চয়ই হওয়া উচিৎ—কিন্তু স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী ?

যমুনা। সহধর্ম্মিণীর "সহটা" রাখছো কোথায় তুমি ?

অমলা। পতি মানে কি হাড়, মাস্ আর চামড়া ? প্রত্যেক সতির বিশ্বাস, সে জন্ম জন্ম তার পতির সঙ্গিনী অর্থাৎ যুগ্মাত্মা। পতির মঙ্গলই তার শেষ কল্যাণ।

যমুনা। হাড়. মাস্, চামড়া নয়—কিন্তু হাড়, মাস্, চামড়ায় ত তাঁর বাসা—তাঁর ঘর ?

অমলা। ঘর ত পরিস্কার রাখতে হবে। সে ঘরের যে দেবতা, তার পূজোর আয়োজন কোরতে হবে। তবে ত সতি, পতির সাক্ষাৎ-কার লাভ কোরবে, সেবার অধিকার পাবে।

যমুনা। দেবতাই যদি, তবে তার কর্ম্ম আর মঙ্গলের কথা ভুল্ছো কেন ?

অমলা। খ্যালা কোরতে কোরতে দেবতা বাসা পাক্ড়েছে। খ্যালা যখন, তখন তার কর্ম্ম আছে, আছে তার সব।

যমুনা। সে ত আমাদেরও আছে ?

অমলা। আছেই ত। বিয়ে মানে, ত, পথের একজন সাথি পাওয়া। খ্যালাটা পরিষ্কার হওয়াইত ভাল, যমুনা! এটা বুঝতে পারছিস্ নি ? সতিলোকে হরগৌরীর মিলন—নিত্য লীলা। নিত্য ছেড়ে, অনিত্যকে কে চাইবে ?

যমুনা। অত কি সবাই বুঝতে পারে দিদি ? তা হোলে কি তোমার মোতো সবাই ছুটে পালাবে ? যা আছে, যা বোঝা যাচ্ছে, দ্যাখা যাচ্ছে—তাই নিয়ে কথা কও। তুমি গেলে কি ঠাকুরজামাইএর ভালো কোরে সেবা হবে ? না, তিনি ধেই ধেই কোরে আহ্লাদে নাচ বেন ?

অমলা। যমুনা! তুই কথা গুণো চামড়ার দিক্ দিয়ে বুঝ্‌ছিস্ কেন? সবাই চায় না বুঝতে, বোঝে না তাই। যে চায়, সে পায়। আছে ত একটা—সেইটেকে, যে, যে রকম বুঝতে চায়, সে সেই রকমই বোঝে—যে, যে রকম দেখতে চায়, সে সেই রকমই ছ্যাখে। গোঁফ ছুলিয়ে, উনি যদি নাচেন, তোরা সঙ্গে গান জুড়ে, আকোর দিয়ে, জমিয়ে না হয় তুলিস্?

যমুনা। এ অবস্থাতেও তোমার ঠাট্টা? একটা আছে—এ আবার কি?

অমলা। বুঝেছি তোর কথা—সব সতির এক্ এক্ পতি—এই না? বেশ ত, একই খেলছে বহু হোয়ে। যার যা, তার তাই।

যমুনা। তোমাকে ছাড়বো না—আজ বুঝতেই হবে। তুমি যে একেবারে স্ত্রী পুরুষ উড়িয়ে দিচ্ছ! ছুনিয়ায় কি সবাই মেয়ে, না সবাই পুরুষ?

অমলা। ছুর্ বোকা! শক্তি মানে বুঝিস ত? মূল শক্তি কি দশটা হয়রে? যখন শক্তির খ্যালা হয়, তখন অনেক রকম ছ্যাখায়। মূলটা তখন চামড়া চুঁইয়ে বেরোয়, তাই চামড়ার গন্ধ হয়, আর নোংরা হয়। খেলতে যখন হবে, নোংরা হোয়ে খেলবো কেন? শুদ্ধ পবিত্র হোয়ে পূজোতে বোস্‌তে হয়।

যমুনা। ওসব কথা ছাড়, আসল কথাটা আগে বলো। কে আবার এসে পোড়বে। তুমি কোথায় এখন যাবে? কোথায় খাবে? কি কোরবে?

অমলা। কোথায় যাবো, কি কোরবো, কি খাবো—জানিনে। তবে, তোরা ভাবিস নে। মা আমার সঙ্গে আছেন।

যমুনা। ওকথায় আমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। ঐ, যেবারে তুমি বদরীনারায়ণে যাও, ফিরে এসে বোলেছিলে—প্রয়াগের কাছে

একটা মেয়ে-সংঘ কোরে এসেছ। যদি যেতেই হয়—দিদি, তোমার হাতে ধোরছি—তুমি সেইখানে যেও। তবু আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হব।

অমলা। (চম্‌কাইয়া উঠিয়া—অন্যমনস্কভাবে) আচ্ছা তাই কোরবো। কে না আসছে ?

যমুনা। কই, কেউ ত নয় ? দিদি, একবার ভেতর থেকে আসি। তোমার জন্যে একটু গরম দুধ নিয়ে আসি, আর জেনে আসি ওঁদের কি দরকার।

[যমুনার প্রস্থান।

অমলা। এই অবসর—আর না ! মা, মা কাত্যায়নী ! মা ! তুমি ব্রজবালাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরেছিলে। মা ! একবার তোমার রূপ ছাখাও ? মা ! ছেড়ে চোলেছি এখানকার ধূলো খ্যালা। উদ্দেশে, সবাইকে প্রণাম কোরছি। মা, মা, পথ দেখাও।

[প্রস্থান।

অন্য দিক দিয়া যমুনার প্রবেশ

যমুনা। (আসিতে আসিতে)—ওঁরা সবাই এইখানে চা খাবেন। দিদি ! দিদি ! একি, আজই, আজই !!

দেবেনাদির প্রবেশ

রঞ্জন। যমুনা ! তোমার কথা শুনতে পেয়েছি। আজ সেই সংকল্পের অষ্টম দিন। আমি বাধা দোবো না। ভৃত্যো সবে কাল অন্ন পথ্য পেয়েছে—তার এই অবস্থাও অমলাকে সংকল্প-চ্যুত কোরতে পারলে না !

স্বরূপ। মা আমার কি তেজস্বিনী—কি উগ্রামূর্ত্তিই ছাখালে আজ—অথচ শান্ত। কী ভয়শূন্যা! লজ্জার বাধ্‌হীনা, অথচ কী বিনয়ী!

যমুনা। (কপালে করাঘাত করিয়া) আরে পোড়াকপাল আমার! পোড়ারমুখী আমি, একবার ভূতোর কথাটা বোলে, দিদিকে আট্‌কাতে পারলুম না?

দেবেন। দিদি, দিদি! পালালি! পালালি! প্রাণটা মোচড় দিচ্ছে দিদি। বড় মজার পাক দিচ্ছে, রকম বেরকম কসরৎ কোরছে। একটু নির্জ্জনে ফাঁকা হাওয়া খেয়ে আসি।

স্বরূপ। কোথায় যাবে দেবেন? একটু বোস। তুমি ত চঞ্চল হও না?

দেবেন। গৈরীক কা হুকুম, বন্দুক্‌কা হুড়ুম্। তা বোসে বোসে পাক্ খাই। ঘুরে ঘুরে, মজার পাক খাবো মনে কোরেছিলুম।

রঞ্জন। যাবার আগে যা চাবুক বোসিয়ে গেছেন, চোখ ফুটে গেছে।

স্বরূপ। রঞ্জন! এখন তোমার অনেক কথাই মনে আস্‌বে। সংসারটাই এই। মায়ের ত্যাগে কল্যাণ হবে। আমরা এখানে বোসে আর কি কোরবো, মায়ের সঙ্গে একবার ছাখা করবার ইচ্ছে রইলো। তোমার ইচ্ছে আছে?

রঞ্জন। না স্বরূপ দা—বৃথা আলাপে ফল কি? এতদিন কোরলুম কি? সময়টা বৃথা গেছে। এখন আমরা উঠি।

দেবেন। আমিও কাল সকালে ভূতোকে দেখে আসবো; আর গোঁফের ভেতর থেকে. নতুন মজা ফুলে ফুলে ওঠে কিনা দেখবো।

[স্বরূপ ও রঞ্জনের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

গঙ্গাতীর—অমলা

অমলা। এই সেই অঙ্গ দেশ। পাছে কেউ খোঁজে, তাই লুপ্ লাইনে এসেছি। ঐ দূরে মন্দির ছ্যাখা যাচ্ছে। দেখছি ওখানে কারা রোয়েছে। এইখানেই গঙ্গা স্নান কোরে দেবদর্শনে যাবো। এটা দেখছি আঘাটা। নদীর কি স্রোতের বেগ! (বেড়াইতে বেড়াইতে) অনেকটা চড়া ভাঙ্গতে হবে। একটু ওদিকে দেখি। (অগ্রসর হওন; থমকাইয়া দাঁড়াইয়া)—আমোলো! ঐ গাছের তলা থেকে, তিন ব্যাটা গোরা এদিকে আস্ছে যে? এখানে, এমন যায়গায় গোরা এলো কোত্থেকে? বোধহয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে।

তিন জন সাহেবের প্রবেশ

(একজনের মুখে চুরুট, একজন পাদ্রী)

১ম গোরা। (চুরুট মুখে) Halo! A Lassie—a bonnie lassie (আরে এই যে, এক রূপসী যে)।

২য় গোরা। Hurrah! a lovely morning rose! (হুর্‌রে! সুন্দর প্রভাত গোলাপটি)!

পাদরী। I say—you must not......(বলি, শোন—তা কিছুতেই হবে না)।

১ম গোরা। It is saturday and not sunday, father! (আজ শনিবার, রবিবার নয়, তাত!)

২য় গোরা। There is no church here, father! তাত! এখানে ত গির্জ্জে নেই)।

পাদরী। Church or no church, sunday or no sunday, evil is evil, ever and everywhere. (গির্জ্জে থাক আর না থাক, রবিবার হোক আর না হোক, পাপ্—সর্ব্বদাই, সব যায়গাতেই পাপ্)

১মা গোরা। (অমলার দিকে অগ্রসর হইয়া)—হেই ! ইডার আও, কাঁহা যাটা ?

অমলা। (একটু পিছাইয়া গিয়া) Dare you talk in that way ? Are you Englishmen or...(কি আস্পর্দ্ধা, এত বড় কথা ? তোরা ইংরেজ না...)

১ম গোরা। (২য় গোরার দিকে মুখ ফিরাইয়া)—John, it is funny ! She speaks English. (জন্, ভারি মজা যে হে, আবার ইংরিজি বলে।)

২য় গোরা। By Jove ! So much the better for us, Tom. (টম্, সে ত আরও ভাল।)

অমলা। মা নৃমুণ্ডমালিনী ! জাগ, জাগ মা ভীমা, জাগ মা করালিনী ! (পেছু হটিতে হটিতে)—কিসে পা লাগলো ? (নীচু হইয়া দেখিতে যাওয়া)—এই যে পেয়েছি—আয় পশু, আয় তোরা।

(অমলা যেমন পিছন ফিরে ঝুঁকে খাঁড়াটা তুলতে গেছে)

১ম গোরা। Catch hold of her, John, this is just the time. (জন্ ! এই বেলা ধর ওকে)। (২য় গোরার অগ্রসর হওয়া)

পাদরী। (অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া) Hands off (খবরদার ! হাত সরাও)।

২য় গোরা। Step aside father, you won't be sorry for this. (আমাদের বাধা দিও না ; তোমারও এতে আপশোষ থাকবে না)

(১ম গোরার অগ্রসর হইবার চেষ্টা)

অমলা। (কপালে সিন্দুর মাখা, রক্তবর্ণ চক্ষুঃ ও হাতে খড়্গ লইয়া) Brutes! a step further and your heads are chopped off (জানোয়ার সব! একপা এগিয়েছ কি, তোমাদের মুণ্ডু উড়ে গেছে)। জাগ, জাগ মা চামুণ্ডা, জাগ জাগ রক্তবীজনাশিনী, রক্তপিয়াসিনী জাগ!

১ম গোরা। A kiss lassie, and nothing more, (একটা চুমু খালি, আর কিছু না)। (ধরিতে অগ্রসর হওয়া। ২য় গোরা পাদরীকে আটকাইয়া রাখা; চারিদিক হইতে অট্টহাস)—The game is up—they are coming. (সব পণ্ড হোল, ঐ যে ওরা আসছে)।

২য় গোরা। I see that black nigger is coming, (ঐ যে কেলেটা আসছে, দেখতে পাচ্ছি); (চারিদিক হইতে অট্টহাস) Come, come, let us be off. (এস, চোলে এস, আমরা সোরে পড়ি); (দুজন গোরার পেছন ফিরে প্রস্থান উদ্যত; স্তম্ভিত হইয়া পাদরীর চেয়ে থাকা, অট্টহাস্তের দিকে। এক দিক থেকে সেন সাহেব দৌড়ে এসে, ১ম গোরার পাছায় এক লাথি; অন্যদিক থেকে, দেবেন লাল শাড়ীর পাগড়ী মাথায় দিয়ে, দৌড়ে এসে ২য় গোরাকে এক ল্যাঙ্‌ মেরে ফেলে দেওয়া)।

দেবেন। (ল্যাঙ্‌ মারবার সময়) মারলুম ল্যাঙ্‌—চিৎপটাং,—সেনজা! ড্যাডাং ড্যাং ড্যাং। (১ম গোরা ফিরে সেন সাহেবকে ঘুসি মারিতে যাওয়া, ও দেবেন চকিতের মধ্যে ঘুরে, তাকে এক ঘুসি সজোরে বসাইয়া) Here is your sweet kissie, you brute. (জানোয়ার! এই নে তোর মধুর চুমু)।

১ম গোরা। (উঠিয়া টলিতে টলিতে) ব্যস্‌। No more Babu.

(বাবু ঢের হোয়েছে, আর না)। (দুই গোরাই হাত বাড়াইয়া হস্তমর্দ্দন করিয়া, আস্তে ২ প্রস্থান)।

দেবেন। (চারিদিকে অট্টহাস্য)—কি এ! কে ঐ উগ্রা ভৈরবী? এতক্ষণ দেখিনি!

অমলা। (খড়্গ উর্দ্ধে তুলিয়া, স্তব উচ্চৈস্বরে)—

চামুণ্ডামট্টহাসাং প্রকটিত দশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং।
নীলাম্ভোজ প্রভাভাং প্রমুদিত বপুষাং নারমুণ্ডালিমালাং॥
খড়্গাং শূলং কপালং নরশির ঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং।
প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং আগচ্ছ চণ্ডরূপাং॥

(অমলার অট্টহাস্য)

পাদরী। (হাঁটু গাড়িয়া, প্রার্থনার ভাবে)—Who art thou? Woman or Goddess? (কে তুমি বল, মানবী না দেবী?)

অমলা। (আবার অট্টহাস্য) Terror is my name! Destruction is my dance! Void Eternal! Peace Eternal! I am. (আমার নাম ভীমা! ধ্বংস আমার নাচ! অসীম শূন্য! অনন্ত শান্তি! অহমস্মি)।

পাদরী। Speak thy voice once again. (তোমার বাণী শোনাও আবার)।

(অমলার ঢুলিতে আরম্ভ ও মুখে ও শরীরে নীল আলোকে পাত্)

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘাগ্‌রা পরা
Mrs. Senএর প্রবেশ

Mrs. Sen। এ যে দিদি, দিদি!

(অমলাকে একদিকে Mrs. Sen অপর দিকে দেবেন ধরিয়া
Mrs. Senএর কোলে মাথা রাখিয়া
সোজা করিয়া শোয়ান)

(সাহেবের দিকে তাকাইয়া)—সাহেব ! বাঙ্গলা জান ?

পাদরী। বাঙ্গালা—মা—জানে হামি থোড়া।

Mrs. Sen। কেয়া হুয়া থা ?

পাদরী। তু Tommy (গোরা) ইয়ে Goddessকো কিসি দেনে মাগা, Bunglow (বাঙ্গলা) মে লে জানে মাগা। হাম্ oppose কিয়া (বাধা দি)। Gentleman বাবু kick (লাথি) মারা—ওহ্ funny বাবু box লাগায়া (ঐ পাগলাটে বাবু ঘুসি মারে)। তু Tommy ভাগা। হাম্ want to go. (আমি এখন যেতে চাই)।

Mrs. Sen। আচ্ছা সাহেব সেলাম্।

পাদরী। (প্রস্থান করিতে করিতে) I salute thee Goddess, but don't know what you said (দেবী, তোমাকে প্রণাম, কিন্তু বোল্লে যে কী, তা বুঝলুম না)।

[প্রস্থান।

Mr. Sen. I see—(বুঝেছি), লেডি চামুণ্ডার ভর্ হোয়েছিল।

একজন জটাধারী, চিমটে হাতে, ভস্মমাখা সাধুর প্রবেশ

সাধু। এত্না চিল্লাকে স্তোত্র বোলা কোন্ ? মন্দির সে হাম্ শুনা। কেয়া হুয়া ?

দেবেন। স্তোত্র বোল্‌কে বেহুঁস্ হো গিয়া। আপ্ মায়ীকা স্তোত্র একঠো শুনা দিজিয়ে। পাঁও লাগি, মহারাজজী। আপ্ ওহ্ মন্দিরমে রহতেঁহে ?

সাধু। হাঁ—আলেখ্ সাধু হাম্লোক্। পূজা ফিন্ করতে, সাধু সন্তকো সেবা করতে, আউর ভকৃত্কোভি বোলাতে। স্তোত্র শুনো বেটা—

দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনী।
বিশ্বস্যো পরতৌ শক্তে নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥
সর্ব্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥
দ্রংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালা বিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ড মথনে নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

দেবেন। মহারাজ হাম্লোক মায়ীকা পূজা দেনে যব্ আয়েঙ্গে, ফিন্ দর্শন হোগা। প্রণাম। (২৲ টাকা দিয়া প্রণাম করিল)।

সাধু। ওহ্ দেখো হামারা এক বাঙ্গালী চেলা আতা হ্যায়। (আপন মনে) ১॥০ রুপিয়া কুঁইয়াকাওয়াস্তে, ।০ আনা গাঁজা, আউর চার আনা চেলা লোক্কা।

একজন রুক্ষ জটাধারী লোকের প্রবেশ

দেবেন। প্রণাম হই। সাধুটী কুঁইয়ার ১॥০ কি বোলছিলেন?

বাঙ্গালী সাধু। উনি যা পান, তা থেকে পাতকুয়া কাটান, যেখানে জলকষ্ট, সেইসব স্থানে। এই রকম অনেক পাতকো কাটিয়েছেন। আপনারা গঙ্গার ধারে বোসে আছেন যে? (অমলার দিকে

তাকাইয়া) ও কি ? কপালময় সিঁদুর ! উনি কে ? ঐখানে কালী পূজো হোয়েছিল। বলি আরম্ভ হবে, এমন সময় হঠাৎ বান্ এসে সব ভাসিয়ে দিয়ে গেল। ঐ ত সেই খড়্গ, ঐ ত পাতা মোড়া সিঁদুর ! পাণ্ডারা কাল দেবী পূজা কোরতে এসেছিল।

দেবেন। একটা চেঁচামেচি হোচ্ছিল—কি হোচ্ছিল ?

বাঙ্গালী সাধু। যখন মায়ের স্তোত্রাদি পাঠ হয়, গুরুদেবের আজ্ঞায় আমরা মন্দিরের চারিদিকে ঘুরে ব্যাড়াই। অট্টহাস মুদ্রা দ্যাখাই।

দেবেন। কেয়া মজা ! অট্টহাস মুদ্রাটা কি বস্তু ?

১ম সাধু। দেবীকা লেলীহান্ মুদ্রা, লড্ডু মুদ্রা দেখলানে সকৃতা, আওর হাম্‌লোক অট্টহাস মুদ্রা নেহি দেখলাওঙ্গে ? ঠাট্টা ? নেহি মাঙ্গতা তেরা রূপেয়া। (টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া সরোষে প্রস্থান, বাঙ্গালী সাধুর পশ্চাৎ গমন)।

Mr. Sen। হাঃ হাঃ হাঃ শব্দটা mystify কোরেছিল—এখন বুঝলুম্।

Mrs. Sen। গঙ্গার হাওয়ায়, বোধহয় দিদির জ্ঞান ফিরছে—একটু নোড়চেন, চোড়চেন। (সেন সাহেবের দিকে)—তোমার আক্কেলটা কি ? দেশের ভাব, দেশের কথা, একেবারে ভুলেছ ? আজ আমার জ্ঞান হোয়েছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। আমার বাপের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হোতো। French fashionএ (ফ্রেঞ্চ্ ফ্যাসানে) কাটা পোষাক সব পোরেছি, তোমারই জন্যে। কিন্তু তোমার মতো জাত্ হারাই নি। জান না চামুণ্ডা কে ? ন্যাকা ? দেবেন বাবু ! একটা অনুরোধ আছে। আপনার মাথার লাল শাড়ীটা আমায় দিন ত ? এখনই এই জঙ্গলী পোষাক ছেড়ে শাড়ী পোরবো। (দেবেনের শাড়ী দান) ওগো patriot সাহেব, দিদির কাছে এস,

আমি একবার ওদিকে যাই। (সেন সাহেবের তথাকরণ, মিসেস্ সেনের অন্তরালে গমন)।

দেবেন। হঠাৎ ভাগলপুর অঞ্চলে সাহেবদা যে ?

Mr. Sen। আমাকে সাহেব আর বোলো না। সেশনের একটা মকদ্দামায় এসেছি, রোজ ৩০০০৲ ফি দিচ্ছে। Mrs. Senকে সঙ্গে এনেছি। কোর্ট ২ দিন বন্ধ। Morning walkএ (প্রাতঃভ্রমণে) এদিকে এসে পোড়েছি। তিন জন সাহেব ও একজন Indian woman (দিশি মেয়ে) দেখে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে এই দিকে এসে পড়ি, Mrs. Sen পেছিয়ে পড়েন। এখানকার সাহেবদের ব্যবহার জানি ত ? তুমি ভায়া কোত্থকে ?

দেবেন। একজনের সঙ্গে কারবার কোরছি—তাই জিনিষ খরিদ কোরতে আসি। এ দিকে কালী মন্দির দেখতে আসি গঙ্গার ধার দিয়ে। তারপর মজাটার রং দেখেছ ত ? রং বেরংএর মজা !

Mrs. Senএর লাল শাড়ী পরিয়া প্রবেশ

বাহ্ ! কেমন সুন্দর ছাখাচ্ছে। হিঁদুর মেয়ের বেশে মাতৃভাব জাগিয়ে তোলে। কি সৌম্যভাব !

অমলা। (অমলার উঠিয়া বসা) কিছু বুঝতে পারছি নি। কোথায় গ্যালো তারা ? কোথায় দেবী চামুণ্ডার যোগিনীরা ?

Mrs. Sen। (অমলার পিঠে-মাথায় হাত্ বুলাইতে ২) দিদি, দিদি —এই যে আমরা। দেবী এসেছিলেন, কৃপা দেখিয়ে চোলে গেছেন।

অমলা। মা চোলে গেছেন ? তাইত, তোরাই ত ! (এক দৃষ্টিতে ছাখা) ওহ্ ! মনে এসেছে—তোরা এখানে ? পাদরীও গেছে ?

Mrs. Sen। সবাই গেছে। চেয়ে ছাখ, আমরাই—আছি। দিদি, স্থির হও। আমাদের ওখানে চল।

দেবেন। দিদির সংসার ত্যাগের কথা, তোমরা শোন নি। এ অবস্থায় দিদিকে তোমাদের ওখানেই নিয়ে যাও। আমি ত ধর্ম্মশালায় উঠেছি। কি মজা!

Mrs. Sen। বটে? তাহোলে দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

সেন সাহেব। দেবেন দা! তোমার ধর্ম্মশালায় থাকার মজা চোলবে না। আমার ওখানে এসো। দিদিও ভাল থাকবেন। আজই রঞ্জনদাকে wire কোরছি।

দেবেন। সে গুড়ে বালি। কি মজা! গোঁফদার অনুমতি নিয়ে দিদি সংসার ছেড়েছেন। তোমার ওখানেই চল।

অমলা। এতক্ষণ পরে, সব বুঝতে পারছি তোদের কথা দেবেন। (স্বগতঃ) আবার ঘোর বিঘ্ন! মা! মা! পথ ছাখাও মেয়েকে।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

দেবেনের কুটীর

স্বরূপ, রঞ্জন, দেবেন ও যমুনা

স্বরূপ। ওরকম ঘটনা অসম্ভব নয়, আশ্চর্য্যও নয়। শংকরদেব যখন শ্রীশৈলে ছিলেন, একজন কাপালিক তাঁর শিষ্য হয়। রাজার মাথা বা সিদ্ধপুরুষের মাথা, দেবীর কাছে বলি দিতে পারলে অক্ষয়

স্বর্গলাভ হবে—এই ছিল তার বিশ্বাস। নিষেধ সত্বেও, ও, তার বাসনা দূর কোরতে না পারায়, শংকর নিজের মাথা দিতে রাজী হন। কথা গোপন রাখতে শংকর বোল্লেন—পাছে তাঁর শিষ্যেরা বিঘ্ন ঘটায়। গভীর রাত্রি—শংকর কাপালিকের সাধন স্থানে উপস্থিত। হৃষ্টমনে কাপালিক দেবী পূজায় রত—সামনে রাখা শাণিত খড়্গ। শংকরের শিষ্য পদ্মপাদ সন্দেহ কোরে, তাঁর ইষ্ট-দেবতা নৃসিংহদেবকে স্মরণ কোরতে কোরতে, ভাবস্থ অবস্থায় উন্মত্তের মত, বিকট শ্মশানে উপস্থিত হোয়েই, ধ্যানরত কাপালিকের মাথা, সেই খড়্গ দিয়ে, দেহ হোতে বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু শংকর দেখেছিলেন, স্বয়ং নৃসিংহদেবকেই সংহার কোরতে। এ ক্ষেত্রেও তাই হোয়ে থাকবে।

দেবেন। একটা মজার কথা শুনুন, মহারাজ। দিদির নেশার ঘোর ক্রমশঃ কেটে গ্যালো—আমাদের সঙ্গে এলেন। মঙ্গলবার আমরা সকলে দেবীর মন্দিরে গেলুম, পূজো দিলুম। দিদির খুব সহজ, খুব নরম ভাব ; আলেখ বাবার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে দিলেন। আলেখ বাবাকে বোল্লুম, "বাবা! হাম্‌ভি এক মুদ্রা জানতা"। বোলেই এক ডিগ্‌বাজী খেলুম আর বোল্লুম—"এর নাম ডিগ্‌বাজী মুদ্রা!" খুব খুসি হোয়ে, বাবা, আমার পিঠ্ চাপড়ে আশীর্ব্বাদ কোরলেন। কেয়াবাত ডিগ্‌বাজী মজা!

স্বরূপ। তারপর তোমরা কোথায় গেলে ?

দেবেন। বুধবার আমরা কাশী রওনা হলুম। পরদিন ধুলো পায়ে গঙ্গা স্নান কোরে, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা দর্শন কোরলুম। তারপর মজাটা সুরপাক খেয়ে পাকিয়ে উঠ্‌লো—দিদি উধাও! সমস্ত দিন টো টো কোম্পানি! আর সেন গিন্নির কান্না! মাথা কপালকে

বেওয়ারিস মাল্ পেয়ে, অনবরত চটাপট্ কোরতে লাগ্‌লেন। তারপর পোরশু সব এখানে হাজির।

যমুনা। আজ দুদিন হোল এসেছ, একটা কথাও আমাকে বলোনি? তুমি যেন আরো কি রকম হোয়ে গেছো! আমার কিছু ভাল্ লাগছে না আর।

দেবেন। গ্যালবারে দিদি চোলে গেলে, তুমি বিষম অন্যমনস্ক হোয়েছিলে। ভূতোর সেবার জন্যে, অমিয়ার কাছে তোমাকে রেখে, তবে বেরুতে পারলুম। এবারে আগে থেকে খবর দিলে—মজাটা কি? এখন কেমন মজা লাগ্‌ছে? কি মজা!

(যমুনা কোন উত্তর না কোরে অন্যমনস্কভাবে
গালে হাত দিয়ে অবস্থান)

রঞ্জন। যমুনার বড্ড লেগেছে। স্বরূপদা! শংকর তারপর কি কোরলেন?

স্বরূপ। শংকরের মনে দুঃখ হয়। শিষ্যদের বোল্লেন—কাপলিকের ঐ একটী মাত্র তীব্র বাসনা ছিল, সেটা পূর্ণ হোলেই বাসনা নির্ম্মূল হোত, পরে তার উচ্চ জীবন হোত। কিন্তু এ রকম কাজ সন্ন্যাসীদের উপযোগী নয়। সন্ন্যাস তিন রকম—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থ—সকলেরই এর অনুবর্ত্তন করা উচিৎ। জ্ঞানের জন্যেই তোমরা সন্ন্যাস নিয়েছ—এর নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস। আগে শুন্‌তে হয়, তারপর ভাবতে হয়, তবে সেটা পাকা হোয়ে এলে একাগ্রতা আসে। দেহ ধারণোপযোগী ভাব মাত্র রেখে, যখন্ যা আপনি হয়, তাই বরণ কোরে নিতে হয়। সবই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সাধন কোরতে হয়—তাতে সুবিধে অনেক।

বিবিদিষা অর্থাৎ জ্ঞানের পর যে সন্ন্যাস, তার নাম—বিদ্বৎ সন্ন্যাস। তখন প্রারব্ধ বশে যা করায়, সন্ন্যাসী তাই কোরে যান। দেহের দ্বারা পরের উপকার হোচ্ছে, তাও মনে করা ঠিক নয়। রঞ্জন! এই সময়েই শংকর কৌপিনপঞ্চক রচনা কোরে, শিষ্যদের শোনান্। সেই মহাপুরুষের ভাব এখনও চোলেছে, ভারতের সমস্ত সংস্কারের মূলে তাঁর ভাব রোয়েছে। বৌদ্ধ অত্যাচারের ক্ষতি-চিহ্ন, এখনও ভারতে বর্ত্তমান। শংকর, শংকরই সেই মহাবিপ্লবকে রোধ কোরেছিলেন। শংকরের গুরু-ভক্তির কথা কে না জানে? তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পদ্মপাদ অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। পদ্মপাদে ভক্তিভাবের প্রাবল্য জেনেও, শংকর তাকে সন্ন্যাস ছান। এ সব দেখে কে বোলবে, যে শংকর অজ্ঞদের জন্যেই ভক্তিভাব দেখিয়ে-ছিলেন? ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যাই থাক, সাধারণের কাছে, কিন্তু, তাঁর জ্ঞানপ্রধান ভাবই প্রকাশ ছিল। (যমুনার দিকে তাকাইয়া) যমুনা! অমন কোরে থাকতে নেই।

যমুনা। কি কোরবো—কি কোরবো? আমাকে কেউ বোলে দাও না গা?

দেবেন। কিছু কোরতে হবে না—সুধু একবার চা খাওয়াতে হবে, আর মজাটা ভাবতে হবে। কি মজা!

স্বরূপ ও রঞ্জন। আমরা কেউ চা খাবো না।

স্বরূপ। রঞ্জন! আশ্রমের জন্যে একজনের সঙ্গে ছাখা কোরতে এদিকে এসেছিলুম, তাই তোমাদের সঙ্গে ছাখা হোল; অমলারও খবর পেলুম। এখন উঠি।

রঞ্জন। শৈলেনদের আজ একটা সভা আছে, যামিনী তার সভাপতি। সভা শেষ হোলে, তারা এখানে আসবে। শৈলেনরা খ্যালা ছাখাবে;

দেখে, যমুনার মনটা অনেক শান্ত হবে। দেবেন! আমি তাদের নিয়ে আস্‌তে চোল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবেন। এমনি শালার মন গুলিয়ে দিলে, যে, সাধুকে প্রণাম কোরতেও ভুল হয়ে গ্যালো! গোলমাল, বাবা! সব গোলমাল। কি মজা!

যমুনা। হ্যাঁগা, কিসের গোলমাল আবার? ওঁরা চোলে গেলেন—একলাটি পোড়লুম্?

দেবেন। আরে দেখছো না, সব গোলমাল্। গোলে মাল্, বাবা, মালে যেন গোল্ না হয়। তুমি একলা কৈ? এমন জাঁদ্‌রেল্ তোমার মজাবাবু যখন হাজির? কেয়া মজা!

যমুনা। ছ্যাখ! ওসব এখন ভালো লাগে না। আমাকে দিদির কাছে একবার নিয়ে যেও। দিদির কথা ত মিথ্যে হবে না? ঠিক্ নিয়ে যেতে হবে কিন্তু?

দেবেন। বাহ্‌রে মজা? দিদি কোথায়? কিছু আঁচ কোরেছ নাকি?

যমুনা। আঁচ কোরবো কেন? আমার মিনতিতে আর অনুরোধে, যাবার সময় দিদি স্বীকার কোরেছেন, এলাহাবাদে নারীসংঘে থাকবেন।

দেবেন। মজাটা চেপে রাখা হোয়েছিল? লাগ্ লাগ্ লাগ্, ঘুরে ফিরে লাগ্, নতুন মজা!

যমুনা। সে আবার কি? অমন কোরছো কেন? দিদি চোলে গেলেন, আর তোমার আহ্লাদ বাড়্‌লো? বলি, নিয়ে যাবে কিনা বলো?

দেবেন। মেয়েদের দল্ এবার ক্ষেপে উঠ্‌বে—নতুন মজা, কি মজা! আহ্লাদ বাড়্‌বে না ত কি তোমার মত চোখে লঙ্কার গোলা দোব?

যমুনা। নিয়ে যাবে কি না বলোনা ? আমারই চোখে লঙ্কার গোলা ছ্যাখো। দিদি যেদিন যান্, তোমার চোক্ ছল্ ছল্ করে নি ? আমি বুঝি দেখি নি ?

দেবেন। আরে মজা, তাও দেখেছ ? পতির ওপর কড়া নজর রাখে মেয়েরা, তা বেশ জানি। মেয়ে চরিত্তির বুঝতে গেলে পৈতৃক ঘাড়্‌টা মড়াৎ কোরে ভেঙ্গে যাবেন—আর মজা যা হবে তখন—সব অন্ধকার, বাবা ! কি মজা !

যমুনা। কি জ্বালারে আমার ! কি কোরবো কিছুই ঠিক কোরতে পারছিনি যে ?

দেবেন। যামিনী, শৈলেন আসছে। কোরবে কি বোলবো ? তুমি উনুন্ ধরাবে, চা তৈরী কোরবে, কুট্‌নো কুটবে, তারপর বাট্‌না বাট্‌বে, তারপর ঘর ঝাঁড়্ দেবে—আমি না হয় জল্ তুলে দোবো —তারপর বিছ্‌না কোরবে, তারপর পা মেলিয়ে দুঃখ কোরবে, তার পর বকুনি ঝাড়বে, তারপর—

যমুনা। থামো থামো, হাত্ যোড় কোরছি। আসল কথাটার উত্তর নেই, খালি দেখ্‌ছেন মেয়ে চরিত্তির। বিনি মাইনের দাসীর কথার জবাব দিলে, কি মানের লাঘব হয় ?

দেবেন। সন্ধান পেলেই, কাঁধটা হাজির কোরবো গো। কাঁধ ব্যাটা যখন মজা লুট্‌তে থাকবে, শম্মারাম তখন চোখ্ বুঝে স্ত্রীচরিত্তিরের মজাটা ভাবতে থাকবে। কেয়া মজা !

যমুনা। ছ্যাখো, ওরকম করা ভাল নয় বোল্‌ছি। স্ত্রী চরিত্তির কি দেখলে ?

দেবেন। মেয়ে চরিত্তির ! অমন সীতা, স্বামীর জন্যে সব ছেড়ে, রাজ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে, বনে গিয়ে, রাক্ষসেরা মায়াবী জেনেও—একটা হরিণের

লোভ, বেটি, সাম্‌লাতে পারলে না ! বীর লক্ষ্মণ ভায়া ভয়ে গুটুগুটু কোরে বেরুলেন্ আর রাম বুক চাপড়ালেন্ ! কেমন মজা লেগে গেল ?

যমুনা। বোকো না আর। সব মহাজনদেরই ছেলেমানুষী ভাব থাকে—জানো না ? সীতা দেবীর ব্যালাই বুঝি, মজা মহাশয়, মেয়ে চরিত্তির দেখলেন্ ? দিদির ত্যাখনি ?

শৈলেন, রঞ্জন ও যামিনীর প্রবেশ

যামিনী। দেবেনদা ! তোমাকে দেখেই হাসি পাচ্ছে। মাথায় শাড়ীর পগ্‌গোড় চোড়িয়েছিলে কেন ? দিদির জন্মে যত মনে দুঃখ হয়, তোমার কাণ্ড মনে হোলে, তত হাসি পায়।

দেবেন। জান ত, ছাতা নিলেই ছাতাটি হারাই। যমুনার জন্মে ভাগলপুরি মট্‌কা কিনেছিলুম—সেটাকে ছাতা কোরে নিলুম। সেনজা এবারে ঢিটু হোয়ে এসেছে। কি মজা !

যামিনী। Mrs. Senতো তোমার কথায় কেবল হাসেন্। বলেন—"যে ডিগ্‌বাজী মুদ্রা দেখিয়েছিলেন, পূজোর মুদ্রা টুদ্রা মানেন্ কি না সন্দেহ হয় আমার"।

দেবেন। বোলো তাঁকে—ও সব মুদ্রাও অভ্যস্ত আছে।

দেবতা খুসি করে যাতে।
মজারাম পেছপা নয় তাতে॥
কি মজার কবিতে ?

(সকলের হাস্য)।

রঞ্জন। শৈলেন ! তোমার ত সব ঠিক। আরম্ভ কোরে দাও না ?

শৈলেন। (করযোড়ে)

নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈ চিন্মহসে নমঃ।
যদেতৎ বিশ্বরূপেন রাজতে গুরুরাজতে॥

জয় গুরোঃ, জয় গুরোঃ (প্রণাম)

জয় মহাবীর—

অতুলিত বলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহম্।
দনুজবন কৃশানু জ্ঞানিনামগ্রগন্যম॥
সকল গুণ নিধানং বানরাণামধিশম্।
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্॥
মনোজবমারুত তুল্যবেগং, জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যম্, শ্রীরামদূতং শিরসানমামঃ॥

(প্রণাম)

জয় রাজা রামচন্দ্র কি জয়—

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম॥

(প্রণাম)

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"—শরীর ভাল রাখতে হয় ধর্ম্ম সাধনের জন্যে। ভারতে হঠযোগের উদ্দেশ্যও তাই ছিল; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলে, তাতে দেহের দিকেই মন যায়। ব্যায়াম একটা সাধন মাত্র। সাধনে সংযম দরকার, মন নিজের বশে থাকা চাই। মনঃসংযম কোরতে হোলে, যোগ শাস্ত্রে প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি,

নিয়মিত করবার বিধি আছে। আমাদের এই ব্যায়াম প্রণালীতে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সহজে, বিনা কষ্টে—যাতে যোগ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য লাভ হয়, তার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখি আমরা। বলা বাহুল্য—যুক্তাহার, যুক্তবিহারাদি না থাকলে, সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। সব রকম কৌশল ছাখাবার সময় নেই। এই ব্যায়ামের মধ্যে অদ্ভূত কিছুই নেই; ইচ্ছা কোরলে, সবাই ঘরে বোসেও অনেক জিনিষ অভ্যাস কোরতে পারেন। আপনারা আমাদের নমস্কার প্রণামাদি গ্রহণ করুন।

(ব্যায়াম ছাখান)।

রঞ্জন। শৈলেন! তোমাকে দেখে কোলে নিতে ইচ্ছে হোচ্ছে।

শৈলেন। আমরা ব্রহ্মচারী—সেবাধর্ম্মই গ্রহণ কোরেছি। মা, আমাদের, এইরকম প্রণালীতে ব্যায়াম করবার ইঙ্গিত আমাকেই বলেন—আমার শরীর ভালো দেখে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও কর্ম্মের কৌশল—তুইই এ প্রণালীতে আছে। ধ্যান ও সৎচিন্তা এই প্রণালীর অন্তর্গত বিধি।

যামিনী। এরকম শরীর কবে এ জাতটার হবে? এ জিনিষেও Science আছে দেখছি।

দেবেন। একবার যখন তুকৃটা লেগেছে, ভাবনা কি? এটা মস্ত বড় তুক্। লেগে গেছে চারিদিকে ভেলকী, লাগ মজা! লাগ মজা!

যামিনী। রঞ্জনদা! কিন্তু সন্ন্যাসী হোয়ে থাকার কি দরকার? সংসারে সন্ন্যাসীর কি necessity হোতে পারে?

রঞ্জন। Westএ এক একজন পাদরীর বেতন বছরে ৩০।৪০ হাজার টাকা। আমেরিকায় ৯০ হাজারের ও পাদরী আছে—সপ্তাহে, প্রতি রবিবারে

২ ঘণ্টা ধর্ম্মচর্চ্চা করবার জন্যে। এখন ১ ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে; তারা এটাকে একেবারে বাজে খরচ মনে করে না। তবে এ বিষয়ে তাদের বুদ্ধির হিসেবটা, আমাদের হিসেব নয়। বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা দিনরাত একটা চিন্তার ধারা নিয়ে আছেন; জাতটা তাদের পোষে। এই রকম উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ চিন্তা করবার জন্যে, সমাজে লোক দরকার। তাদের পুষলে সমাজেরই মঙ্গল হয়। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যনাশ, বিপ্লব—এ সব মন্দ জিনিষ—মহা অনিষ্টকর—এটা সকলেই স্বীকার করে। গত যুদ্ধের ব্যাপারে লক্ষ্য কোরেছ কি, যে অত অত্যাচার, অত নির্য্যাতন, অত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও, তার মধ্যে থেকে অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ হোয়েছে—দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, সেবাপরায়ণতার ভাব ও আশ্চর্য্য রকম ফুটে উঠেছে? সেইরকম এই সংসারের মধ্যে পোড়ে, কঠোর জীবন-যুদ্ধে, হাজার বার ঠেকে, তারির ভেতর থেকে এই সন্ন্যাসীরূপ ফল বেরিয়ে, জগতের মঙ্গল করে। সন্ন্যাসীই সকল নীতির, সার সত্যের আদর্শরূপে দাঁড়ায়।

যামিনী। এটা খুব সুন্দর কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিপদ্ অনেক। দিদির কথা মনে হোলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাদা চামড়ার অত্যাচারের কি কোন প্রতীকার নেই?

রঞ্জন। দারিদ্র যখন বরণ কোরে ন্যান্ সন্ন্যাসী, বিপদও তেমনি বরণ করেন। সাদা চামড়ার অত্যাচারের কথা কেন বোলছো? কালো চামড়ার মধ্যে, ও রকম নর-পশু নেই কি? আমি জানি, কালো নরপশুর হাত থেকে পাঁচজনের বিরুদ্ধে, একজন ধোলো দাঁড়িয়ে কালো নারীকে রক্ষা কোরেছেন। তা ছাড়া সন্ন্যাসী ও রকম বিপদ হোতে মুক্ত হবার সামর্থ্য রাখেন।

দেবেন। দাদা। "যোগক্ষেমং বহাম্যহং"—"যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। দিদির রক্ষা পাওটাও তাই—কি মজা!

যামিনী। Nonsense, it was mere coincidence, (বাজে কথা, ঘোঁড়ার ডিম্। একই সময়েই ঘটে ছিল, এই মাত্র।) Reason (যুক্তি) নেই—যা তা বলো?

রঞ্জন। শৈলেনদের ফিরতে হবে। আজ কথা থাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

অমলার আশ্রম। নদীতীরে গাছতলায় অমলা।

রজনী ও লতিফের প্রবেশ

লতিফ। পণ্ডিত মহাশয়! এই যে লেখা দরজায়—শক্তি আশ্রম। আপনি এগুন্, আমি মুসলমান ভেতরে যাবো না।

রজনী। (অগ্রসর হয়ে) লতিফ! এই দিক দিয়ে এস, ঐ যে মা, গাছ তলায় বোসে।

অমলা। কাদের গলা? সাম্‌নে এস বাবা। (রজনী ও লতিফের সম্মুখে গমন) এ যে রজনী? এস বাবা এস। তোমার নাম কি বাবা?

লতিফ। মা! আমার নাম আবদুল লতিফ। শৈলেন, সত্যশরণেরা আমার বিশেষ বন্ধু—তাদের সঙ্গে কাজ করি। মা! আমি সেলাম্ কোরছি।

অমলা। সেলাম্ বাবা। তোমরা আগে কিছু খাও। পরে আলাপ কোরো।

রজনী। আমরা দুজনেই পথে খেয়ে এসেছি মা!

অমলা। তাহোলে ওঠবার সময় মিষ্টিমুখ কোরে যেও। বাবা লতিফ! শৈলেনদের খবর কি?

লতিফ। সেবা ও ব্যায়াম নিয়ে শৈলেন আছে। কাজ ঠিক্ চালাচ্ছে সকলে। আপনার ত্যাগ দেখে সকলে চোমকে উঠেছে। সেনসাহেব ও দেবেন বাবুর কাছে খবর শুনে, আমরাও চঞ্চল হোয়ে উঠি। রেলে, পথে, ঘাটে—সব যায়গায়—লাল্‌মুখের অত্যাচার কী বেড়েছে ?

অমলা। সেটা অনেকটা ঠিক। কিন্তু তারাই একমাত্র অত্যাচারী নয়। কাপুরুষ, গুণ্ডা সর্ব্বত্র; আবার ভদ্র, চরিত্রবান আর বীরের ও অভাব নেই কোন দেশে।

লতিফ। তা জানি, মা। মুসলমান শাসনকালের অত্যাচারের কথা ও পোড়েছি। কিন্তু এ রকম কঙ্কালসার ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থা দেশের ছিল না তখন, আর দোহনের এ রকম দেশ-জোড়া বহর ও প্রণালী কোথাও দেখতে পাই না।

অমলা। তফাৎ আছে বৈ কি, বাবা। ধোলো প্রবল। তার পেছনে রাজশক্তি তার সহায়। তাদের খিদে অনেক ও অনেক রকমের, খিদের চোটে হাতি গিলতে চায়। রাজনীতির নিচুটী দিয়ে ধোলো এখন তোমাদের রাখতে চায়—এটা পরে বুঝবে। ও সব কথা এখন থাক্। হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া জ্ঞাতি-বিবাদের মত। আগে মিল্ ছিল, এখন নেই, আবার মিলে যাবে। গাঁজা খেয়ে দুভাইয়ের ঝগড়ার মতো, এদের ঝগড়া। কাজ ফেলে এলে যে এখন ?

লতিফ। কাজ, একজন উপযুক্ত মুসলমান্ ভাইয়াকে দিয়ে এসেছি। অনেক বিষয়ের মীমাংসার জন্যে আসতে হোয়েছে।

অমলা। তোমার মতো ত্যাগী মুসলমান যুবক দেখলে আনন্দ হয়। ত্যাগ ভিন্ন কিছু হয় না। দেখতে পাওনা, ধোলোদের দেশ বিপন্ন হোলে, যুদ্ধ বাধলে, বিপদের সময় তারা, সবাই তাদের ঘর বাড়ী

ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে বন্দুক ঘাড়ে কোরে, কেমন যুদ্ধে প্রাণ দিতে যায়? ধোলোদের কতগুণ, তা না হোলে আজ তারা এত বড় হোতে পারতো?

লতিফ। মা! মুসলমানেরাও ধর্ম্মের ডাকে, তার চেয়ে বেশী করে। তবু তাদের আজ এ অবস্থা! মা! এটা বুঝতে পারি, দয়ার কাজে—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নেই। তবু কেউ কারুকে বিশ্বাস করে না। আজ হয়ত বিরোধ চাপা দেওয়া হোল, কাল যে আবার মাথা দেবে না—কে বোল্‌তে পারে? দেশে হিন্দুমুসলমান সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান এখন।

অমলা। এক সঙ্গে দুই জাত পাশাপাশি বাস কোরে এসেছে। ভালবাসার অভাবেই অবিশ্বাস ও বিরোধ। আগে প্রাণটা বড় কর। গণ্ডীর ভেতর থেকে নজর তুলে ছড়াও, আল্লার সব সন্তান ভাইদের ওপর। মুখে ভাই বোল্লে হয় না। কথা ও কাজ, এক হওয়া চাই। হজরৎ মহম্মদ্—যাঁকে এ দাসী বার বার প্রণাম করে—যা বোলেছিলেন, যে ভাব জগৎকে দিয়েছেন, সেটা নিয়ে আলোচনা কর, চিন্তা কর। সেটা নিজে বোঝ, সবাইকে বোঝাও। তাঁর কথা একত্র জড় কর, বুঝবে অন্য রকম। কল্‌মা ত প্রত্যেক মুসলমানই পড়ে, তার মানে জানে কজন? হজরৎ কি সব মহাপুরুষকেই সম্মান দিতে বলেন নি? সেই মহাপুরুষ, ক্রোধকে দমন কোরতে এত বেশী বোলেছেন, যে মনে হয়, তাঁর মতে, একমাত্র ক্রোধকে বশীভূত কোরতে পারলেই—সত্য লাভের পথ দেখতে পাওয়া যায়। বলেন নি কি তিনি, যে ইসলাম মানে "বাণীর পবিত্রতা ও উদারতা"? বাবা, তোমরা এটা ভুলে যাও কেন? আল্লার ভাবে ভাবিত হোয়ে ভাবমুখে যে কথা তাঁর মুখ থেকে

বেরিয়েছে—মাত্র তাঁর সেই উক্তি গ্রহণীয় ; অন্য উক্তি গুণো বিচার কোরে নেবে—এটা কি তিনি নিজে বলেন নি ?

লতিফ। হ্যাঁ মা, ঠিক তাই। কোরাণ মুসলমানে পড়ে, কিন্তু সত্যিই সাধারণ লোকে তার অর্থ জানে না, কোথাও কোন, স্থলে তাদের সত্য বোঝান হয় না। হজরতের নাম জয়যুক্ত হোক।

অমলা। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক, এসব বোলে লাভ কি ? বল—তাঁর নামে আমরা সংযত হই, আমরা পবিত্র হই, যেন তাঁর মহিমা আমাদের সৎপথে চালায়। তবেই তাঁর নাম জয়যুক্ত হবে। আচ্ছা, বাবা ? মানুষ ত দূরের কথা, নিষেধ করেন নি কি তিনি, বৃথা জীবহত্যা কোরতে ? নারীর অধিকার পুরুষদের সঙ্গে সমান—এটা কি তিনি বলেন নি ? তোমাদের দুরবস্থার কারণ তোমরাই। ঐ মহাপুরুষের নামের দোহাই দিয়ে, চালাও তোমরা তোমাদের নিজের ভাব। যীশুর ভাবকে ছেড়ে দিয়ে, কাজের ব্যালা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে—খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, আর হজরৎকে ত্যাগ কোরে মুসলমান ধর্ম্মের ধ্বজা ওড়ান—কি একরকম জিনিষ নয় ? আন হজরতের অবয়ব ভারতে, স্বধুকথায় কি চিড়ে ভেজে, বাবা ?

লতিফ। সত্যিই আমরা স্বার্থের গণ্ডী বজায় রেখে, তাঁকে চাই। তাঁকে বোঝবার বড় চেষ্টা করি না। হুজুকে মাত্তে অনেকেই মজবুৎ।

অমলা। ধোলোরা জান্ দ্যায়—যদি তাদের দেশ বিপন্ন হয়, যদি তাদের মর্য্যাদার হানি হবার থাকে ভয়। ইজ্জৎ, মর্য্যাদা-বোধ, হোচ্ছে আত্মশ্রদ্ধার একটা ছোট ফুট্। কিন্তু যাকে তুমি ধর্ম্মের ডাকে জড় হওয়া বোলছো, সেই ধর্ম্মটা কি, অত্যাচারের, তোমাদের এখনকার এখানকার সমাজের, তোমাদের স্বার্থের, গণ্ডীর ভেতর বদ্ধ নয় ?

গণ্ডী দিয়ে অসীম মহিমাময় আল্লাকে বুঝতে চাও? ত্যাখ লতিফ! এই গণ্ডীর বাঁধনে ভগবানকে বাঁধতে গিয়ে, যত অনর্থ আনিয়েছে ভারতে—সমাজে এসেছে ভেদ; ধর্ম্মকে যেন খাড়া কোরে একটা অধিকারবাদ সৃষ্টি কোরেছে সমাজ! এতে এসেছে ভারতে হিন্দুর অধঃপতন। মনের অবস্থা অনুসারে থাকতে পারে অধিকারবাদ, কিন্তু পুরুতের ধর্ম্মকে, সমাজের কর্ত্তা কোরে যা হোয়েছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছ। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন আবহাওয়ায়, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের কাছে—সব আলাদা আলাদা, আচার! কালে সে সব বোদ্‌লে যাবে অনেক—যেমন বরাবর হোয়ে এসেছে। আচারে—হিন্দুমুসলমান পৃথক। সেই আচারগুণো, একভাবেই চিরকাল সর্ব্বাবস্থায় থাকবে—এটা মনে কর কেন? আচারের সৃষ্টি মানুষেই কোরেছে; সেটাকে বজায় রাখবার জন্যে শাস্ত্র মানুষেই কোরেছে। কোন আচারের মূলে হয়ত কোন মহাপুরুষ বর্ত্তমান; সে আচারে প্রাণ থাকে। বোল্‌তে পার, দেখাতে পার, যে কেবলমাত্র আচারে—প্রাণহীন আচারে—একটা মানুষ, তৈরী হোয়েছে? আনও তাঁদের জীবনী তোমাদের মাঝে, হও আগে মানুষ। চাই মানুষ—অভাব মানুষের। জাগুক্ তোমাদের ভেতরের হুঁষ—ভেতর ত্যাখা দেবে বাইরে। আন, তোমাদের সামাজিক সমত্ব ভাব, প্রাণ দিয়ে ছড়াও সেই ভাব।

লতিফ। সত্যিই আমরা ধর্ম্ম প্রাণে রাখি না, রেখেছি নিয়মের ব্যাড়াখে বন্ধ কোরে, আর রেখেছি মুখে। এটা, আজ স্বাধীন মুসলমান রাজত্বে বুঝতে পেরেছে—সেখানে সংস্কারও আরম্ভ হোয়েছে। আর ভারতে, আমরা এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট আছি, খালি ভেদবুদ্ধির সহায়তা কোরছি।

অমলা। হজরতের জামাই আলি। একবার আলি, একজন নাস্তিক অর্থাৎ কাফের য়ীহুদীর বুকে ছোরা বোসিয়ে দিতে উদ্যত হন। আলির মুখে, য়ীহুদী, একধাবড়া থুতু ছ্যায়। তৎক্ষণাৎ আলি য়ীহুদীকে ছেড়ে ছ্যান্‌, ক্ষমা করেন। আলি, বহুযুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছেন। আলির আচরণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। হজরৎ কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আলি বলেন—"থুতু দেওয়ায় আমার ভয়ানক ক্রোধ হয়। ক্রোধই সয়তান। কাফেরকে, ধর্ম্মের জন্যে মারতে পারি, সয়তানের জন্যে নয়"। লতিফ! যে সব চরিত্র বলে ইস্‌লাম একদিন পূজ্য হোয়েছিল, সে সব চরিত্র আন দেখি তোমাদের মধ্যে? কত নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ হোয়ে গিয়েছেন তখন? এখন তা হয় না কেন? এটা ভেবে ছ্যাখ না কেন?

লতিফ। মা! আজ হোতে আমাদের শাস্ত্র বোঝবার চেষ্টা কোরবো।

অমলা। বাবা! ধর্ম্ম সাধনের জিনিষ, বই পোড়ে আলোচনার বিষয় নয়। সাধন থাকলে তবে বুঝবে—স্বধু পুঁথি হাতড়ালে হবে না। মনে রেখো—ভুলো না—যে জগতের মধ্যে প্রথম নিরক্ষর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, হচ্ছেন হজরৎ। সাধন না থাকলে শ্রদ্ধা জাগবে না। মুসলমান তার শিক্ষার ভেতর দিয়ে, ইস্‌লামের ওপর, একটা গভীর নিষ্ঠা আনায়। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন নিষ্ঠায়, সর্ব্বত্র গোঁড়ামি আনায়। উদার ভাব আনাবার চেষ্টাপাও—লতিফ্‌।

লতিফ। কি রকম মা?

অমলা। যে পিতৃভক্ত, সে অন্য ছেলের ও পিতৃভক্তি দেখলে সুখী হয়, যে বীর, সে শত্রুর বীরত্বেও মুগ্ধ হয়। সাধন চাই।

রজনী। বড় অশান্তি মা। শান্তি আসে কিসে?

অমলা। আছে ভেতরে—আছে ত মহাশক্তি—জাগাও তাকে, দেখবে

ভেতরের জিনিষ, ফুটে হবে প্রকাশ বাইরে—যদি তাই চাও। সব আছে ভেতরে।

লতিফ। মানে বুঝলুম না, মা।

অমলা। আল্লা সর্ব্বশক্তিমান, আছেন তিনি সব যায়গায়। মানুষের মধ্যেই, আল্লাকে বোঝবার শক্তি, ভাববার শক্তি বেশী। আল্লা ত তোমারই ভেতরে—অনন্ত শক্তি ত সেখানে ঠাসা রোয়েছে। বড় বড় সত্য সব সহজ সরল। মন মুখ এক কোরে বোঝ, দেখবে সহজ স্বাভাবিক। মানুষ প্যাঁচ দিয়ে ধোরতে চায়, সোজা জিনিষকে। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটাই ত্থাখনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক! কিন্তু যেই হিসেবের প্যাঁচে ফেল্‌লে, অমনি হোল ওটা কঠিন। জাগাও ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে। সবাই ত জাগাচ্ছে—না বুঝে, না জেনে, এই ত তোমাদের ক্রমবিকাশ-বাদ? সাধন হিসেবে জাগাও তাকে। এরির নাম বেদ-পথ। ধর বেদ-পথ। বেদ-পন্থি তোমরা—হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, খৃষ্টানও নও। ও সব সামাজিক বিভাগের নাম।

লতিফ! মা। ইস্‌লামের কাজ কি ভারতে?

অমলা। সবাই শক্তিটাকে আচার চাপা দিয়ে রেখেছে। ভেতরটার দিকে, শক্তিটার দিকে কারো নজর নেই। বাইরেটাকে—আচার-টাকে, ধর্ম্ম মনে কোরছে। গণ্ডীর মধ্যে, সংকীর্ণতায়, ভেতরটার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজদেহ আজ দুর্ব্বল—সমত্ববোধহীন সমাজ্। ধর্ম্ম মানে, এখন, উনুন, হাঁড়ি আর চৌকা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—মনের বল্‌ই বল্। সাধন কোরতে গেলে দৃঢ় শরীর চাই। মনটাকে উদার করা হিন্দুর পক্ষে কঠিন নয়, কেন না তার আবাহমান জাতীয় সাধন ফলে, তার

শিক্ষার বিশেষত্ব আছে। তাই বাবা! ভারতে ইস্‌লামি অবয়ব চাই।

লতিফ। সমাজ-দেহ যখন পুরোণো আর দুর্ব্বল, বদলানো আবশ্যক, নয় কি?

অমলা। ভাঙ্গ গণ্ডী যেখানে দরকার। কিন্তু মিছে গণ্ডগোল কোরো না। সাধন পথে, হয়ত হোতে পারে, অনেক আচারের দরকার। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক্ রেখে, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, ভাব ছড়াও। নিজেদের ঘর ঠিক কর, আদর্শ ত্যাখাও, উদার হও। সমাজের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ত্যাগ মূর্ত্তি হজরৎকে ভুলো না। কাজ মানে উপাসনা, সেবা—সবই আল্লার উপাসনা—সমত্ব। ইসলাম্ সমত্ব দেখিয়েছে, আচার ব্যবহারেও, এটা আনাতে সহায় হও।

লতিফ। এখন দেশে কি দরকার? মা! আপনি কি রকম দেখতে চান?

অমলা। কিছু চাই না বাবা। মানুষ চাই। দেশ কিছু চায় না—শুধু মানুষ চায়। কিছুরই দরকার নেই, দরকার মানুষের—যে মানুষ আল্লার প্রতিকৃতি। চাই, আল্লার মতো ভালবাসাকে যে আদর্শ কোরবে, চাই বীর—কাপুরুষ নয়। আত্মশ্রদ্ধা যার জেগেছে, তার সব উঠবে ফুটে। মনমুখ এক করো—মনুষ্যত্বের বিকাশ করো। ধোলোগিরী, মতলববাজী ছাড়।

স্বরূপের প্রবেশ

অমলা। (উঠিয়া করযোড়ে) বাবা! বাবা! তুমিও এসে পোড়েছ! খবর দিতে হয় আগে? সব কুশল ত?

স্বরূপ। হ্যাঁ মা। সব ভাল। দেবেনের কাছে সবাই খবর পেয়েছে। সেও আস্‌ছে। বাহ—রজনী যে ?

(রজনীর প্রণাম ও লতিফের নমস্কার করণ)

অমলা। বাবা! কিছু খাবে ?

স্বরূপ। ব্যস্ত হ'য়ো না। আবশ্যক হোলে জানাবো।

লতিফ। মা! আজ আসি।

অমলা। তুমি একটু মিষ্টি মুখ কোরে যাও—এ দিকে এসো বাবা। আবার এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

রজনী। আপনি কি মায়ের কাছে এসেছেন, মহারাজ ?

স্বরূপ। প্রয়াগে শংকর মঠ আছে। ঘুরতে ঘুরতে সেইখানেই এসেছি। অমলা দেবীর খবর পেয়ে দ্যাখা কোরতে এসেছি মাত্র।

অমলার পুনঃ প্রবেশ

না! মনে কোরেছিলুম, তোমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখবো। কিন্তু বহিচিহ্ন সবই বজায় রেখেছ—মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়াগাছটিও আছে। গৈরীক না পোরে, পূর্ব্বের মতো লাল শাড়ীই পোরে আছ—তাই সন্ন্যাসীর রীতি অনুসারে অভিবাদন করি নি।

অমলা। বাবা! মেয়েকে কি অমন কোরে সম্মান দিতে আছে? কেন এ বেশ ছাড়বো? কার দোহাই দিয়ে? সহজ সরল ভাবই ভাল? ওটা আমার ব্যক্তিগত খেয়াল মনে করে নিও বাবা।

স্বরূপ। গৈরীক বেশের কি দরকার নেই, মা?

অমলা। গৈরীকের দরকার নেই—একথা যে বোলবে, সে কখনো ভারতকে চিন্‌তে পারে? গৈরীক ছেড়ে দিয়ে, ভারতকে বোঝবার চেষ্টা বৃথা।

দেবেন, যামিনী ও মোহিনীর প্রবেশ

অমলা। এই যে দেবেন, আবার যামিনী, মোহিনীও যে? আজ যেন এখানে চাঁদের হাট্। দেবেন? যমুনা আসে নি? সন্তোষ, Mrs. Sen এরা আসে নি?

(দেবেন, মোহিনী, যামিনীর—স্বরূপকে ও অমলাকে প্রণাম)

দেবেন। এবার শুধু যমুনা নয়, আরও নমুনা এসেছে—অমিয়া এসেছে। আসতে পারেন নি সেনগিন্নি—তাঁর মার বড় অসুখ। সবাইকে ও ঘরে যেতে বোলেছি। এতগুলো লগেজ নিয়ে, পথে কি মজাই ভোগ হোয়েছে!

অমলা। আমি একবার ভেতর থেকে আসি। তোমরা বোস।

[অমলার প্রস্থান।

স্বরূপ। সব রঞ্জনের কাছে শুনলুম—ভুপেনের চিকিৎসায় দেবেন সর্ব্ব-স্বান্ত হোয়ে গেছে আর ভুপেনকেও হারিয়েছে! শুনে মনটা বড় খারাপ হোয়েছিল।

রজনী। আহা! সংসারের মাথা-ধরা ছিল ভুপেন! আবার শুনলুম, কারবার কোরতে গিয়ে নাকি সব টাকাই গেছে?

দেবেন। যা শুনেছেন, সবই ঠিক! ছেলেটা শেষ সময় পর্য্যন্ত নাম কোরতে কোরতে গিয়েছে। মজাটা এবার বেশ ঝাঁজালো হোয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ঝাঁজিয়ে না দিলে, জীবনটা এক ঘেয়ে মেরে যায় যে? কি মজা!

অমলার পুনঃ প্রবেশ

অমলা। যমুনা আমাকে দেখে একবার কেঁদেই, বেশ নিজেকে সাম্‌লে নিলে। পুত্রশোক কি না? মায়ের প্রাণ! সন্তোষ ও অমিয়া

যায়গা দেখে ভারি খুসি। আর দেবেন? সন্তোষ, অমিয়া, যমুনা —এরা বুঝি লগেজ?

দেবেন। দিদি! আমি কি মিছে কথা বলি? পথে বেরুলেই ওঁরা হন্ লগেজ। কি মজা! লগেজের তবু অভাব অভিযোগ নেই— এঁরা আবার জ্যান্ত লগেজ! কি মজা!

স্বরূপ। মা! আজ আমি আসি। সম্ভবতঃ কাল ছাখা হবে।

অমলা। একটু বোস বাবা। দেবেন! অমিয়া আর যমুনা আমার কাছে কিছু দিন থাক্ না? সন্তোষকে কি আজই নিয়ে যাবে? মোহিনী, তুমি কোথায় উঠেছ?

দেবেন। ওরা থাকে—থাক্‌না। মজার জমাট্ বাঁধবে। সন্তোষের স্বামীর পক্ষাঘাতের মতো হোয়ে, যামিনীর সঙ্গে হাওয়া খেতে এসেছেন। তাই সন্তোষকে ফিরতেই হবে। এলাহাবাদে এরা কিছু দিন থাক্‌বে। যামিনীদের বাসার কাছেই মাতামহ স্থত্রে মোহিনী একটা ছোট বাড়ী পেয়েছে। মোহিনী সেইখানেই উঠেছে। কি মজা!

মোহিনী। দিদি! কাল সেখানে দয়া কোরে সকলকেই যেতে হবে। আমি এসে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবো। মহারাজের সঙ্গে কথা হোয়ে আছে। পণ্ডিত মশায়, আপনিও যাবেন। দিদি! যাবে ত? পণ্ডিত মশায় যে ক দিন আছেন, আমার ঐ খানেই আড্ডা করুন।

অমলা। আচ্ছা ছাখা যাবে। সকাল সকাল এসো কাল, তাহোলে।

মোহিনী। আজ আমরা আসি।

অমলা। এস সবাই আমার সঙ্গে, মিষ্টি মুখ কোরে যাবে। বাবা! তুমিও এসো।　　　　[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

মোহিনীর বাড়ী

মোহিনী, যামিনী ও রজনী

মোহিনী। নারী সংঘের কথাটা সকলের সাম্‌নে উত্থাপন করা ভাল—ওঁরা যখন সকলেই আস্‌ছেন।

এক দিক দিয়ে স্বরূপানন্দের প্রবেশ, অপর দিক দিয়ে অমলা, সন্তোষ, যমুনা, অমিয়া ও দেবেনের প্রবেশ

(সকলের স্বরূপকে প্রণাম ও পরে মোহিনী যামিনীর অমলাকে প্রণাম)

মোহিনী। মহারাজ!—এ বাড়ী আমি নারী সংঘের জন্য দিতে চাই—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

স্বরূপ। আমি কি বোলবো? আমি কি মেয়ে মানুষ?

সন্তোষ। ঠিক কথা বোলেছেন, মহারাজ। নারী সমস্যার মীমাংসা নারীরাই কোরবে। তোমার কি বক্তব্য বোল্‌তে পার—পরামর্শ কোরতে আমরা রাজী আছি।

মোহিনী। বহু পূর্ব্বে, অমলাদি, নারী-সংঘ স্থাপন কোরে যান। সংঘে এখন বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ হোচ্ছে। ঐ সংঘের ভার অমলাদি আবার গ্রহণ করেন—এই আমার ইচ্ছা। সেই জন্যে এ বাড়ী দোবো।

অমলা। সন্তোষ এ ভার নিতে স্বীকার পেয়েছে। কাজের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

মোহিনী। প্রণালী সম্বন্ধে, আমার Western methodএর idea (পাশ্চাত্য প্রথার ভাব) আছে। যে প্রণালীতে কাজ ঠিক্ হবে, তাই চাই।

সন্তোষ। আমরা এখন কিছু কাল এলাহাবাদে থাকবো। সুতরাং মোহিনীর প্রস্তাবে আমি রাজী। আদর্শকে দুরকম ভাবে ছ্যাখা যায়। জাতীয় আদর্শের দিকে উদ্দেশ্য রেখে সব কাজ করা—একটা, আর একটা—মানব-প্রকৃতি-নিহিত মহান্ সত্যকে উদ্বুদ্ধ করবার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা। ১মটি ধোলো আদর্শ—২য়টি ভারত আদর্শ। ১মটিতে—জাতীয়ত্বের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ চেষ্টা হয়; ২য়টিতে—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ অভিব্যক্তির চেষ্টা হয়। নারীর যে বিশিষ্টতা, সেটা সম্পূর্ণ বজায় রেখে, বর্ত্তমান সময়োপযোগী দ্বিতীয় আদর্শ ই হবে এ নারী-সংঘের আদর্শ। নারীরাই এই সংঘের পরিচালক হবেন। সীতা, সতী—ভারতনারীর আদর্শ। ভারত যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র—এটা ভুল্‌লে চোলবে না। ধোলোগিরি এখানে স্থান পাবে না।

মোহিনী। আমি সম্পূর্ণ রাজি। বলা বাহুল্য Mrs. Senএর উৎসাহেই আমি একাজে অগ্রসর হোয়েছি।

রজনী। অমলা মাকে, আজ পেয়েছি, দুটো প্রাণের কথা জিজ্ঞাসা করি। নারী-সংঘেরও এসব জানা দরকার মনে করি। আমরা হিন্দু—বেদ মানি। বেদ মানা কি মাত্র অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা?

অমলা। তোমরা নিজেদের হিন্দুই বল আর যাই বল—নামে এসে যায় না কিছুই। তোমরা বৈদীক, বেদান্তী, বেদপন্থি—হিন্দুও নও, খৃষ্টানও নও, ম্লেচ্ছও নও। ভারতের সকল সম্প্রদায়—"প্রস্থানত্রয়" মেনে আস্‌ছেন; গীতা, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র—বোলতে দ্বৈত-বাদ,

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, অদ্বৈত-বাদ—সমস্তই বোঝায়। বেদ মানা মানে সমস্ত বাদই স্বীকার করা। কিন্তু এইটি জেনে রেখো—যে স্থধু মাথা দিয়ে বুঝলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না—উপলব্ধি চাই।

রজনী। মা! একই শক্তি সর্ব্বত্র যদি, ভেতর বার বোধ কেন হয়?

অমলা। দুটো দেখছো—তাই হয় ভেতর, বার। দেখো না দুটো। যা চাইছ, তাই পাচ্ছ, তাই হোচ্ছে; চাও এক, পাবে এক। চেওনা তাও—চাওয়া চায়ির মধ্যে থেকো না—হবে তাই। যতক্ষণ বহু দেখছো, তাই বই কি। দুটো বলাই ত ভ্রান্তির কারণ।

রজনী। মা! এ চাওয়াটার মানে কি? কে না অমৃত চায়?

অমলা। অভাব বোধ হোলে, তখন চায়। যে চাওয়ার বেগে, অনুকীটের চোখ, কান, নাক ফুটে বাইরে দ্যাখা দ্যায়, আত্মরক্ষা কোরতে গিয়ে, যে চাওয়ার মতো চাওয়াতে, মাছের পাখনা বেরোয়, অন্ততঃ সে রকম ভাবে চাইতে পার? দেখতে ত পাচ্ছ, বাবা, অনুকীট থেকে হোচ্ছে ক্রমবিকাশ মানুষ, আবার মানুষের মধ্যে হোচ্ছেন বুদ্ধ, শংকর। অতএব অনুকীট হ'তে বুদ্ধত্ব হচ্ছে একটা জীবনের ধারা—হোচ্ছে না কি মহাশক্তির বিকাশ?

যামিনী। সৃষ্টিটা কি?

অমলা। বেদ বলেন, সৃষ্টি অনাদি। যা দেখছো—প্রাণ স্পন্দনে নিঃসৃত হোয়েছে অর্থাৎ যা ছিল, তাই বাইরে প্রকাশ হোয়েছে। তোমাদের যা কিছু বোধ—সবই স্পন্দন—আকাশের ওপর প্রাণের খ্যালায় সৃষ্টি।

মোহিনী। ভ্রান্তি বোল্লেই, জিনিষটা ত উল্টে যাবে না?

অমলা। অনন্ত, অসীম বোলছো, আবার দুটো বোলছো কেমন কোরে? দুটো থাকলেই ত, একটা আর একটার সীমার গণ্ডী

টেনে দেবে। তুটো অসীম মানে কি? অনন্ত মানে—এক—দ্বিতীয় হীন। পূর্ণত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"॥ সমস্তই পূর্ণ—পূর্ণ হ'তে পূর্ণই বার হয়; পূর্ণ হতে পূর্ণবাদ দিলে পূর্ণই থাকে।

রজনী। তবে দেখছি কি? কেন এমন হয়?

অমলা। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে যা দেখছো, তাই দেখছো। মানুষ তুমি, অন্ধকারে দেখতে পাওনা। প্যাঁচার কথা ধর। সে অন্ধকারে দেখতে পায়। মাছ্ আবার জলের নীচে ছাখার কাজ সারে। সবাই একই জিনিষকে, কি তোমার মতো এক রকম দেখবে? অথচ, যা হোক একটা, সবাই দেখছে—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্যে, বিভিন্ন ছাখাচ্ছে। এক এক রকম আলোতেই রকম রকম ছাখায়—আজ কাল, তাও ত তোমরা বুঝতে পারছো?

যামিনী। ইন্দ্রিয় মানে কি?

অমলা। ইন্দ্রিয় হোচ্ছে ভেতরের যন্ত্র; ধর brain centre—(মস্তিষ্কের কেন্দ্র) যা নষ্ট হোলে—ছাখা যায় না, শোনা যায় না ইত্যাদি—বাইরের ক্ষেত্র—বাঙ্গলায় যাকে ইন্দ্রিয় বল—সে সমস্ত বজায় থাকলেও। তোমাদের ধোলো কূট-তর্কের চেয়ে কঠিন তর্ক, বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ তুলেছিল। 'জড়ের অনন্ত প্রবাহ চোলেছে; প্রবহমান নদীর জল ক্ষণে ক্ষণে নতুন হচ্ছে, নতুন জল আসছে। এই ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীলতাই নদী। মন ও তাই। নদীর এক মুখ খালি হোচ্ছে, অন্যমুখে ক্রমাগত যোগান দিচ্ছে। অপরিবর্ত্তনশীল আত্মার অস্তিত্ব মানবার কী দরকার, যখন মন দিয়েই সব বুঝছো? অহং-বোধ প্রবাহকেই আত্মা বল না কেন?' বস্তু আর গুণের মধ্যে ভেদ দেখলেই এই সব তর্ক ওঠে। ভেদটাই কল্পিতা তা ছাড়া,

যদি সমষ্টি ভাবে দ্যাখ, পরিবর্ত্তন তার কোথায়? সাধারণ মানুষ এক রকম দেখবে—যোগী দেখবেন অন্য রকম।

স্বরূপ। মায়া অনির্ব্বচনীয়। "সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়া যা সা মায়া"।

রজনী। ভেদ ও আছে, অভেদ ও আছে—অচিন্ত্যব্যাপার।

অমলা। ইন্দ্রিয়-গত অবস্থায় যা বুঝছো, সবই সত্যি। কিন্তু দুটো আছে—হয় না। "মায়া অনির্ব্বচনীয়" বোল্লে কথাটা গোলমাল হোলো, তবে জগতের দিক দিয়ে বেশ কথা। অস্তি—সৎ, অর্থাৎ আছে, এই পর্য্যন্ত বোলতে পার। এর পরিণাম হয় না—মানে, বদলায় না—নিত্য সত্য। সৎ—একে এই রকম বুঝলে, নাম হয়, চিৎ। যতদূর বুদ্ধির দৌড়, সবই মায়া—যা দ্যাখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে—বাস্তব ঘটনা। জগৎটা এরির এক অংশ মাত্র। সৎকে মায়ার ভেতর দিয়ে তা হোলে বুঝতে গেলে, কখন চিণ্ময় বোলে বোধ হয়, কখন অসৎ—সৎ নয়, নিত্য নয়—বোধ হয়। কেন না দেশ, কাল নিমিত্তের বোধটা, অহং বা আমার বোধের অপেক্ষা রাখে, নিরপেক্ষ নয়, সুতরাং পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়। এই যে হেঁয়ালী, এটার নাম মায়া—বাস্তব ঘটনা। দেশ, কাল, নিমিত্তকে, নিরপেক্ষ-ভাবে—আলাদা কোরে—বুঝতে চেষ্টা কর—ধোরতে পারবে না। ভেদ ও আছে, অভেদ ও—এটা অচিন্ত্য হোতে হয়ত পারে; কিন্তু মায়াতীত নয়, দ্বন্দ্বাতীত নয়। যখন একটা থাকে, আর একটা থাকে না, একই সময়ে, একই সঙ্গে।

রজনী। তবে কি? ব্রহ্মতত্ত্ব কি?

অমলা। "দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্"—এটা বলা যায় না, কখন উচ্ছিষ্ট হয় না; অস্তি নাস্তির পার; সেখানে গেলে ফেরে না। ফেরাফিরি, পাওয়া, না পাওয়া, পারাপার—এ সব নয়। আছে—এই ভাষা।

বুদ্ধির দৌড়ের বাইরে—সেই সেই—তৎ সৎ। তারপর ঘণ্টার উম্ এর মতো ধীরে—ধীরে...তাও থেমে যায়!

দেবেন। মজার দফা রফা! গাঁজার নেশা—শিবের আসল গাঁজার নেশা—একেবারে সব ফাঁক্; ভোরে গ্যালো নেশায় যায়গাটা! হদ্দ মজা! হদ্দ মজা!

মোহিনী। যা বোঝা যায় না, বলা যায় না—সেটা নিয়ে হবে কি?

অমলা। বটে? জ্ঞানস্বরূপকে নিয়ে হবে কি? যেটার জন্যে সব প্রকাশ পায়—সেটাকে পার তুমি ছাড়তে? তোমার—'আমি-জ্ঞানের' ভেতর দিয়েই সব বোঝা, কিন্তু "আমিটাকে" বুঝতে পার, দেখতে পাও? যতক্ষণ ভেদ দেখবে, তাই দেখবে। যখন অভেদ দেখবে, অভেদ হবে। "এক্" বোধ থাকলেই, "দুই" বোধ থাকবে। "জ্ঞান" বোধ থাকলেই "অজ্ঞান" বোধ থাকবে। সেটা হোচ্ছে দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্—বোঝা বুঝির পার্, জ্ঞান অজ্ঞানের পার্।

গীত

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে।
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ, অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল।
বহে মাত্র আমি আমি, এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল।
অবাঙ মনসোগোচরম্; বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

স্বরূপ। প্রাণ ভোরে উঠলো! উপলব্ধির কথা—সাধনের শেষ কথা।

দেবেন। বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে বাঁধ সুর, সিন্ধুরোলে ধর তান। প্যান্ প্যান্ অশ্রু নয়, কর অশ্রু পান্। ছাখ মজার আসল রূপ, মজায় হোয়ে যাও বুঁদ্। কি মজা! কি মজা!

মোহিনী। এই যে অহং বা আমার অস্তিত্ব—এইটেই হোচ্ছে—Only Axiom (একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ)—অর্থাৎ অহং বা আমি মানে, যা অনুভব করে, ভাবে, ইচ্ছা করে, আর এই গুণোই ত চৈতন্যের লক্ষণ।

অমলা। বেশ, যদি ঐ ভাবেই বোঝ, তা হোলে দাঁড়ায়, অহং মানে আমার মধ্যে যে চেতন। তা হোলে দেহটার ঐ অনুভূতি, ভাবনার, বা ইচ্ছার সমস্ত বিষয়—সমস্ত জগৎ—আমার বাইরে। চেতন শক্তি সমস্ত চেতন প্রবাহকে, একেরই চেতনা বোলে বুঝতে পারে। তাতেই অহং বা আমি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই চেতন-শক্তি নিজেকে দু ভাগে ছাখে। স্থানে ছাখে অর্থাৎ দেশে ছাখে, সময়ের মধ্যে বিন্যস্ত কোরে ছাখে, কালে ছাখে—সমস্তই অহংএর বহিরূপ।

রজনী। গুণের মধ্যে প্রকাশ দেখতে চাই, বুঝতে চাই, মা?

অমলা। চন্দ্র কোটী সুশীতলং, সূর্য্য কোটী প্রতিকাশং। "তদেজতি তন্নেজতি"—সেটা স্পন্দনশীল আবার স্পন্দন করে না। চলা সাপ্ আর স্থির সাপ্। চলন্ত সাপ্—শক্তি, স্থির সাপ্—ব্রহ্ম। অরূপের রূপ হয়, অব্যক্তের প্রকাশ হয়। বোঝ তোমাদের দিক্ দিয়ে—স্পন্দনে তাপ হয়, তা হোতে রূপ হয়—অরূপের রূপ হয়। মনের ভাব—চোখে, মুখে, ভাষায় প্রকাশ পায়—অব্যক্তের প্রকাশ হয়। সবটা বোঝানো যায় না, নিজে বুঝতে হয়। মিছরির মিষ্টি আর সন্দেশের মিষ্টির প্রভেদ বোঝানো যায় না—নিজে বুঝতে হয়।

যামিনী। এ সব ত Philosophy অর্থাৎ দর্শন। কাজে লাগে কি?

সন্তোষ। ধোলো কোপ্‌চোনা। ধোলোদের 'দর্শন' নেই, আছে তাদের বিচার-প্রণালী, আর সামান্য মনস্তত্ব। ভারতেরই 'দর্শন'—যেটা ঋষিদের প্রত্যক্ষ করা জিনিষ। কাজে লাগে না? উপলব্ধিটা কাজের নয়? খালি কাজের হোচ্ছে, হুম্‌—অহমিকা, চামড়া, আর চাকৃতি? এ ধোলোগিরি ছাড়, জাগাও ভেতর। তর্ক বিতর্ক, বই পড়া বিদ্যায় উপলব্ধি হয় না ভেতরটা না জাগ্‌লে।

"তাবৎ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জন্তি মহাশক্তির্যাবদ্বেদান্ত কেশরী ॥"

মোহিনী। ধোলোদাস, ধোলোগিরি—কথা দুটোর মানে এখনও ভালো বুঝলুম না।

সন্তোষ। ধোলোদাস মানে, ধোলোদের, অনুকরণ করে যারা—সব ঠিক না বুঝে—যাকে তোমরা aping (বানরের মতো নকল করা) বলো; যারা নিজের মাথা, নিজের চোখ ব্যবহার না কোরে, ধোলো মাথা, ধোলো চোখ আর ধোলো প্রথা দিয়ে সব বুঝতে চায় আর নিজেদের একটা সব-জান্‌তা aristocracy (আভিজাত্য) খাড়া করে—তারাই ধোলোদাস্‌ আর তাদের আচরণই ধোলোগিরি।

অমলা। ধোলোর ক্রমবিকাশবাদ ছাখায় যে কীট থেকে সাধুর শরীর পর্য্যন্ত, একটী জড়ের ধারা—প্রভেদ, দেহের অভিব্যক্তিতে। ঐ সম্বন্ধে ভারতের—ধোলো হিসেবে, কালোর—বিশেষত্ব আছে। "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।...ততঃ ক্ষেত্রীকবৎ"। প্রকৃতির আপূরণবশতঃ একটা জাতি অন্য জাতিতে পরিণত হোচ্ছে। ক্ষেতের যেমন কোন স্থানে জমানো জল ধরা আছে, ঘুলঘুলি খুলে দিয়ে, সব যায়গায় জল দরকার মতো যাচ্ছে। প্রকৃতির আপূরণ—

প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, যৌন নির্ব্বাচন নয়। কালোর ক্রমবিকাশ—unfoldment of divinity within. (অন্তরস্থ দেবত্বের ভাঁজ খোলা)।

মোহিনী। জাতির ইংরিজী কি? জলটা আছে—সেটা দরকার মতো যাচ্ছে—বুঝলুম না ভাল।

সন্তোষ। Species বোলতে পার। জিনিষটা দোয়া আছে, তবে সেই পরিমাণে কাজ হোচ্ছে।

যামিনী। সেন সাহেব! একটা example (উদাহরণ) নিন্—যে পরিমাণ জল কয়লা Engineএ দোয়া থাকে, সেই পরিমাণ Energy (তেজ) হয়।

অমলা। বোঝ তা হোলে, তোমাদের দিক দিয়েই ভালো কোরে। বোঝ—ঐ যেটা ঠ্যালা দিচ্ছে—যেটা প্রেরণা, প্রেমস্বরূপ, ক্রমাগতই নিজেকে প্রকাশ কোরছে, বিকাশ হোচ্ছে, যেটা সর্ব্বশক্তির, সব খ্যালার আধার—বোঝ ঐটেতেই হোচ্ছে ওঠা নাবা, সৃষ্টি, ধ্বংস—মহাশক্তির প্রকাশ। মার প্রাণে ঐ দ্যাখা দিচ্ছে—সেইই ভালবাসা; সেইই মহাকালী—মৃত্যুরূপে, জরা ব্যাধিরূপে—ঐ তারির খ্যালা। বোঝ ঐটেই হোচ্ছে—আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সংকোচ প্রসার—অনুকীটে বুদ্ধত্ব গুপ্ত বুদ্ধত্বে অনুকীট সুপ্ত। ওই—তাকে—ছাড়িয়ে যাবে কোথায়? ঐ—সেই ব্রহ্মযোনি—প্রকাশ তার—জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়ারূপে। শুদ্ধ চিত্তে বোঝ, বুঝবে, সব ভাবে হোচ্ছে তাঁর উপাসনা। যা কোরছো সবই, তাঁর পূজো। কাজ মানে পূজো—সেবা। দয়া নয়—সেবা। প্রেম, প্রেমই একমাত্র রত্ন। কাজই পূজো।

রঞ্জনী। কর্ম্ম বোলতে পূর্ব্বে যাগাদি বোঝাতো—কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার।

যা কিছু করা যায় সব তাঁতে অর্পণ কোরবে—এটার চেয়েও বড় কথা—সবই পূজো, কাজ মানে পূজো। সব তত্ত্বের সমন্বয় হোয়ে গ্যালো ! কি চমৎকার।

অমলা। বুদ্ধদেব হোতে আরম্ভ কোরে সেদিন পর্য্যন্ত, সবাই আচারকেই পরমার্থ বোলে মনে কোরে, গোল কোরেছেন—ভেদ্ এনে গণ্ডগোল পাকিয়েছেন। এটা অবান্তর কথা এখানে, কিন্তু এটাও, বোধ হয়, আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার।

সন্তোষ। নিশ্চয়ই। নারীসংঘের কাজের, আমরা একটা মস্ত সূত্র পেলুম। (যমুনার প্রতি) অমিয়াকে আমাদের কাজের জন্যে চাই।

যমুনা। বেশ ত—সেও তাই চায়।

দেবেন। কর্ম্ম ব্যাটা—কন্দ কাটা ! দাঁড়ালো কেমন মজাটা ?

রজনী। বুদ্ধদেব বোলেছিলেন যে তাঁর আর নতুন বাসা হবেনা—বাসার মিস্ত্রিকে দেখেছেন।

স্বরূপ। রজনী ! মাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয়। আমি আসি মা।

মোহিনী। আপনারা সকলে একবার এ দিকে অনুগ্রহ কোরে আসুন। অমলাদিও এস।

[সকলের উঠিয়া প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

দেবেনের কুটীর

যমুনা। (হাত যোড় করিয়া) মা! জগদম্বে! মা! সতিশিরোমণি! মা—কি উপায় হবে? মা—ওঁর দুঃখ যে আর দেখতে পারি নি! ভাঁড়ারে আজ সাত দিন ধোরে সব বাড়ন্ত;—হাতেও পয়সা নেই। উনি ত ছেলে পোড়িয়ে যা পান্, একে তাতে কুলোয় না, তার ওপর তাঁর দয়ার শরীর, হাতেও কিছু রাখতে পারেন না। আজ তিন দিন, ওঁর পেটে অন্ন নেই। সেই পরশু খেতে বোসলেন, দুজন অভুক্ত অতিথি এলো, আমরা আমাদের বাড়া ভাত তুলে দিলুম। কদিন সুধু জল সাগু খেয়ে কাটিয়েছেন। মা! মা! বাড়ী গ্যালো, দেশের ভিটে—সব ঘুচে গ্যালো, কুঁড়ে ঘর সম্বল হোলো। মা! এ সব গ্রাহ্য করি নি। মা! মা! ভুপেন গ্যালো, তার চেয়ে এটা বেশী হোয়েছে—মা! ওঁর দুঃখ কেন?

ছেঁড়া কাপড়, আদুড় গায়ে, দেবেনের বেগে প্রবেশ

দেবেন। যমুনা! আরে বেড়ে ধুম্ লেগেছে। মনে পোড়েছে—এক্ষুনি যেতে হবে, আমি চল্লুম। মজার ঘুরণ-পাক্—কেয়া মজা, বাবা, কেয়া মজা! (যাইতে উদ্যত)

যমুনা। শোন, শোন—একটা কথা শুনে যাও।

(দেবেনের মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ান)

বেরুবার সময় ত বেশ কাপড় জামা পোরে গেলে, এখন এ বেশ কেন? কোথায় আবার যাও? পেটে কিছু পোড়েছে কি?

দেবেন। মজাটা দেখছো না কেন? এ পেটে কিছু পোড়লেই ও পেটে ও পড়বার ঠিক্ বন্দোবস্ত হবে। আমার দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। একটা জোয়ান ছেলে গাছের ওপর থেকে পোড়ে গেছে। তারির জন্যে জামা কাপড় ছিঁড়েছে। জামা রক্তে ভেসে গেছে। ছেলেটার বাপ্ মা, কাঁদতেই মজবুৎ। সেখানে ভিড় লেগে গেছে। সবাই গরিব। ডাক্তার ডাক্‌তে হবে, ছেলেটার পথ্যি যোগাড় কোরতে হবে।

যমুনা। তা তুমি কি কোরবে? সে ত পয়সার খ্যালা। সবাই মিলে চাঁদা তুলে দিক্ না? (হাত যোড় করিয়া, উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) মা! ছেলেটার—ভুপেনের কাপড় জামা তুলে রেখেছিলুম—আজ ওঁকে দিয়েছিলুম। মা! তাও নিলে? (দেবেনের দিকে) আর তুমি বোলছো কি না মজা ভ্যাখো?

দেবেন। কি মুস্কিল! তুমি কোরছো মা, মা, মায়ের দিকে চেয়ে না থেকে, বুঝি ঐ কাপড় জামাকে বুকে কোরে আঁকড়ে থাকবে? সংসারের ব্যাপার থাকবে মনে খুব, আর ভুলে যাবে ইষ্টি দেবতার কথা—কেয়াবাৎ! তাই, কাপড় জামা আজ মায়ের পূজোয় লেগেছে। কেয়া মজা! লোকেরা চাঁদা তুলেছে, তাতে হবে না। দেরী করাও চোল্‌বে না। মজার সন্ধান পেয়েছি—কি মজা! (যাইতে উদ্যত)।

যমুনা। (দেবেনের হাত ধরিয়া) কী সন্ধান পেয়েছ? ছেলেটার কোন উপায় ঠাওরেছো নাকি? (হাত ছাড়িয়া দেওয়া)

দেবেন। ভ্যাখ, সময় নষ্ট কোরো না। হাতে এই বিয়ের আঙটী আছে—বুঝলে মজা?

[বেগে প্রস্থান।

যমুনা। যাও প্রভু, যাও শুভ কাজে। বিয়ের আংটী, এত দুঃখেও ছাড়োনি। আজ ঠিক মায়ের পূজো হবে—প্রাণের পূজো। (একটু থামিয়া)—কিন্তু মা, উনি যে উপোস কোরে আছেন, তার ওপর ছুটোছুটি কোরছেন—হুঁষ নেই! মা! শরীরে এত বইবে কেমন কোরে?

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

কি, কৈবর্ত্ত বৌ খবর কি? এমন সময়ে কি মনে কোরে?

কৈবর্ত্ত বৌ। বৌদি! পাগলা দাদাবাবু, ঘরে নেই ত?

যমুনা। না—নেই, কেন বল্ দিকি?

কৈ বৌ। দু বছর পরে আমার সোয়ামী এয়েছে। কাল তেনার সঙ্গে ঝগড়া কোরছিনু। দাদাবাবু, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, ঝগড়া দেখে বোল্লেন—"তোদের কিসের ঝগড়া রে"? আমি বোলে উঠ্লুম—"তবেরে ড্যাক্‌রা মিন্‌সে। আমরা ঝগড়া কোরচি, তা কার কি?"—বোলেই, বৌদি, যেই না—মুখ ফিরিয়েছি—দেখি দাদাবাবু, 'মজা' বোল্‌তে বোল্‌তে ছুট্‌চে। বৌদি, নজ্জায় মোরে গেনু—আমি কি জানি যে দাদাবাবু? দাদাবাবুর জন্যেই বেঁচে আচি, নইলে...

যমুনা। তোর স্বামী ত দেড় দু বছর অন্তরই আসে? সে কি করে?

কৈ বৌ। আমার মুড়ো করে। নেকা পড়া শিক্‌লে, শিকে কি না, গ্যালো সেই কোন্ মুল্লুকে—যেতেই নাগে রেলে তিন দিন—আমার পোড়া কপাল যেমন?

যমুনা। সে কোথায়? তোকে টাকা পাঠায় না?

বৌ। সে—ঐযে কি বলে গো—মনে পোড়েছে বৌদি—ডিল্লী, ডিল্লী। টাকা খুব পাটায় গো—খুব পাটায়—মাসে মাসে, ঘড়ির কাঁটার

মতো। তাই ত আসতে পারে না। ও যে পণ্ডিত—একটা পাশ কোরেছে! আর বৌদি ওনার স্বুখ্যেৎ সবাই করে—ওনার যা ঠাকুর দ্যাবতার ওপর ভক্তি!

যমুনা। তা ত বুঝলুম—সে কত পায়, তোকেই বা কত পাঠায়?

বৌ। ওনার চরিত্তিরের কথা কি বোলবো—বৌদি—পরের ইস্তিরীকে, পরের মেয়ে ছেলেকে, মা বলে। আর বৌদি......

যমুনা। দ্যাখ্—আমি যা জিজ্ঞেস কোর্‌ছি বোলে ফ্যাল্—তারপর সব কথা শুনবো। তোর দাদাবাবু এসে পোড়লে, তুই ত পালাবি?

বৌ। তাইতো, তোমার কাছে মাপ চাইতে এনু, তোমার পায়ে মাথা...(অগ্রসর হওন)

যমুনা। (একটু সরিয়া) কেউ তোর ওপর রাগ্ করে নি। তোর ওরকম কোরতে হবে না।

বৌ। তা বৌদি, যাই বলো, এ পোড়ামুখ, দাদাবাবুকে দেখাবো নি।

যমুনা। তোর স্বামীর মাইনের কথা বোল্লি নি?

বৌ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সে পায়, দু গণ্ডা পোনেরো টাকা। বড়বাবুর কাছে থাকে, তেনার ছেলেকে পড়ায়—খাই খরচ লাগে নি। সে, বৌদি, সায়েবের আপিসে কাজ্ করে। কাপোড় চোপোড় নিজে করে। আমাকে দুগণ্ডা পাঁচ টাকা পাটায়—এর বেশী কোতায় পাবে সে? ভদ্দোর নোকের সঙ্গে থেকে থেকে, ভদ্দোর হোয়ে গ্যাচে—মুখে রা-টী নেই।

যমুনা। তোর স্বামী অত ভালো, এত দিন পরে এলো, যত্ন কোরবি—না কোরছিস্ ঝগড়া—হোয়েছে কি?

বৌ। আদরের মুখে নুড়ো—এবার মিন্‌সের চাকরি গ্যাচে। হাতে যা আছে, তাতে আর দুদিন বোই চোলবে নি। তারপর

সব খাবে কি ? বলে, 'একটা দেকে নোবো'খন্। ঝগড়া কোর্‌বো নি ?

যমুনা। দুদিন পরেই না হয় ঝগড়া কোরতিস্। ঝগড়া কি কোরতে আছে, বোন্, এ সময় ? তারও ত মনটা খারাপ হোয়ে আছে, তারও ত কষ্ট হোচ্ছে। কোথায় তাকে সাহস দিবি এ সময়, না ঝগড়া কোরছিস্।

বৌ। এদিকে যে পাল্ খানেক্—নেড়ি, গেঁড়ী, পর পর চোলেচে ত চোলেইচে। ঝগড়া কোরবো নি? যদি খেতেই দিতে না পারবি, এতগুণো হয় কেন ? আমি মোলেই বাঁচি—মিন্‌সে, একবার মজাটা টের্ পায়।

যমুনা। তোর স্বামীর কপাল খারাপ হোয়েছে বোলে—তুই তাকে বোক্‌ছিস্—তোর আক্কেলটা কিরে ? ভাল মন্দ সময় সবারই হয়। তোর—ক-টি ?

বৌ। সেটের কোলে—১১টি—কপাল এম্‌নি। মিন্‌সে...

যমুনা। চুপ কর্। মিন্‌সে মিন্‌সে করিস্ নি। তুই না এয়িস্তিরী ? বল্ না কেন—গরিবের ঘরে বড় মানুষী রোগ্ হয় কেন ? তোর স্বামী ত সন্নেসী নয় ?

বৌ। ও কথা বোলো নি, বোলো নি। উনি বড্ড সাধু—খালি আমার মুখের ঝাম্‌টায় সন্নিসী হোয়ে যায় নি গো। ঠিক্ বোলেচ বৌদি—তোমার মুখে সোনাদানা, ফুল চন্নন পড়ুক্ ঠিক্ বোলেচ—আমি যে এয়িস্তিরী—মাতায় সিঁদুর আচে। বৌদি, তোমরা বলো, যেন কোন জন্মে মাতার সিঁদুর না ঘোচে—তা, ও, দুবচর পরে আসুক, দশ বচর পরে আসুক, আর নাই ই ত্যাকা দিগ্।

যমুনা। এইত, বোন, মেয়ে মানুষের মতো কথা বোল্‌ছিস্। মেয়ে

মানুষ হোলেই—সইতে হয়রে, সইতে হয়। শুনেছিস্ ত সীতা কত সোয়েছিলেন ?

বৌ। কেন সইবে ? এঁহ্—বড় আমার মদ্দরে! সীতা বোকা মেয়ে ছিল, তাই সোয়েছিল ; সইবে! সইবে! কেন ?

যমুনা। মেয়ে মানুষ সইবে না ত, পেটে ধোরবে কি কোরে, মা হবে কি কোরে, সব বজায় রাখবে কি কোরে? এখন কি কোরবি ভেবেছিস্ ?

বৌ। কোরবো আর কি ? তোমার মিষ্টি কতা শুনে, মনে হোচ্চে, চুপ কোরে বোসে, ডাক্ ছেড়ে কাঁদি।

যমুনা। কাঁদলে, কি বাছাদের পেট ভোরবে ?

বৌ। ও, ত ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কাজ যুটচে কই। এ অজ পাড়াগাঁয়ে ওর বিদ্যে বুঝবে, সে নোকই নেই। দাদাবাবুকে সুধিওনা, বৌদি ?

যমুনা। (স্বগতঃ) তুমি তোমার আংটী দিয়েছ বিলিয়ে। আমারটাই বা রাখি কেন ? (প্রকাশ্যে) তোর কাজ যোটে না ? বড় কষ্ট হোয়েছে ত ? এ সময় ঝগড়া কোরে, ভারি অন্যায় কোরেছিস্। তা একটা কাজ্ কর—এই তোকে...

বৌ। আমাকে তার কাচে মাপ্ চাইতে হবে—এই বোলচো ? তা উটী আমি লারবো, বৌদি! মিন্‌সের কাচে নরম হবো ? কি আদর রে ? আমার কাজ যুটবে কোত্থেকে ? কোল্ কামাই নেই যে। ২ বচর ২॥ বচর হোতে না হোতেই, অমনি আর একটি! আমারও মরণ নেই, পালগুণোরও নেই !

যমুনা। ছি ! ছি ! ও সব কি বোল্‌তে আছে ? ভ্যাখ্, আমার কাছে এই আংটী আছে, তোর স্বামীকে দিস্। বেচে যা হবে, তোর পাগলা দাদাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোরে, করিস। এই নে। (আংটী দান্)

বৌ। (আংটী হাত পাতিয়া লইয়া, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া)—বৌদি! তোমরা দুজনেই ছ্যাব্তা। সব ছ্যাব্তারা, মা কালী, তোমাদের ভালো করুন। বৌদি! আমার রা বন্দ হোচ্চে। (চোখে আঁচল দিয়া ঢাকা)

যমুনা। অমন্ করিস্ নি। আর ঝগড়া করিস নি। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কোরে, আজ অবধি কোন মেয়ে মানুষের ভালো হয় নি। তোদের সব খাওয়া হোয়েছে ত আজ?

বৌ। ও ব্যালা খেয়েচে সব। এক ব্যালা কোরে দিচ্চি, না হোলে দুদিনেই ফুরিয়ে যেতো। তা বৌদি! পেন্নাম হই। আমি আসি। মিন্সেকে সব বোলবো।

[প্রস্থান।

যমুনা। মা! জগদম্বে! কি কোর্লুম জানিনে। শেষ সম্বল্ যা ছিল তাও গ্যালো। ওঁর লজ্জা নিবারণের কাপড় চোপড় ও আজ গেছে। মা! মা! আজ যে আবার অমিয়া আসবে পাঁচ মাস পরে। তাকে দিদির কাছে রেখে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এ দুঃখের সময় তাকে কী খেতে দোবো? মা! আর সহ্য হয় না! উনিই বা কখন্ আস্বেন? সকাল থেকে হাঁড়ি চড়ে নি—ঘরে সাগু পর্য্যন্ত নেই। কি করি?......

জামা কাপড় পরিয়া, হাতে ঠোঙ্গা লইয়া দেবেনের প্রবেশ

দেবেন। যমুনা! ছ্যাখ কেয়া মজা! তারা না-ছোড়্ বন্দা হোয়ে, তাদের টাকা থেকে শর্ম্মারামকে জোর কোরে, নতুন জামা কাপড় কিনে দিয়েছে, আর দু জোড়া শাড়ীও তোমার জন্যে দিয়েছে—মানা কোরেছিলুম, শুন্লে না। ছেলেটাকে নিয়ে হুটোপাটি কোরে,

আবার এখানে ছুটোছুটি কোরে, হাঁফিয়ে, মুণ্ডুশালা—একটু কেমন—বোঁ কোরে ঘুরে গ্যালো—বোসে পোড়লুম। তারা হাতে মুখে জল দিয়ে, মিছরির সরবৎ খাওয়ালে—পেঁপে, ডাব, মিষ্টি ভুঁড়িতে ঠুস্‌লুম্। দুঠোঙ্গা ফল আর মিষ্টি, তারা বাড়ী বোয়ে দিয়ে গ্যালো। কি সেবাই—ঐ ছোঁড়ার বাপ্ মা কোরলে! আর কেমন মজা কোরে, লম্বা হোয়ে, লক্ষ্ণৌএর নবাবের মতো, আমি শুয়ে রোইলুম—সে যা মজা! দাঁড়িয়ে রোইলে কেন? এই কাপড় ঠোঙ্গা—রাখ,—ছেলের মা তোমাকে দিয়েছে। নিতে চাই নি—কেঁদে আমার হাতে পায়ে ধোরতে যায় আর কি! তাদের প্রাণটা দেখে—মজার সিংহাসনে যেন বোসলুম! যাদের ভদ্দররা ঘেন্না করে, তাদের বুকটা কত বড়, দেখে বড়ই মজা বোধ হোলো! কি মজা!

যমুনা। দাও—সব রাখ্‌ছি—এ সব পূজোর পেসাদি নৈবিদ্দি—ঘরে রেখে আসি। [ঠোঙ্গা, কাপড় লইয়া প্রস্থান।

দেবেন। কদিন খায় নি। পেসাদ নিশ্চয়ই খাবে'খন্, বিশেষ যখন এই ভুঁড়িটা ভোরেছে। আজ না অমিয়া আসবার কথা? এদিকে সব ঠিক্। বেটী সব ঠিক্ কোরেছে! কি মজা?

যমুনার পুনঃ প্রবেশ

যমুনা। তুমি ভেবো না, আমি পেসাদ্ মুখে দিয়েছি। একটা শাড়ী অমিয়ার জন্যে থাকবে। কত ব্যালা হোলো, এখনও আসবার সময় হয় নি?

দেবেন। গাড়ি আসবার সময় হোয়েছে। অমিয়ার সঙ্গে সন্তোষ, যামিনী সব রোয়েছে; তারা আগে ভবানীপুর যাবে, তবে ত গোঁফদা অমিয়াকে নিয়ে আসবে? ষ্টেশনের দিকে একটু যাই। [প্রস্থান।

যমুনা। আংটীর কথা এখন বোলবো কি? রাগ কোরবেন না নিশ্চয়ই। দিদির কাছে থেকে শিখেছি, বুঝেছি, যে, স্বামী যদি সত্য নিষ্ঠ হন্, যদি তাঁর মন মুখ এক থাকে, তবে স্ত্রীর ধর্ম্ম স্বামীর মনের বৃত্তি অনুসরণ কোরে, স্বামীর সহায় হওয়া। জগদম্বে! তা পেরেছি কি?

দেবেন, অমিয়া, রঞ্জন, মোহিনী ও যামিনীর প্রবেশ

(অমিয়ার যমুনাকে প্রণাম)

রঞ্জন। যমুনা! আমি পুরী থেকে আস্‌ছি। হাবড়া ষ্টেশনে এদের সঙ্গে ত্মাখা। পুরী থেকে তিন হাঁড়ি ভাল অন্নপ্রসাদ ও ক্ষীরের রকমারি প্রসাদ এনেছি—তোমাদের জন্যে; রামার হাতে খিড়্কি দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছি। রামাকে হাতে কিছু পেসাদ্ দিয়ে, এখনই ছেড়ে দাও, আর আধ ঘণ্টা পরেই ট্রেন্। আমাদের জন্যে ব্যস্ত হোয়োনা—আমরা সকলে মিলে, ষ্টেশনেই এক হাঁড়ি প্রসাদ সাবাড় কোরেছি।

দেবেন। (যমুনাকে) আমার মুখের দিকে দেখছো কি? আমার ভুঁড়ি, মুড়ি—দুইই ঠাণ্ডা হোয়েছে। তোমরা এখন পেসাদ্-ধারণের মজাটা কোরে ত্মাখো না, একবার?

[যমুনা ও অমিয়ার প্রস্থান।

মোহিনী। তোমার মজাটা ত অশ্ব ডিম্ব। ও সব ছাড়,—নির্ভরতার পাগলামী ছাড়। ওটা ত একটা weakness (দুর্ব্বলতা), গোলামী; ও সব কোরে যে সব কাজের বার্ হোয়ে পোড়েছো! রঞ্জনদা তোমার কোন খবরই জান্‌তেন না, আজ আমাদের কাছে

কতক শুনেছেন। আমরা এসেছি তোমারই সম্বন্ধে একটা পরামর্শ কোরতে।

দেবেন। Thank you দাদা! "যোগক্ষেমং বহাম্যহং"—এটা চোখ চেয়ে যদি ছাখ, দেখবে কেমন মজাটা। ধোলো ঠুলি খুলে ফ্যালো, দেখবে সব সাফ্। গোলামী? "ম্যায়্ গোলাম্, ম্যায়্ গোলাম তেরা, তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্ মেরা"। ভগবানের গোলামীতে মজা, সংসারের গোলামীতে হুড়ো রে দাদা! বাপ্ মার মতো সন্তানের গোলাম্, কে? And you christen that slavery into love, affection! (তোমরা ঐ গোলামীটার নাম দাও—ভালবাসা, স্নেহ) কেয়া মজা! তোমরা মজা কোরতে থাক, আমি ভেতরে দেখে আসি একবার। একটা হাঁড়ি এখনই কৈবর্ত্ত ভায়ার ঘরে চালান্ দিতে হবে।

[দেবেনের প্রস্থান।

যামিনী। কে বলে দেবেনদা unpractical, worthless? (অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ) দেবেনদা, তা বেলে, কাপড়ে হাগে না! দেবেনদা প্রাণ হারায় নি! প্রাণটা, মনুষ্যত্ব, কোথায় বোলতে পার, সেনজা?

মোহিনী। পুরীর হাঁড়ির ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে, খাবারের ঠোঙ্গা আনাটা ত accidental (দৈবাৎ)? আর ঐ 'যোগক্ষেমং' টার মানে কি?

রঞ্জন। 'যোগক্ষেমং'—ভগবান্ বোলেছেন গীতায়—"যারা অনন্যচিত্ত হোয়ে আমাকে চায়, আমি তাদের অপ্রাপ্ত বিষয় পাইয়ে দি, ও, আমিই তা রক্ষা করি"। সেবারে "যোগক্ষেমং" ব্যাপারে যামিনী ভায়া বোল্লেন—coincidence; এবারে হোলো accidental, বাকি পোড়লো পেসাদটা—সেটাকে কি বোলবে?

যামিনী। পেসাদ্‌টা ত miraculous! দাঁড়ালো, তা হোলে— miraculous, accidental coincidence !!! (অলৌকীক, দৈবাৎ, দৈব সংঘটন) দেবেনদার মতো বোল্‌তে ইচ্ছে হয়—কি মজা! (সকলের হাস্য)

রঞ্জন। নেশার ছোঁয়াচটা লেগেছে যে যামিনী ভায়া? হবে না? গোড়ায় যে ত্যাগ রোয়েছে? কত নিরাশ্রয় ছেলেদের, আশ্রয় দিয়ে, লেখাপড়া শেখাচ্ছো—যামিনী ভায়া! স্বধু কথায় Sincerity (অকৃত্রিমতা) থাকলে হয় না—ত্যাগ চাই; তাই যামিনী ভায়ার এত শিগ্‌গির পরিবর্ত্তন।

দেবেনের প্রবেশ

দেবেন। বেজায় মজা লাগিয়েছে, অমিয়া, কৈবর্ত্ত বৌএর সঙ্গে। বৌ বেটী পা জড়িয়ে ধরে আর কি—আর শর্ম্মারাম চোঁচা এখানে হাজির। কি মজা!

রঞ্জন। তোমরা কালই সবাই আমার ওখানে যাবে—একটা দরকার আছে।

মোহিনী। যে মজার ঠ্যালা তোমার,—দালালী কোরতে পারবে কি?

দেবেন। গোঁফদা! ঘাড়ে পড়া-পড়িতে—নেই দেবেন। আর সেনজা! ও বাবা! বাঘের মুখে ঝাঁপ দিতে বোলছো তোমরা?

যামিনী। তুমিও যেমন?—দেবেনদা কখন কি দালালী কোরতে পারে? সবাই কি সব কাজ কোরতে পারে? আমাদের কলেজে শিগ্‌গিরই লাইব্রেরিয়ানের কাজ খালি হবে। উপস্থিত দু যায়গায় Private tuition (ছেলে পড়ান) যোগাড় কোরে দোবো।

রঞ্জন। দেবেন! ঘাড়ে পড়াপড়ির কথা রেখে দাও এখন। ওসব

বোলতে, মুখে তোমার বাধলো না? তোমার সুসময়ে, কতবার জোর কোরে আমাদের, তোমার কাছে আটকে রাখতে, মনে নেই? না হয় তুমি অনুরোধে ঢেঁকি গিলবে। অন্ততঃ আমার ওখানে ১৫ দিন থাকতে হবে। যমুনা, অমিয়া, তুমি—কালই যাবে। রামা এসে নিয়ে যাবে।

মোহিনী। Staff-officeএর order—go you must; carry out soldier like (সেনাপতি অফিসের হুকুম—যেতেই হবে তোমাকে; হুকুম তামিল কর, সেপাইএর মতো) দেবেনদা।

দেবেন। আচ্ছা—মজার দৌড়টা কতদূর দ্যাখাই যাক্। তোমরা ভুঁড়িতে ভোরে কিছু, মজা কোরবে না?

রঞ্জন। না। আমাদের ওঠবার সময় হোয়েছে—এখনই উঠবো।

যমুনা ও অমিয়ার প্রবেশ

যমুনা! কাল অমিয়াকে নিয়ে, দেবেনের সঙ্গে আমার ওখানে যাবে। রামা আসবে তোমাদের নিতে। দেবেনের সঙ্গে কথা হোয়ে গেছে। আজ আমরা আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

রঞ্জনের বাটী

রঞ্জন, স্বরূপ, মোহিনী, যামিনী ও দেবেন

রঞ্জন। স্বরূপদা! তোমার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ আছে, তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

স্বরূপ। কী কথা? তুমি নাকি পুরী গিয়েছিলে? পুরীতে শংকরের প্রভাব বর্ত্তমান।

রঞ্জন। শংকর, পুরীতে কি কোরেছিলেন আগে শুনবো, তারপর আমার কথা হবে।

স্বরূপ। শংকর পুরীতে গিয়ে ছাখেন, মন্দিরে শালগ্রামে পূজো হয়। বৌদ্ধদের লুটের ভয়ে, জগন্নাথ দেবের রত্ন-পেটিকা কোথায় লুকিয়ে রাখে, তা তখনকার পাণ্ডারা ভুলে যায়। তাদের আগ্রহ ও অনুরোধে, শংকর ভাবমুখে, অর্থাৎ ধ্যানে, দেখলেন যে চিল্কা হ্রদের তীরে একটা বড় বট্ গাছের নীচে রত্ন-পেটিকা রোয়েছে। সেটা খুঁড়ে আনা হোলো। আবার পূর্ব্বের মতো পূজো চোল্লো। শুদ্ধা ভক্তি ও বিশুদ্ধ-জ্ঞানে—ভেদ নেই। ছাখনা—শংকরদেব পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচার কোরলেন; বোল্লেন স্পষ্ট, যে, শাস্ত্রোক্ত সাধনের আচার আশ্রয় কোরে, জীব ব্রহ্মের, অভেদতত্ত্ব বুঝতে হয়। বৃন্দাবনেও তিনি ভাগবৎ, পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস্—

বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিচার কোরলেন না, বরং সেখানে গোবিন্দাষ্টক্ রচনা কোরে, ভক্তদের প্রাণে প্রীতির সঞ্চার কোরলেন। ভক্তেরাও তাঁর সঙ্গে ছাখা কোরলেন। ভক্তেরা তখন বৃন্দাবনের ভার রক্ষা কোরছেন। আগে শংকরের ধারণা ছিল—ব্রহ্ম অশক্তি, আর নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব; কাশীতে সে ভুল ভাঙ্গলো। অন্নপূর্ণা মন্দিরের সাম্‌নে, একটি স্ত্রীলোক, তার স্বামীর মৃতদেহ সামনে রেখে বোসে আছে। শংকর সেই মৃতদেহকে সরাতে বোল্লেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর দিলেন—মৃতদেহের সরাবার শক্তি আছে কি? তোমার শক্তি নেই? শংকরের সেই থেকে শক্তির দিকে নজর গ্যালো। আর একদিন একটা চণ্ডাল তার কুকুর নিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাচ্ছিল। শংকর তাকে রাস্তা ছাড়তে বলেন। চণ্ডাল বোলে উঠ্‌লো—"সুরায় চাঁদের ছবি ও জলে সেই ছবিতে, প্রভেদ্ আছে কি?" শংকর চণ্ডালকে আলিঙ্গন কোরে দেব দর্শনে গেলেন একসঙ্গে। এখন বল, তোমার কিসের পরামর্শ?

রঞ্জন। স্বরূপদা! আমার যত পৈত্রিক সম্পত্তি, জমিদারি, ১৪ খানা বাড়ী আর ৭ লক্ষ নগদ্ টাকা—সব তোমার নামে লিখে দিতে চাই। বিগ্রহ সেবার বন্দোবস্ত আলাদা কোরেছি—ভূতো ও তার ভাইকে আলাদা দিয়েছি। তুমি ইচ্ছামত ঐ সব ব্যবহার কোরতে পারবে। স্বরূপদা! এটা গ্রহণ কোরলে আমি ধন্য হবো।

স্বরূপ। রঞ্জন! এ সব কথার আভাষ আগে জান্‌লে আজ আমাকে এখানে দেখতে পেতে না। জানো—আমি সন্ন্যাসী? আমাকে বিষয় ঘাঁট্‌তে বলো?

অর্থের ঠিক্ ব্যবহার, তুমিই কোরতে পারবে, শংকরের ভাব প্রচারের উপায়ও কোরতে পারবে।

স্বরূপ। কি সব বাজে বোকছো? ছিঃ ছিঃ—তোমার এই বুদ্ধি! আজকাল, কামও কাঞ্চনের রাজত্ব। এ দুটোই মহা বন্ধন—সন্ন্যাসীর হৃদয়ে এটা সর্ব্বদাই জেগে থাকে। বুদ্ধিমান, সংযত চরিত্র, সাধক হোয়েও, বোলছো—টাকায় সম্প্রদায় চাঙ্গা হবে? এখনও তোমার এই ধারণা? ভাব চাঙ্গা কোরতে গেলে, ঐ অর্থ-কামের ঢেউ ফেরাতে গেলে, সঠিক্ পথে চালাতে গেলে—নেতার দরকার, মানুষের দরকার—টাকার নয়। নেতা জন্মায়। টাকায় তৈরী কোরেছে কখন—নেতা, মানুষ? চাই ত্যাগ, ভালবাসা—টাকা, আইন্ নয়।

রঞ্জন। তবে ও সবের সদ্‌ব্যবহার কি কোরে হয়, পরামর্শ দাও?

স্বরূপ। আমি কি জানি? ওসব বোলো না, আমাকে বিরক্ত কোরো না। যা বোঝ তাই কর।

রঞ্জন। কি কোরবো?

স্বরূপ। কাম-কাঞ্চনের শেষ সূক্ষ্ম প্রভাব, শেষ সূক্ষ্ম-রূপ হোচ্ছে—নাম, যশ। "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা"। ছ্যাখ—বৈরাগ্য পথটা ক্ষুরের ধারের ওপর। ফেলে দাও, তোমার বিষয়, বিভব—আমি চল্লুম।

[বেগে প্রস্থান।

রঞ্জন। (দৌড়িয়া পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, হাত ধরিয়া স্বরূপকে আনিয়া)—অমন কোরে যেওনা স্বরূপদা? (পা ছুঁইয়া)—স্বরূপদা, মাপ্ কর। তীব্র বৈরাগ্যের মহিমা বোঝাও—স্বরূপদা। ক্ষমা কর।

স্বরূপ। আরে কর কি? (রঞ্জনের হাত ছাড়াইয়া দিয়া তুলিয়া) আচ্ছা তোমার ইচ্ছেটাই না হয় শুনি, কিন্তু আমাকে বাদ দাও।

রঞ্জন। তুমি যখন এতে থাকবে না, আমার ইচ্ছে যে সমস্ত বিষয়টা, গরিবদের একটা সেবায় খরচ হোক্। সাধারণের কাছ থেকে ঐ

টাকা এসেছে—যাক্ আজ সাধারণেরই সেবায়। স্বরূপদা! কোন্ দানটা শ্রেষ্ঠ তোমার বোল্‌তে আপত্তি আছে কি?

স্বরূপ। অন্নদানের চেয়ে ভালো বিদ্যাদান, তারপর হোচ্ছে জ্ঞান দান্। সেই দানই শ্রেষ্ঠ—যাতে অন্নের সংস্থান হয় ও বিদ্যা আর জ্ঞান লাভের পথ পরিষ্কার হয়।

রঞ্জন। তাহোলে আমি একটা Trust (ন্যাস্) কোরবো, আর দেবেনকে ষোল আনা Trustee (জিম্মাদার) কোরবো। কোল্‌কাতার ঐ ছোট বাড়ীটায় বাস কোরবে দেবেন; কাজের জন্যে খরচ ও খোরাকি বাদে, মাসে মাসে পারিশ্রমিক স্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা পাবে। কি বলো দেবেন?

দেবেন। দোহাই, দাদা তোমার গোঁফের। শর্ম্মারামকে কি শেষে পুরুৎ ঠাওরালে যে পূজো কোরলেই চাই চাক্‌তি? বেটী! দেবেনের কাঁধটা পেয়েছিস বুঝি শক্ত—আবার বোঝা চাপাচ্ছিস্? যা না বেটী—শম্ভু নিশম্ভুর কাছে—পাক্‌ড়ে তাদের কর্ মজা।

রঞ্জন। অন্য Trustee কোরলে, তোমার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা Trustee রা যা কোরবেন—নয় তাতে রাজী হও, নয়—তোমার গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র নিয়ে পেট্‌ভাতায় থাক। এ বিষয় একবার অমলা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করবার ইচ্ছে আছে। অবশ্য, সন্ন্যাস না নিয়ে দেবীর কাছে যাবো না। মোহিনীর কাছে আইনের পরামর্শ পাবো।

স্বরূপ। দেবেন! তুমি খেটে রোজকার কোরবে, এতে রাজী হবে না কেন? পূজোয় পূজোর উপকরণ চাই।

দেবেন। গৈরীকের উত্তর—সন্ন্যাসীর ব্যবস্থা ক্ষুরের ওপর চলা, আর গেরোস্তোর ব্যবস্থা শূলের ওপর আসন গেড়ে বসা। কেয়া মজারে!

গোঁফ নেবেন সন্ন্যাস আবার কোরবেন ছাখা দিদির সঙ্গে। লাগ্ লাগ্ ভানুমতীর বাজি !

মোহিনী। ছাখো দেবেনদা ! স্বরূপ মহারাজ যা বোলেছেন, ওটা উড়িয়ে দোবার নয়, মাথা ঠাণ্ডা কোরে ভাব্‌বার বিষয়।

যামিনী। দেবেনদা ! আমার সঙ্গে একবার বাড়ীতে ছাখা কোরো।

মোহিনী। আজ আসি ; রঞ্জনদা ! কাজ যে মহৎ তা বুঝি—কিন্তু, তোমাদের ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হোয়েছি। ছাখা কোরবো—আইন ঘাঁটবার পর।

যামিনী। আমিও আসি আজ্। মাথাটা ঘুরে গেছে ! কোথায় যেন ঠেলে দিচ্ছে !

[মোহিনী ও যামিনীর প্রস্থান।

রঞ্জন। তবে এস। স্বরূপদা ! তুমি একটু বোস। দেবেন! তোমাকে ভেতরে ডেকেছে একবার।

[দেবেনের প্রস্থান।

রঞ্জন। বৈরাগ্য—তীব্র বৈরাগ্যটা—এতদিন মাথা দিয়েই বুঝেছিলুম ; দেখছি, বিষয়টা কি ভয়ানক ! ছাড়তে চায় না সহজে !

স্বরূপ। বৈরাগ্য বা সংসার—জীবনের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হোচ্ছে সেই পরম-তত্ত্ব—যা তত্ত্বদর্শীরা খোঁজেন। বৈরাগ্য হোচ্ছে ঐ পথে যাবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায়। যে বিষয়কে এতদিন বুকে কোরে পুষেছ, ছাড়বে কেন সহজে সে তোমাকে ? ছাড়ন্ চাও যদি পেতে, ছাড়তে হবে সব তোমাকে। যাই হোক্, ধন্য তোমরা স্বামী স্ত্রী। কিন্তু এত দেখেও, অমলা মার সম্বন্ধে বিষম খট্‌কা লেগে আছে এখনও আমার। সুবিধে হয় ত জিজ্ঞাসা কোরবো তাঁকেই।

রঞ্জন। আমার তা জানবার দরকার নেই। একটী কথা জানিয়ে

রাখি। এতদিন সেকথা প্রকাশ করবার দরকার ছিল না, এখনও নেই, তবু তুমি সন্ন্যাসী—তুমি জান্‌লে ক্ষতি নেই। আমাদের বিয়ে, সামাজিক্‌ হিসেবে হোয়েছিল মাত্র, কিন্তু, আমরা—কুমার কুমারী বরাবর।

স্বরূপ। শুনে আশ্চর্য্য হোলুম্‌! আমার খট্‌কাটা আজ আরো দৃঢ় হোলো।

রঞ্জন। সংসার ত্যাগ করবার আগে, অমলাদেবী আমাকে সত্যচ্যুত মনে কোরেছিলেন। কিন্তু আমি সত্য ভঙ্গ করিনি। মেয়েটাকে বাঁচাই, বাপের ইজ্জত ও বজায় রাখি।

স্বরূপ। তুমি কী বোলছো? নিশ্চয়ই সেটা অন্যায় হোয়েছিল।

রঞ্জন। মেয়েটা চুপি চুপি আমার কাছে এসে জানায়—যে, সে সতি, তার সতীত্ব রক্ষা না কোরলে, সে আত্ম-হত্যা কোরবে। আমি কথা দিলুম, কথা শেষ পর্য্যন্ত রাখলুম। মকদ্দামাটা শেষকালে—মিটিয়ে দিই—আর সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে হোলো, মেয়েটার।

স্বরূপ। তোমার ধারণার মতো কাজ কোরেছিলে। এখন, ও সব আলোচনা ঠিক নয়। তুমি বুদ্ধি স্থির কোরে সংযতভাবে কাজ কর। আমি আর দেরী কোরবো না। আসি।

রঞ্জন। (প্রণাম করিয়া) তবে এস ; কিন্তু মাঝে মাঝে যেন দ্যাখা পাই। তুমিই আমার একমাত্র হিতৈষী।

[স্বরূপের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

মোহিনীর বাটী

মিসেস্ সেন, যমুনা, সন্তোষ, মোহিনী ও যামিনী

মোহিনী। রঞ্জনদার গরিবদের ওপর ভালবাসা দেখে, আমি সে দিন গরিবদের পাড়ায় গিয়ে morality সম্বন্ধে এক Lecture (নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা) দিয়েছিলুম।

মিসেস্ সেন্। সব শুনেছি। যে পাড়ায় গিয়েছিলে, তারা ভারি গরিব। তাদের পেটে অন্ন নেই, পরণের কাপড় নেই, রোগে পোড়লে চিকিৎসা নেই, কি রকমে দিন কাটে, কোথায় রাত্রি কাটায়—পথে না লোকের বাড়ীর দাওয়ায়—এসব না জেনে, বোলতে গ্যাছো—তাদের নীতি-কথা? যাদের পেট্ মুচড়ে ধোরছে, মাথায় আগুন জ্বোলছে, আর বুকের ভেতর দিনরাত হুহু কোরছে—তাদের ওপর লেকচার! আমি দেখেছি—শীতের সময় একটা চাদর জড়িয়ে, তার ওপর খড় চাপা দিয়ে—স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, সব একসঙ্গে রাত কাটাতে। তাদের শোনাতে যাও সংযম, বোল্‌তে যাও ধর্ম্ম-কথা? এ কি তোমার আদালত পেয়েছো, যে দুটো নজীর দেখিয়ে, বক্তৃতা ঝেড়ে—মকদ্দমা জিতবে?

মোহিনী। আর লজ্জা দিও না। গরিবদের বিষয় ভাবা দরকার। কিন্তু দেখছি তুমিও যে তৈরী হোয়ে উঠছো?

যামিনী। মিসেস্ সেন ঠিক্ বোলেছেন। কিন্তু ও ওষুধটা তোমার একলাকার জন্যে নয় হে দাদা। ২।৪ দিনের মধ্যেই দিদি এলাহাবাদে যাবেন—তাঁর স্বামীর changeএর (হাওয়া বদলানো) দরকার,

ডাক্তাররা বোলেছে। অন্ততঃ এক বছর থাকতে হবে, সুতরাং দিদি নারী-সংঘে অনেক সময় দিতে পারবেন। অমিয়াও সঙ্গে যাচ্ছে।

সন্তোষ। নারী সংঘের মধ্যে, মিসেস্ সেনের নাম, আমরা চাই। তাঁর মহানুভব স্বামী মোহিনী বাবুর পুণ্য ফলে, এলাহাবাদে সংঘের স্থান হোলো, তাতে কাজের যথেষ্ট সুবিধে হবে।

মিসেস্ সেন। তুমি ত বোন্ বরাবর থাকবে না ? তারপর কে সংঘ চালাবে ? আর ওখানকার শিক্ষা ও কাজের প্রণালী কারা দেখবে ?

সন্তোষ। এক বৎসরের পরের কথা এখন থেকে ভাববার কী দরকার ? কর্ম্মীদের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে, লোকের অভাব হবে না কখন। টাকায় মানুষ হয় না। সাধনা থাকলে, সেই শক্তিতে,—মানুষ, টাকা, আর যা দরকার—সব আসবে। তপস্যার বলই—সত্য, টাকার বল তুচ্ছ। আর নারীদের শিক্ষা দীক্ষার ভার, কার্য্য প্রণালীর ভাব—নারীদের ওপরই ন্যস্ত থাকবে। যে সব পুরুষেরা স্বেচ্ছায়, বাইরে থেকে, পরামর্শদ্বারা বা অন্য যে কোন রকমে সাহায্য করবার ইচ্ছে কোরবেন, তাঁদের সাহায্য ও, সংঘ নিতে কুণ্ঠিত হবে না। নারী সংঘের আদর্শ—সতি, সীতা, ইত্যাদি আদর্শ নারীকুল। সেই আদর্শ মতই শিক্ষা দেওয়া হবে। সমস্ত কাগজপত্র ও নিয়মাবলি পরে পাঠাবো।

মিসেস্ সেন। আমি ঐ সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে, নিজেকে কৃতার্থ মনে কোরবো।

সন্তোষ। মাতৃ-জাতির কষ্ট সর্ব্বত্র, বিশেষ গরিবদের মধ্যে। মাতৃ-জাতির ব্যবস্থা যাতে মাতৃজাতিই কোরতে সক্ষম হন, তার উপায়ও এ সংঘ দেখবে। যে সব গরিবদের কথা আজ শুনলেন, তাদের

চেয়ে আরও হীন অবস্থাপন্ন গরিব, আমি জানি। এ সব কাজে, বড় প্রাণ চাই, ত্যাগ চাই। দরিদ্র-নারায়ণ—এ জ্ঞান থাকা চাই। নীতি—অতি তুচ্ছ কথা। হৃদয় প্রশস্ত হোলে, কাজ মাত্রকেই পূজো বোলে জ্ঞান থাকলে, নীতি—দাসের মত অনুসরণ কোরবে। যেখানে অন্নবস্ত্র নেই, সেখানে তা যোগাতে হবে আগে, পরে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের ব্যবস্থা কোরতে হবে। বিদ্যাদান অনেক রকমে হোতে পারে, কিন্তু অন্ন-বস্ত্র-দান এক রকমেই হয়। এরকম শিক্ষার সঙ্গে মাতৃজাতি যাতে স্বাবলম্বী হন, তারও ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু, শ্রদ্ধাহীন হবেন না, জাত খোয়াবেন না—যেমন আজকাল শিক্ষার ফলে, পুরুষরা হোয়েছে আর মেয়েদেরও পুরুষদের মতো করবার চেষ্টা হচ্ছে! আদর্শ ভুলে চোলবে না।

যামিনী। দিদি! ওরকম জাতটা কোথায়?

সন্তোষ। জাত্‌টা আছে কুঁড়ে ঘরে, জাত আছে বেদে, আছে বেদানুগ শাস্ত্রে, আর জাতের প্রাণ ধক্ ধক্ কোরছে—ঐ মুচি, মেথর, আর, যাকে সমাজ অস্পৃশ্য বলে, তাদের মধ্যে, যারা কৃতজ্ঞতা বোঝে—ধোলোর মতো ধন্যবাদ দিয়ে ঝেড়ে ফ্যালে না। জাত্‌ আছে—ঐ হিঁদুর তীর্থে, দেবালয়ে,—যেখানে সবাইএর শ্রদ্ধা ভালবাসা পোড়ছে; জাত্‌ আছে—সতির সিঁদুরে, জাত্‌ রেখেছে হিঁদুর মেয়েরা, আর জাতের ধারা ঝরছে ঐ গৈরীকের বেশ হোতে—বুঝলে ভারতবর্ষের জাত্‌টা?

মিসেস্ সেন। (সেন সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া)—দেখছ ত—এর কাছে, এ জাতের কাছে, এ জাগতিক জাতের কাছে—তোমাদের নীতি, কুরুচি, সুরুচি গুলো—বাঁ পায়ের, কোড়ে আঙ্গুলের, নোখেরও যোগ্য নয়।

মোহিনী। ওরকম জাতটাকে সমাজ আর সমাজের কর্ত্তারা—বামুন্‌রা ন্যায়নি, নেবেও না কখন।

সন্তোষ। সমাজের পরিচালক যেই হোক্—তোমরা কি কেউ নও? তোমরা সমাজের অন্তর্গত নও? তোমরা সমাজের কি কোরেছ? সমাজকে উত্যক্ত করবার চেষ্টা কোরেছ, না হয় বেরিয়ে গিয়ে, তাকে গালাগালি কোরেছ—রুচির মুখোস পোরে আর 'অরুচির' চসমা চোখে চোড়িয়ে, তাদের মধ্যে দেখেছ খালি কুরুচি আর কুসংস্কার। গড়বার চেষ্টা কোরেছ কি কখন? সমাজকে ভালবাস তোমরা? দোষ গুণ সমস্ত নিয়ে—ভালবেসে কাজ করবার চেষ্টা কোরে দেখেছ কি কখন? ভারতের প্রাণের ইতিহাস কখন কি আলোচনা কোরেছ? পুরোণো ভারতকে, তখনকার মতো কোরে, সেই সময়কার লোকদের ভাবের মতো কোরে, বোঝবার ইচ্ছে হোয়েছে কি কখন তোমাদের? ভারতের অধঃপতন কেন হোয়েছে, কবে থেকে সুরু হোয়েছে আর এই অধঃপতনের অবস্থাতেও, কারা জাতের প্রাণ এখনও রেখেছে জান কি?

দেবেনের প্রবেশ

যামিনী। কারা, দিদি?

সন্তোষ। যাদের—"স্ত্রী শূদ্র"—বোলে তফাৎ রেখেছ, যাদের মধ্যেও বেদ-মন্ত্র প্রকাশ হোয়েছিল, যাদের ওপর অত্যাচার কোরেছ, কোরছ, অথচ যারা তোমাদের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে, তোমাদের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে, যাদের এখন তোমরা গণ্ডীর মধ্যে আট্‌কে রাখতে পারছো না—তারাই জাতের প্রাণ বজায় রেখেছে। তারাই—ঐ গরিবরাই—একজোট্ হোতে জানে। বাম্‌নাইএর

বড়াই করা বামুনরা আর ধোলোদাস তোমরা—তোমরা কোরেছো কি ?

মোহিনী। বামুনরাই ত যত ক্ষতি কোরেছে ?

সন্তোষ। হোতে পারে অনেক অনিষ্ট, ব্রাহ্মণের—পুরুৎ বামনদের—দ্বারা হোয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো,—ঐ ব্রাহ্মণরাই এখনও—ভুল হোক্ আর ঠিক হোক্—একটা ধোরে আছে, গোঁ আছে তাদের ; আর তোমরা একেবারে মেরুদণ্ড-হীন। তোমরা অপেক্ষাকৃত উদার। কিন্তু না আছে তোমাদের ত্যাগ, না আছে তোমাদের বীরত্ব। ঐ ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র সব বুকে কোরে আঁকড়ে ধোরে আছে, বৌদ্ধ প্লাবন থেকে জাতটাকে রক্ষা কোরেছে,—এই সব শাস্ত্রাদি রক্ষা কোরে। ঐ যে দরিদ্র—যাদের না হোলে তোমাদের একদণ্ড চলে না—তাদের মধ্যে আছে সহানুভূতি, আছে পরস্পর ভালবাসা, আছে মানুষের ওপর ভালবাসা। তারা মনুষ্যত্ব বোঝে, আদর্শকে শ্রদ্ধা করে, তারা সরল, ভগবদ্ বিশ্বাসী। ভারতের দরিদ্র জন সাধারণের সঙ্গে, অন্য দেশের জনসাধারণের এইখানে প্রভেদ। ভারতের সভ্যতা বোলছে—একমুখী হোতে। ভারতের সব বিদ্যা, এমন কি আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত—চোলেছিল একত্বের দিকে ; আর তা শেখবার উপায় ছিল নিষ্ঠা, অর্জ্জন করবার উদ্দেশ্য ছিল, জীবনে একত্বকে ফুটিয়ে তোলা। আজ দ্যাখো চেয়ে, দেখবে ঐ একজোট্ হবার বৃত্তিতে, ঐ নিষ্ঠায়—যাকে তোমরা কুসংস্কার বলো—ঐ মনুষ্যত্বের ওপর, আদর্শের ওপর, ঐ শ্রদ্ধাভাবে, আছে গরিবদের মধ্যে—জাতের বীজ, জাতের প্রাণ। আর শিক্ষিত তোমরা—তোমাদের মধ্যে আছে কূট্ তর্কের জাল্, আছে নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছে, আর নেই ত্যাগ। তোমাদের মধ্যে যাঁদের

ত্যাগ আছে, দেখবে তাঁরা একটু অন্য রকমের মানুষ—তোমাদের মতো নয়।

মোহিনী। বামুনদের defenceটা (আক্রমণ থেকে বাঁচান) শুনে মেজাজ খুস্ হোলো। কিন্তু টিকিধারী পুরুৎগুণো সমাজের কলঙ্ক নয় কি দেবেন ?

দেবেন। পুরুৎবেচারি দেবতা খাটাকে, চাল কলা আনতা দেখ্‌কে, ধোলোদাসকা চোক্ **বড়্‌ডো** টাটাতা হ্যায়, আর যীশু বেচারির নাম খাটাকে দুনিয়াতে লুট্ চল্‌তা দেখকে, চোক্ **খুব** জুড়াতা হ্যায়! বাহ বাহ তরিবৎ—মজা!

(সকলের হাস্য। আর মোহিনীর উঠিয়া দেবেনের হস্ত-মর্দ্দন)
(মোহিনীর বসা)

মোহিনী। যাই বল, মেয়েদের মাথায় সিঁদুর দেওয়াটা কুসংস্কার মনে হয়। ওটা ত পুরুষের কাছে দাসী থাকার চিহ্ন ? ওটা ত স্ত্রীজাতির স্বাধীন চিন্তা রোধ করে ?

সন্তোষ। একটা জিনিষ বুঝতে পুরুষেরা ভুল করে। সব পুরুষই চায়, তাদের স্ত্রী সীতার মতো হোক্, কিন্তু রামচন্দ্রের মতো হবার চেষ্টা পুরুষদের নেই। আর সব মেয়েই রামের মতো পতি প্রার্থনা করে, কিন্তু রামের কঠোর সত্য নিষ্ঠাকে ভয় করে, মাথা বিগড়ে যায় সীতার মতো পতি অনুগামিনী হোতে পতির, কষ্টে দুঃখে। সমাজের এই আদর্শ দুপক্ষেরই কথা। সংসারে প্রতি ঘরে—সর্ব্বত্র—যাতে ঘরের ছেলেরা চরিত্রবান হয়—তার চেষ্টা করা হয়। সেই রকম, সমাজ যদি একটা উপায় আবিষ্কার কোরে থাকে, সেটা কি অন্যায়, না তাতে স্বাধীন চিন্তার স্থান নেই ? সাধন-মূলক সমাজ ভারতের।

একত্বে নিষ্ঠাই ভারতের ভাব। দেহ, মন, কথা—তিনটে, একটা আর একটার হাত ধরাধরি কোরে চলবার নাম সাধন। এ হোলে তবে একত্বের দিকে যায়। সতির মধ্যে এটা দেখতে পাবে। যেটা, যতটা বাইরের দিকে, চামড়ার দিকে, ছাখে না—সেটা তত পরিমাণে, জাত বজায় রাখে। সতির নিজের বোলে কিছুই নেই। অন্তরের আত্মা যেটা, সেটাও স্বামীর সঙ্গে ভাবময় হোয়ে থাকে। সামজিক হিসেবে বিধবা হোলেও হিঁদুর মেয়ে বিধবা হয় না। দেহ বোদ্‌লে যায় মাত্র, স্বামী বর্ত্তমান থাকেন—জানে সে, পরজন্মে আবার একসঙ্গে হবে। স্বামী মুক্ত হোলে সতির কাজ ফুরোয়। সতির কর্ম্মফল এদিক্ দিয়ে নেই। আদর্শ বোঝ। নিজের জন্যে, সতি কি করে? এই সিঁদুর, তার এয়োৎ—স্বামীর মঙ্গলের জন্যে। এই নোয়া তারির জন্যে—সধবার চিহ্ন। স্বামীর মান্, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে, সে সেজেগুজে নেমোতন্ন যায়। চুল বাঁধে, তারির তৃপ্তির জন্যে। বোঝ নিজের মাথা দিয়ে, ধার করা মাথা নিয়ে নিজের মাথা বিকিও না। হিঁদু বিধবা—বিলাস, বেশভুষা, সব ত্যাগ করে, কেন? ঐ সব যে তার নয়। জেনে রেখো মেয়েজাতের সাধন, ভারতের মেয়েরাই বার কোরেছে—সতি সীতা। ওখানে—তোমাদের, পুরুষদের—মাথা চলে নি। মেয়েজাত সম্বন্ধে—যেখানে তোমরা বুদ্ধি খাটিয়েছ—সেইখানেই নিজের স্বার্থ খুঁজেছ, দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা কোরেছ। ভারতে তোমরা বেজায় বাড়াবাড়ি কোরে তুলেছিলে, তার ফলে এখন দাসত্ব কোরছ। তেজকে—শক্তিকে, দাবানো যায় না। দাবাও—ভেঙ্গে যাবে—চূর্ণ হোয়ে যাবে। তাই দাসত্ব কোরে, ছোট নজর হোয়ে, তোমরা জাত খুইয়েছ। সভ্যতার গোড়া থেকে—তারও আগে হোতে—

আজ পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষ জাতটার—যে জাত সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছে—তার লোলুপ দৃষ্টি হোতে, যারা আপন সাধন পথ নিজেরা বের কোরেছে, যারা ঐ কলুষ চোখ হোতে নিজেকে রক্ষা কোরে, জগতে, নিজের পায়ে নিজের ভাবে দাঁড়িয়ে, হুংকার ছাড়ছে—জান কি, তারা কে ?

যামিনী। শক্তি—মহাশক্তি !

মোহিনী। এতক্ষণে, ভারতের ভাবে, ভাববার পথ পেলুম্, Female educationএর আদর্শ বোঝবার আলো পেলুম্ আর নারী-সংঘের সার্থকতা, ও প্রয়োজনিয়তা বুঝলুম।

দেবেন। ধোলো নাল্ কাটতে সুরু হোয়েছে। পোড়েছে, বাবা, মোক্ষম্ জোলাপ্, গল্‌গল্ কোরে না কাট্‌লে, হবে না সাফ্। কেয়া মজেদার জোলাপ্ !

যমুনা। কোথাও—একজনের ওপর অত্যাচার হোলে—যেমন সকল দেশেরই পুরুষ কুলে সাড়া পোড়ে যায়, মেয়েদের মধ্যে সে রকম সাড়া পড়ে না—একথা অমিয়া সেদিন আমাকে বোলেছিল। নারী সংঘে এ ভাবটা ও জাগানো দরকার।

সন্তোষ। খুব ভাল কথা। সেই জন্যেইত, অমিয়াকে—আমরা চাই।

মিসেস্ সেন। আজ যা শোনা গ্যালো, তাতে সকলের চোখ ফোটা উচিৎ। নারীসংঘের প্রথম তিন মাসের খরচ আমি বহন কোরবো।

মোহিনী। তারপর, আরও এক বৎসরের সমস্ত খরচ দিতে, আমি প্রতিশ্রুত রোইলুম। রঞ্জনদার কাছে যাবার আমার সময় হোয়ে উঠলো (ঘড়ি দেখিয়া)। রঞ্জনদা শুন্‌ছি, স্বরূপ মহারাজের সঙ্গে উত্তর কাশী যাবেন। ধোলো ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আজ এই পর্য্যন্ত।   [সকলের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

স্বরূপ ও রঞ্জন, উভয়ের গৈরীক বেশ, রঞ্জন গোঁফহীন

রঞ্জন। আমাকে কোথায় এনেছ? তোমার সঙ্গে হরিদ্বারে যাই, তোমার বারণ না শুনে হৃষিকেশ যাই, সেখানে আমার জ্বর হয়। তারপর আর কিছু মনে নেই। আজ তিন সপ্তাহ ভাল আছি। কথা সব জিজ্ঞাসা করায়, আমাকে কথা কইতে বারণ কর। দিনকতক পরে বোলবে বোলেছিলে। এখন শরীরে বেশ বল পেয়েছি—তা বল?

স্বরূপ। রঞ্জন! তবে শোন। তুমি জ্বরে অজ্ঞান হোয়ে যাও। একজন সাধু হরিদ্বারে আমাকে খবর ত্থান। বহুকষ্টে তোমাকে হরিদ্বারে আনি। জ্বরের প্রকোপ দেখে, বাঁকা জ্বর বোলে সন্দেহ হওয়াতে, তোমার বেহুঁষ অবস্থাতেই কোল্‌কাতায় নিয়ে যাবো মনে কোরে, রেলে চাপি। কিন্তু হিতে বিপরীত হোলো। তোমার জ্বর, ঘোর বিকারে পরিণত হোলো। ভুল বোকৃতে ও বমি কোরতে আরম্ভ কোরলে। সৌভাগ্যক্রমে কানপুরে, আমার এক বন্ধু ডাক্তার আমাদের গাড়িতে ওঠেন। ঐ অবস্থায় তোমাকে ট্রেণে তোলা অত্যন্ত অন্যায় হোয়েছে বোল্লেন সেইজন্যে এলাহাবাদে নাবতে বাধ্য হোলুম।

রঞ্জন। কোন্ বাড়ীতে আমরা আছি এখন?

স্বরূপ। মোহিনীর বাড়ীতে—যেটা উনি নারী-সংঘের জন্যে দিয়েছেন। তার কোরে তাঁর অনুমতি আনিয়ে বাড়ী ঢুকি। তুমি ৪৫ দিন ভুগেছ।

রঞ্জন। স্বরূপদা! শেষে তোমার সেবা নিতে হোল? ৪৫ দিন

শয্যাশায়ী রুগীকে নিয়ে একলা কত কষ্টই পেয়েছ ? কত অত্যাচারই আমার, সহ্য কোরেছ ?

স্বরূপ। একলা সেবা কোরিনি। তার্ পেয়ে মোহিনী এসে পড়ে, সঙ্গে দেবেনও আসে। কী অক্লান্ত সেবা মোহিনী আর দেবেন তোমার কোরেছে ! আমাকে সামান্যই পরিশ্রম কোরতে হোয়েছে।

রঞ্জন। তারা কি চোলে গেছে ?

স্বরূপ। না। মোহিনী সমস্ত ক্ষতি স্বীকার কোরে এখানেই আছে। তুমি যখন একটু সাম্‌লে ওঠো, তখন মিসেস্ সেন, সন্তোষ, যমুনা, অমিয়া সব আসে। সন্তোষ তার পীড়িত স্বামীকে নিয়ে বাড়ী ভাড়া কোরেছে, সেখানে সকলেই এখন আছে। সবাই তোমাকে দেখতে আসতো—মা অমলাও আসতেন। কিন্তু তুমি তখন মানুষ চিন্তে পারতে না।

রঞ্জন। এক রজনী পণ্ডিত ছাড়া কারুকে ত দেখি নি। পণ্ডিত মহাশয়ের সেবা কখন ভুলবো না।

স্বরূপ। তুমি যে দিন প্রথমে আমাকে চিন্‌তে পারলে, সেই দিন হতেই আমার পরামর্শে কেউ এ ঘরে আসে না। রজনী সেই সময় থেকে তোমার সেবার ভার নিয়েছে। এখন বেশ সেরে উঠেছ। মোটে ১৯ দিন অন্ন পথ্য পাচ্ছ। তুমি দুর্ব্বল, যাতে উত্তেজনা না হয়, চিকিৎসকেরা বিশেষ কোরে বোলে দিয়েছেন। তাই কারুকে দ্যাখা কোরতে দিই নি। আজ সকলে আস্‌বেন এখানে। বেশী কথা কোয়োনা এই আমার অনুরোধ।

রঞ্জন। আমার কাগজ-পত্রগুণো ঠিক্ আছে ত ? বিষয় না বিষ, জের মিটুতে চায় না। স্বরূপদা ! এলোপ্যাথি বা কোন প্যাথিতে

কিছু হয় না, আসল হোচ্ছে—Sympathy—এইটেতেই আমাকে সুস্থ কোরেছে।

স্বরূপ। সব ঠিক আছে—এখন তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

রজনী, অমলা, সন্তোষ, মোহিনী, যামিনী, মিসেস্ সেন ও দেবেনের প্রবেশ

মিসেস্ সেন। কী কাল্ রোগেই ধোরেছিল? এমন দেখবো—এ ভরসা ছিল না। আজ মা মঙ্গল চণ্ডীর পূজো দিয়ে এসেছি।

অমলা। তুমি সুস্থ হোয়েছো—বেশ বোদলেছো—দেখে নিশ্চিন্ত হোয়েছি। এ দাসীর প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণাম করণ)

রঞ্জন। নমো নারায়ণ। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। তারপর আমিও নিশ্চিন্ত হই।

অমলা। (প্রতি প্রণাম করিয়া)—সে যা হয় পরে হবে। পরামর্শ করবার সময় পালিয়ে যাচ্ছে না। চিকিৎসকের কথা রেখো।

রঞ্জন। দেবেন! তোমার অমন গম্ভীর মূর্ত্তি কেন?

দেবেন। শেষে মাকুন্দ হোলে, দাদা? অত সখের গোঁফ, একদম্ লোপাট্! দাদা! সান্ত্রি ফুকরোচ্ছে—"Halt; who comes there? No মাকুন্দ No admission" (খবরদার কে আছো? খাড়া হও। মাকুন্দ হওয়া ও নেই, প্রবেশ ও নেই) টিকিট, পাস্ চোলবে না, ঘুসের নিছুটি ঝাড়বার ও যো টী নেই। দাদা! ক্ষুরের ওপর পথ, তাও উল্টো পিঠে নয়! Not নড়ন্ চড়ন্ not কিচ্ছু! (নড়ন্ চড়ন্ নেই কিচ্ছু নেই) কি মজার পথই, বেটি আমার, বেনিয়েছেরে!

অমিয়ার প্রবেশ ও রঞ্জনকে প্রণাম

রঞ্জন। আয় মা অমিয়া। তোকে অনেক দিন দেখিনি।

মিসেস্ সেন। নারী-সংঘে দেখলুম, কি সুন্দর কাজই ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে, অমিয়া কোরছে! তাদের অভিনয় আজ দ্যাখবার কথা অমিয়াকে বোলে রেখেছি। এতে সকলের কি মত?

রঞ্জন। যা মা অমিয়া, এখুনিই তাদের নিয়ে আয়।

[অমিয়ার প্রস্থান।

মোহিনী। মাকুন্দ না হোলে বুঝি এগুবার যো নেই? এটা কি narrow view (খাটো নজর) নয়, যামিনী ভায়া?

যামিনী। মাকুন্দ গৈরীকের প্রতীক্। দেবেনদা ভেতর মাকুন্দ, জন্ম ত্যাগী। আর দাদা, তুমি একটা দরখাস্ত কোরে দেখো—উকিল, ব্যারিষ্টার দিয়ে নয়, স্বহস্তে—মিসেস্ সেনের কাছে—যে তিনি রায় দেবেন—justice tempered with mercy (করুণা কোমল ন্যায় বিচার) ধোলো আবরণে তোমার এগুবার পথ আট্কাবে না।

অমিয়া। (অমিয়ার পুনঃ প্রবেশ ও একধারে উপবেশন করিয়া) একজন প্রৌঢ় ও দুই বালক আস্ছে।

প্রৌঢ়ের প্রবেশ

প্রৌঢ়। জ্বালাতন! হোরেকে বোলে এলুম, তুই তোর ছোট ভাইটাকে একবার পড়া—আমি আস্ছি। তা ধাড়িটা ঠ্যাঙ্গাতে বোসেছে।

পোদো। (কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়ে প্রবেশ)—যাও, আমি পোড়বো না—আমাকে মার্লে কেন? বাবা বাবা! দাদা আমাকে মেরেছে—ঐ তেড়ে আস্ছে।

হোরের প্রবেশ

প্রৌঢ়। হোরে! কি হোয়েছে রে? পোদোকে মেরেছিস্ কেন?

হোরে। পোদো, ভারি দুষ্টু। কি রকম পড়া বলে শুনুন্ না একবার?

পোদো। না বাবা। আমি ঠিক্ মানে বোলেছিলুম।

প্রৌঢ়। আচ্ছা। কি পোড়ছিলি, কি মানে বোলছিলি—বলতো?

পোদো। (উৎসাহের সহিত, চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে) বাবা, এই—এই—ঈশ্বর মানে ভগবান, আর—এই—এই—নিরাকার মানে—যার চেহারা নেই। আর—আর—এই—এই—চৈতন্য মানে—এই—এই—এই ভুলে গেছি—আচ্ছা বোল্‌ছি রোসো রোসো; আর—এই—এই—স্বরূপ মানে—মোতো, ঠিক্ তাই। দাদা সবটার একসঙ্গে মানে বোলতে বোল্লে। আমি বোল্লুম—এই—এই—ভগবান—এই—এই অন্ধকারে মস্তো টিকি। বাবা, ঠিক্ হয় নি? (সকলের হাস্য)

প্রৌঢ়। (হাসিতে হাসিতে)—কেমন কোরে ও রকম মানে হোলোরে?

হোরে। বাবা। ও দুষ্টু নয়?

পোদো। হ্যাঁ! দুষ্টু বই কি? সত্যি বোল্‌ছি বাবা। নৈরেকার মানে, যার চেহারা নেই—অন্ধকার—না বাবা?

প্রৌঢ়। আচ্ছা, টিকি পেলি কোথায়?

পোদো। চৈতন্য ত চৈতন-ছুট্‌কি—জানি না বুঝি। সে দিন একটা ছেলে টিকিকে তাই তো বোলেছিল?

(সকলের খুব হাসি)

হোরে। আমি ও মানে বোলে দিই নি, বাবা? আমি বোলেছিলুম চৈতন্য মানে—জ্ঞান্; সেটা ভুলেছে।

প্রৌঢ়। আয় তোরা বাড়ীর ভেতর—ওটার মানে কোরতে হবে না। শুধু মুখোস্তো কোরবি।

হোরে। তা হোলে, ও যে ইস্কুলে, স্যারের কাছে, মার খাবে ?

প্রৌঢ়। কি মুস্কিল ! আচ্ছা আমি আজ তোদের ইস্কুলে যাবো'খন। আয়। তোরা ঝগড়া কোরিস্ নি।

[প্রৌঢ়, হোরে আর পোদোর প্রস্থান।

অমিয়া। এইবারের এটা, সে দিনকার ঘটনা—দেশ তখন ও ধোলো-মোহে আচ্ছন্ন হয় নি। বেথিয়া-নিবাসী—ভবনাথ মিশ্র, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে শংকর মিশ্র আসছেন। ভবনাথ অত্যন্ত গরিব, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান অধ্যাপক, কিন্তু একটী শাস্ত্রকীট্। শংকর মিশ্র পরে বিখ্যাত ন্যায় প্রস্থানের ব্যাখাতা হন। শংকরের কৈশোর কালের ঘটনা।

ভবনাথ ও তাঁর স্ত্রীর প্রবেশ

ভবনাথের স্ত্রী। রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে, শংকরকে খুঁজেছ, তার ওপর খাওয়াটা বেশী হোয়েছে আজ। রাজবাড়ী থেকে অত খাবার, শংকর এনেছিল কিনা—তাই তোমার অমন অস্বস্তি বোধ হোচ্ছে।

ভবনাথ। আমি খেতে বোসে কি খাই, না খাই, সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। সমস্তই ইষ্টকে নিবেদন করি, তাই পাতে কোন জিনিষ ফেলি না। রাজবাড়ী থেকে আহার্য্য এলো কেন ? ব্যাপার কি ? (উচ্চৈস্বরে) শংকর ! শংকর।

(নেপথ্যে)—আজ্ঞে, আসছি বাবা।

শংকরের প্রবেশ

শংকর! বাবা! রাজবাড়ী গিয়েছিলে শুনছি। রাজার কাছে কি এই সব জিনিষের জন্য প্রার্থনা কোরেছিলে, না, সমস্তই তোমার স্বোপার্জ্জিত ?

শংকর। বাবা! আমি প্রার্থনাই কোরেছিলুম।

ভবনাথ। কেন? রাজদরবারে, ধনীর গৃহে, যেতে লজ্জা হোলো না?

শংকর। বাবা! আমি মাঠে বোসে চিন্তা কোরছিলুম। ঘটনাক্রমে রাজা এসে আমার কাছে দাঁড়ান ও আলাপ করেন। সন্তুষ্ট হোয়ে, আদর অভ্যর্থনা কোরে, তাঁর প্রাসাদে আমাকে নিয়ে যান। ঘরে ফিরে এসে, মাকে বড় দুর্ব্বল ও তাঁর ম্লান মুখ দেখে, কারণ জিজ্ঞাসা করি। অনেক মিনতির পর, মা, জানালেন যে ৩ দিন তাঁর আহার হয়নি, কিন্তু আমরা বেশ নিয়মিত আহার কোরে আসছি। রাজবাড়ী থেকে আমি আহার কোরেই এসেছিলুম। মনে বড় আঘাত লাগলো, রাজবাড়ীতে ছুট্‌লুম। রাজাকে প্রকৃত কথা জানালুম্। রাজা তৎক্ষণাৎ শকটপূর্ণ আহার্য্য পাঠালেন। শকট এলো, মাকে জানালুম; মা বোল্লেন—"বাবা শংকর, তোমার জন্ম সময়ে, তোমার ধাত্রীকে কিছু দিতে পারি নি, কথা দিয়েছিলুম যে তোমার প্রথম উপার্জ্জিত জিনিষ, তার প্রাপ্য। ঐ গাড়ী খাবার, তাকে দিয়ে এস।" মার আজ্ঞা পালন কোরলুম। আবার রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানাই। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোয়ে রাজা, দুগাড়ী খাবার আমার সঙ্গে পাঠান। মাকে, আপনাকে, আজ পরিপাটি কোরে আহার কোরতে দেখে, তৃপ্তি লাভ কোরেছি।

ভবনাথ। কুলাঙ্গার সন্তান! আমার অযাচিত ব্রত ভঙ্গ কোরলে, শেষে তুমি? এই ব্রত রক্ষার জন্য, কত অনশন আমরা সহ্য কোরেছি, এমন কি সাত দিন পর্য্যন্ত মুখে অন্ন যায় নি। টোলের ছাত্রেরা সব ছেড়ে গ্যালো, তবুও ব্রত ভঙ্গ হয় নি, এতদিন। অতি সামান্য কারণে, আজ ব্রত ভঙ্গ হোলো। আর গৃহিনী! তুমিও এ কাজে সহায় হোলে? অন্য অন্যবারে ত সব অবস্থা আমাকে জানাতে। সেই গতবার, টোলের বৃত্তি সময় মত পৌঁছোতে পারে নি, কিন্তু তারপর বৃত্তি আরো বেড়ে গ্যালো। এবারে দৈবাৎ আস্‌তে দেরী হোয়েছে। তুমি কেন গোপনে উপবাস কর? এই কি আমাদের সংকল্প ছিল?

ভবনাথের স্ত্রী। দুঃখ কোরো না—এটা শংকরের উপার্জ্জিত—তার শ্লোক শুনে সন্তুষ্ট হোয়ে রাজা দিয়েছেন।

ভবনাথ। তার জন্যে, রাজা তাকে যথেষ্ট সমাদর কোরেছেন। কিন্তু বারবার—দু বার, ভিক্ষা করা কেন? আমার অত বিতণ্ডায় দরকার নেই। শংকর এই বয়সেই কৃতি ও বিদ্বান হোয়েছে, সে স্বচ্ছন্দে তোমার ভার নেবে। আমার আর এখানে বাস করা অসম্ভব। আমি গঙ্গাতীর আশ্রয় নিতে চল্লুম। এখন বুঝতে পেরেছি, কেন আমার দেহ মন অস্থির হোয়েছে।

শংকর। বাবা! বাবা! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। (পদ ধারণ)

ভবনাথ। (শংকরকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া) বাবা! ক্ষোভ কোরো না—আমি রাগ করিনি। আর গৃহে বাস আমার পক্ষে, একান্ত অসহনীয়। তোমরা আমাকে অপরাধী কোরোনা। [প্রস্থান।

শংকর। মা! তুমি কথা কইলে না? মা! আমি অজান্তে অপরাধ কোরেছি।

ঐ মা। বাবা! তুমি আমার কথাতেই কাজ কোরতে ছুটে ছিলে। তুমি নির্দোষ। চণ্ডীতে, মনোবৃত্ত্যানুসারিনী ভার্য্যার কামনা করা হোয়েছে। বাবা! আমিই অপরাধী। তাঁকে সংকল্প-চ্যূত আমিই কোরেছি। কোন্ মুখে আমি কথা কইব? তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ভক্ত, সংযমী পুরুষ। কখন তাঁকে চুপ কোরে বোস্তে দেখিনি—নয় পূজো কোরছেন, নয় ধ্যানে মগ্ন, নয় শাস্ত্র পাঠে মগ্ন। গরিবকে চিরদিন, অন্নদান, বিদ্যাদান কোরেছেন। জান্‌লা কপাটহীন—এই বাইরের দালানেই পোড়ে থাক্‌তেন, শীতের সময় ঘরে ঢুক্‌তেন। তাঁকে কত কি বোলেছি—নিশ্চেষ্ট, অকর্ম্মণ্য। যাঁর বাড়ী তিনি তা ছেড়ে গেলেন, যাঁর এ সময়ে সেবার দরকার তাঁর সেবা কোরতে পেলুম না! (ক্রন্দন)

শংকর। মা! দুঃখ কোরো না। মা! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গল্প বোলেছিলেন; ব্রাহ্মণটি সাধক। একদিন ব্রাহ্মণী বোল্লেন স্বামীকে, যে অমন কোরে সব ছেড়ে, বৃথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে অনেক বোঝালেন—শেষে বোল্লেন—"ব্রাহ্মণী! তুমি নিজের বুদ্ধি দিয়ে আমাকে সামান্য দেহাভিমানি ব্যক্তির মতো মনে কোরেছ। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন-মুক্ত, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ যা ইচ্ছে বোলতে পার।" তারপর ব্রাহ্মণের উপদেশে ব্রাহ্মণীর ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়। মা! আমাদের এখন চেষ্টা কোরতে হবে, বাবার গঙ্গাতীরে বাস, যাতে শান্তিময় ও সুখ-কর হয়। এস, আমরা পরামর্শ করিগে। (হাত ধোরে নিয়ে যাওয়া)

রঞ্জন। অমিয়া! মা আমার! আজ বড় তৃপ্তি দিলি। মনে রাখিস্ মা, যে হৃদয়ে ব্রহ্মভাব রেখে সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ। শুধু অনূঢ়া থাকলেই ব্রহ্মচর্য্য হয় না।

অমিয়া। ব্রহ্মচর্য্যের সাধন, পিসিমা শেখাচ্ছেন। সতীত্বের আদর্শই সংঘের আদর্শ—সতি, সীতা আদি।

মোহিনী। সতীত্বের সূক্ষ্মতত্ব সংঘের বালিকারা কি বুঝবে? ঐতিহাসিক আদর্শ না নিয়ে সতি সীতা আদি পুরাণের গল্প গুলো, কথকের মুখেই শোভা পায়।

সন্তোষ। সতীত্বের কথা, সতি সীতার কথা মেয়েরা বুঝবেনা, আর পুরুষ তোমরা, তোমরা দম্ভের রূপ ধোরে মনে কোরেছ, বুদ্ধি রাজ্যের মৌরশ নিয়েছ? পুরুষ-জাত—জাত হিসেবে—কবে সতীত্ব দেখিয়েছে যে এটা বুঝবে? সতীত্ব এক রামচন্দ্রেরই ছিল—তিনিই ছিলেন মরদ্। এখনও পুরুষ তোমরা, তাঁর আদর্শ বোঝনি—সময় আসছে যখন বুঝবে। জাত হারিয়েছ তোমরা, তাই নিজের কথা বোঝ না। জাত হারিয়েছ বোলেই ত এত কষ্ট পাচ্ছ।

অমলা। সতি, সীতা সব গল্প? ছাখো না, চেয়ে, জাত খুইয়ে নয়, ছাখো না নিজের চোখ দিয়ে, ছাখো না—হিঁদুর মেয়ে আজও সীতা দেবীর আদর্শে জীবন কাটাচ্ছে, ঘরে ঘরে সীতা দেবীর ছায়া রোয়েছে। এটা সত্যি, না গল্প? কথকের গল্পে শক্তি পেয়ে ভারতের মেয়ে জাতটা যুগ যুগ ধোরে চোলে আসছে—এটা কোন মাথার বুদ্ধি? সীতা দেবী হোচ্ছেন আজও হিঁদুর মেয়ের জীবন। পতি নিন্দা সহ্য কোরতে না পেরে—যোগস্থ হোয়ে—আত্মহত্যা কোরে নয়—পতি চিন্তায় মন প্রাণকে লয় কোরে—সতি দেবী যে দেহ রক্ষা কোরলেন—এটাতে আজগুবি পাও কোথায়? রক্তেতে, যে দেশে সতির সংস্কার রোয়েছে, যে ভারতের সংস্কার পরমার্থে, সে দেশের লোকের মুখে কেমন কোরে এ প্রশ্ন উঠ্তে পারে? আগে নিজের কাণ দিয়ে শোন—চোঙ লাগিয়ে নয়—তারপর নিজের

মাথা দিয়ে ভাব—বিজাতীয় মাথা দিয়ে নয়—তবে আভাষ পাবে, ধ্যান আস্‌বে, তখন সব খুলে যাবে।

মোহিনী। হিঁদুমেয়েদের এয়োতের প্রতীক—সিঁদুর লোহা গুণো অসভ্যযুগের স্মৃতি নিদর্শক্ নয় কি?

অমলা। আকাশে সকাল ব্যালাকার সূর্য্য দেখেছ কি? লাল্ সিঁদুর মেখে ওঠে, তার রং ঐ আকাশের কপালে ছড়িয়ে যায়। দুপুর ব্যালা, ঐ রং নিজের তেজের মধ্যে ডুবে থাকে। আবার অস্ত যাবার সময় সিঁদুর ঢেলে ছ্যায়, রংএর খ্যালায় আকাশ ভোরে যায়, আবার অন্য দিকে উদয় হয়, অস্ত যায়—সিঁদুর মোছে না—সূর্য্যের তেজের সঙ্গেই থাকে। তার তেজ দুপুরের কিরণে লুকিয়ে খ্যালা করে। এই অক্ষয় তেজ—ঐ সিঁদুর—হিঁদুর মেয়ের এয়ো। দুপুরটা—হিঁদুর বিধবা আর হিঁদুর ব্রহ্মচারিণী। তেজটা যেন হজম্ করা—জ্যোতির্ম্ময়রূপ, সাদা ধপ-ধপে, মহাপবিত্র—যাকে দেখে সধবারা আদর্শ পায়। সতি সব যায়গাতেই আছে, কিন্তু জেনে রেখো, ভারতই সতির দেশ। অন্য দেশে, সতি জন্মাবার এত বেশী সংস্কার নেই। আর নোয়াটা—নোয়া—ভাঙ্গে না, হাড় বা মাটি নয়। এই নিত্য অক্ষয় ভাবই—এয়োর এয়োৎ। তোমরা মেয়েজাতকে তুলতে যাও, কিন্তু তাদের ভাষা জান না, তাদের প্রাণ বোঝ না।

স্বরূপ। বেশ হোলো আজ। রঞ্জনের খাবার সময় হোয়েছে—দেরী করা হবে না। আরও ১৫ দিন নিয়মে রাখতে হবে।

অমলা। তা হোলে, আমরা আজ আসি। বাবা! প্রণাম্।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

সন্তোষের বাটী

মোহিনী, মিসেস্ সেন, অমিয়া, যমুনা ও দেবেন

মোহিনী। এ বাড়ীতে এক সঙ্গে থাকায় সকলের আচার ব্যবহার দেখেছি। সন্তোষদির অক্লান্ত স্বামী-সেবা, পতি-ভক্তি, বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আশ্চর্য্য হোয়েছি।

মিসেস্ সেন। মেয়েরা ত তোমাদের মতো নয়—যে, যেই বিলেত যাওয়া, অমনি দেশ ভোলা, আর ভুরু কুঁচকে, নাক্ সিঁটকে সব দেখতে শেখা। অত তেজ, অত বিদ্যা, অত বিনয়, অমন সেবা, অমন আত্ম-বিলোপ—একসঙ্গে দেখে তোমরা ধোলোদাসরা—আশ্চর্য্য হবে না ত কি? খালি চামড়া-চটকের পুঁজি নিয়ে আমাদের মেয়েরা সংসার কোরতে বসে না।

অমিয়া। মেয়ে-জাত শক্তি, অন্ততঃ শক্তির অংশ, এটা বোঝবার চেষ্টা করা দরকার। আর সেই শক্তির বিকাশ সতিতে। তাই সতি, সীতা—আমাদের আদর্শ। শক্তির বিকাশ চামড়ার দিক্ দিয়ে নয়, সত্যের দিক্ দিয়ে। ঐ যে গৈরীক সন্ন্যাস মূর্ত্তি ওঁরাই খাঁটি সতি। সতিতে মেয়ে পুরুষ নেই। এইটে না বুঝেই ভারতের অধঃপতনের সূচনা হোয়েছে।

সন্তোষের প্রবেশ ও যথাস্থানে বসা

মোহিনী। বাহ্‌রে অমিয়া! তুই যে এরির মধ্যে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিস্! বেশ কথা তুলেছিস—দেশের অধঃপতন। অধঃপতনে এনেছে পরাধীনতা। আচ্ছা, স্বাধীনতা বোল্‌তে ভারত কি বোঝে, অমলাদি?

অমলা। তোমরা স্বাধীনতা কথাটাই বোঝনি। স্বেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা নয়। নিজেদের "স্ব"-টা কোথায় তা ত্মাখো নি—পরের "স্ব" নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ। ভারতের মেয়ে, তার "স্ব" ঠিক ধোরে আছে। এই "স্ব" এর বাধ্যতা, "স্ব" এর অধীনতা—এর নাম স্বাধীনতা। সৈনীক নেতার কথা শোনে আর মরে—এই সে পারে। খাঁটি নেতা হোলে, শেষ জয় নিশ্চিৎ। আশ্রম বিভাগ আজ নেই, কিন্তু তার মূলে যে ভাব, তাও শিক্ষিত সমাজ তোমরা, রাখতে দিচ্ছ না। যাতে অকারণে, অযথা আশ্রম-পীড়া না হয়, আশ্রমের সকলেই সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। তোমরা ভাঙ্‌-চুরই কোরেছ। যা ভেঙ্গেছো, তার যায়গায়, নতুন, কী দিয়েছো? যখন যে হুজুক্ এসেছে তাইতে মেতেছ—নাচ্‌ঘরের পুতুল তোমরা! হুজুকে মেতে, "স্ব" কে ছেড়ে, মেয়েদের শিক্ষার নাম দিয়ে, অনেক কোরেছ—সবই যে ভুল কোরেছ—তা নয়। পুরুষ তোমরা, মুটোর ভেতর সব রেখে এসেছ! তোমরা স্পর্দ্ধা রাখ—মেয়েদের শেখাবে? সোরে দাঁড়াও পথ থেকে—পথ আগলে রেখো না। দুটো চোখ্ বার্ কোরে দেখো তখন—মেয়েরা কি করে? মেয়েজাতের উন্নতির পথ, তারাই বার্ কোরবে। কে তোমরা—মদ্দরা এসো, শক্তিকে চালাতে? আগে তোমরা, তোমাদের "স্ব"কে চেনো—

তার পর এ সব বিষয়ে—female education—নিয়ে বুদ্ধি খাটিও। সতীত্ব হোতে সমাজ আসে। সতির পেটে মহাপুরুষ জন্মায়। সতি হোতে পবিত্রতা আসে। এই পবিত্রতা ও সংযম হোতে সভ্যতা আসে, ধর্ম্ম আসে, তখন সতির ভেতরেই বেদ প্রকাশ হয়। বেদ্ এই "স্ব" কেই চিন্‌তে বোলছেন। ভাগাও তাদের—পার কোরে দাও তাদের—আটলান্টিকের পারে, যারা বেদ্ ভুলে আচারেরই প্রাধান্য দিচ্ছে, আচারকেই পরমার্থ বোলছে। জাতের "স্ব" জাগলে, জাত জাগে। জীবের মধ্যে—বিশ্বের মধ্যে—যে "স্ব" আছে, তা জাগলে বিশ্ব জাগে, বিশ্বে প্রাণ সঞ্চার হয়। এই "স্ব" ভোলাতেই চারিদিকে ভাঙ্গন্ ধোরেছে, জাতের অধঃপতন এসেছে। এই "স্ব"কে চিন্‌তে হোলে প্রধানতঃ ছুটো কাজ কোরতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে জাতের জীবনের গতি স্থির কোর্‌তে হবে ও জাতকে নিজের শক্তি বিকাশ কোরে উঠতে হবে। ভারত মানে মাটি নয়—ভারত মূর্ত্তিমান বেদ্।

মোহিনী। মিসেস্ সেন সে দিন রামায়ণ শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু শম্বুক শূদ্র তপস্বীকে হত্যা কোরে রামচন্দ্রের দফা রফা হোয়ে গেছে। পণ্ডিত মহাশয়! চোট্‌বেন না?

রজনী। এ বিষয় নিয়ে আমি কিছু মাথা ঘামিয়েছি। শম্বুক হত্যা ব্যাপারটা একেবারে প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত বিচার কোরতে গেলে, ভাবের ধারার দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত। যে চিত্রে চিত্রিত হোয়েছে রামচরিত্র. তার সঙ্গে, তখনকার দণ্ডনীতির সঙ্গে, যদি অসামঞ্জস্য হয়, সেটা গ্রহণীয় হোতে পারে না। ভরত যখন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছেন তখন রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন—"হে ভরত! তোমার রাজ্যে উগ্র-

দণ্ড দ্বারা প্রজারা উদ্বেজিত হয় নি ত ? বুঝুন্ রামচন্দ্রের দণ্ডনীতির ভাব ! মনু, যাজ্ঞবল্ক, শুক্রনীতি খুলে দেখুন—কেউ কঠোর বধদণ্ড সমর্থন করেন নাই। শুক্রনীতিতে স্পষ্ট আছে যে ক্ষমা, করুণা—এই সব বিচারকের গুণ থাকা চাই। মনুতে দেখবেন, বিচারালয়ে, ধর্ম্মস্থানে, গুণের আদর ছিল, তাতে বর্ণ বা জাতি বিচার স্থান পেত না। প্রথম অপরাধে বাক্‌দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সেই হিসেবে শূদ্র তপস্বী প্রথম অপরাধী। ধার্ম্মিক শূদ্রকেও সম্মান্ দ্যাখাবার কথাও সাধারণ ভাবে বলা হোয়েছে। বিদ্রোহ, অগম্যাগমনাদি অতি ভীষণ অপরাধ ভিন্ন, কোথাও কঠোর প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। পরাশর পর্য্যন্ত বোলেছেন—"তপঃ সর্ব্বগতং হীনস্যাপি বিধিয়তে"। তপস্যা সর্ব্বলোকের ধর্ম্ম, হীনেরও অধিকার আছে। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ, চণ্ডাল, শবরী আর আজ যাদের অনার্য্য বোলে, বর্ত্তমান সভ্যতা চিল্লোচ্ছে—সেই বানর জাতি, ঋক্ষ-জাতি—যাদের ইংরাজীতে Totem বলে, আরো কত ঐ রকমের জাতি সব, রামচন্দ্রের সহায়, তাঁর হিতৈষী, তাঁর সুহৃৎ। পিতৃ-হন্তা রামচন্দ্রের গুণমুগ্ধ, মহাবীর অঙ্গদ্, তাঁর ভক্ত। এ হেন রামচন্দ্রের ওপর বৃথা কলঙ্ক কে গ্রাহ্য কোরবে ?

মোহিনী। আগে সন্তোষদি ভারতের অধঃপতন কেন হোয়েছে ও কবে থেকে সুরু হোয়েছে—এ প্রশ্ন নিজেই তুলেছিলেন, কিন্তু তার উত্তর এখনও পাইনি ?

সন্তোষ। অশোকের সময়েই ভারতে অবনতি আরম্ভ হয়—নানাকারণে। "বিহার" ছিল বৌদ্ধশিক্ষাগার ও ছাত্রদের থাকবার স্থান। বৌদ্ধ শিক্ষক ও বৌদ্ধ ভিন্ন "বিহারে" কারুর স্থান হোত না। উচ্চ-শিক্ষা পেতে হোলে, বৌদ্ধ হোতে হোত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হিন্দুদের

পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্রাদি সব, ধ্বংস করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হোলো! কুমারিল ভট্ট, বৌদ্ধ সংস্কার নিয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই অবনতির স্রোত, বন্ধ কোরতে উদ্যত হন্‌। বৌদ্ধ হোয়ে গুরু-মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনি নিজে তুষানলে প্রাণ দিলেন। এই অবনতির সময়ে, ও পরবর্ত্তি বৌদ্ধ প্লাবনে, ভারতের শাস্ত্রাদিতে বহু আবর্জ্জনা প্রক্ষিপ্ত হয়—উদ্দেশ্য, শাস্ত্রাদিকে হীন প্রতিপন্ন করা ও সাম্প্রদায়িক মতবাদ, ঐ সব গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচার করা। মুসলমান বিজয়েও ঐ রকম হোয়েছিল। গুরু-পারম্পর্য্যে, ও স্মৃতি-শক্তির চর্চ্চা থাকাতেই শাস্ত্রাদি রক্ষা পায়। ব্রাহ্মণেরাই তখন জাতের কৃষ্টি রক্ষা করেন।

অমলা। সত্যের জন্যে ত্যাগ স্বীকার কোরে, দীনের জন্যে ত্যাগ বরণ কোরে, বনবাসে ভিখারির বেশ নিয়ে যে রামচন্দ্র পতিত ও গরিবদের সখা হোয়েছিলেন, সেই রামচন্দ্র আজ ভারতের মজ্জায় স্থান পেয়েছেন, আর সীতা? সেই রামময়-জীবিতে সীতা, তাঁকে ধোরেই ভারতের মেয়েরা উঠবে, জাগবে; তাঁরির মতো সর্ব্বসহনশীলা, তাঁরির মতো তেজস্বিনী, তাঁরির মতো মৃদু-স্বভাবা হবে। রাম কথায় প্রাণে তরঙ্গ খেলে যায়। আদর্শ-গৃহী, আদর্শ-ত্যাগী, আদর্শ-বন্ধু, আদর্শ-বীর, আদর্শ-যোদ্ধা, আদর্শ-হৃদয়বান-মহান্‌-সত্যস্থ পুরুষ শার্দ্দূল, আদর্শ-রাজা, আদর্শ-প্রজারঞ্জক, আদর্শ-নীতিজ্ঞ, আদর্শ-গুরু-ভক্ত, আদর্শ-বেদান্তী, ব্রহ্মজ্ঞ, লোককল্যাণরত—অবতারপুরুষ। সমাজ জীবনে, ভারত এখনও রামচন্দ্রকে বোঝে নি। রামচন্দ্রের স্মৃতির পূজো যতই চোলবে, ততই মঙ্গল।

যামিনী। সমাজ জীবনে, ভারত এখনও রামচন্দ্রকে বোঝেনি—এটা ধোরতে পারছি না?

অমলা। সংক্ষেপে কথা সারবো। রামচন্দ্রের একটা দিকই বোঝ। সমাজ জীবনে পুরুষ সতীত্ব ছ্যাখায় নি। পুরুষদের মধ্যে, সে দিন পর্য্যন্ত, বহু বিবাহ একটা নিন্দের কথা ছিল না। এখন ধোলো সভ্যতার উন্নত যুগ। একজন বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে, ঐ সভ্যতায় নিন্দনীয়, দণ্ডনীয়। আজ ঐ আদর্শ সবাই নিয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞ হবে। প্রবাসে ত্যক্ত সীতাকে আনবার কথা উঠলো। কিন্তু তা হবার নয়। সুতরাং আর একটা বিয়ের কথা উঠলো। কারণ, যজ্ঞে সহধর্ম্মিনী থাকা চাই। স্বামী বা স্ত্রী চামড়ায় লেগে থাকে না—থাকে প্রাণে, তাই সোণার সীতায় প্রাণ অর্পণ কোরে, যজ্ঞ শেষ করা হোলো। এই যে পুরুষের আদর্শ, এটা বুঝতে হবে। ধোলো সংস্পর্শ বুঝিয়েছে, যে, একটা বিবাহই ঠিক্—এ বোধ চামড়ার দিক দিয়ে। কিন্তু যদি খাঁটি বেদ-পন্থি হোতে হয়, রামচন্দ্রের আদর্শ নিতে হবে। সে সময় এতদিন পরে এসেছে! আর প্রক্ষিপ্তের কথা? রামায়ণ ২৪ হাজার শ্লোকে লেখা যদি গ্রন্থকার বলেন, ও তার প্রমাণও, অন্যত্র পাওয়া যায়—আর সেই যায়গায় আজ যদি তুমি ৫২ হাজার, ৩৬ হাজার বা ঐ রকম শ্লোক ছ্যাখ, তোমাদের বিচার বুদ্ধি কী বোলবে? তা ছাড়া, ভারতে ব্যক্তি নিয়ে তত্ত্ব বোঝে না; তত্ত্বের আদর্শ যে ব্যক্তিতে আছে, ব্যক্তির সম্মান সেই তত্ত্বের জন্যেই। বেদভাব-মূর্ত্ত বোলেই রামচন্দ্রের পূজো—এটা বুঝো মোহিনী! তুমি মনে দুঃখ কোরো না। আমার কথাগুণো ব্যক্তিগত ভাবে ধোরো না।

মোহিনী। অনুসন্ধানের দিক্ দিয়ে, বোঝবার দিক্ দিয়েই—প্রশ্ন সব কোরে এসেছি, যদিও সময়ে সময়ে রুক্ষ হোয়েছি। তার জন্যেই

বরং দুঃখিত আছি, অমলাদি। এখন দেখছি—ভারত principle টাই গ্যাখে, আর formটা গ্যাখে ঐ principleটার জন্যেই।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। দুজন ভদ্রলোক এখানে আস্‌তে চান্। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

অমিয়া। নিয়ে এসো তাঁদের এখানে।

পরিচারিকার প্রস্থান ও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্রলোক। দেখছি, এখানে অনেকেই আছেন। নারী-সংঘের কাজ এইখান থেকেই হোচ্ছে জেনে, এখানে এসেছি আমরা। মোহিনী বাবু! শক্তি আশ্রমের মা!—আপনাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু ঐ যে অমিয়াবালা—ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে।

মোহিনী। অমিয়ার সম্বন্ধেই হোক্, আর যে কোন কথাই হোক্, আপনাদের বক্তব্য বোলে ফেলুন।

২য় ভদ্রলোক। অমিয়াকে আমরা মেয়ের মতোই দেখি। তার কাজও দেখেছি। সন্তোষ কুমারীকে ভালো কোরেই জানি। কিন্তু এত পরিচয়ের কি এই ফল?

অমলা। বিষয়টা খুলে বল না, বাবা?

১ম ভদ্রলোক। আমার দুটি মেয়ে বিবাহ যোগ্যা প্রায়। টাকার জন্যে বিবাহ হোচ্ছে না। অমিয়ার সব ঘরে যাতায়াত আছে—ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ায়, শিক্ষা গ্যায় নানারকম। অমিয়ার শিক্ষার ফলে, যত কুমারী ক্ষেপেছে; বলে 'আজীবন কুমারীই থাকবো'।

আমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক, কিন্তু মেয়ের জেদে ও কান্নাকাটিতে ভেঙ্গে গ্যালো। আর এঁর ও ঐ ব্যাপার। মা! এ সব হোচ্ছে কি? শুধু তা নয়। ছোট ছোট ছেলেগুণো বোল্‌ছে—'বে-মানে, গলায় শেকোল, আর পিঠে চাবুক'। কুমারীরা বলে, 'তাড়িয়ে দিলে, নারী-সংঘে থাকবো'! এসব কি, মা!

অমিয়া। আপনারা গুরুজন। আমাকে সেই চোখে দেখে, আপনারা বলুন—যে আমি কুমার কুমারীদের কি আত্ম-নির্ভরশীল হোতে শিক্ষা দিই নি? সব ত আপনাদের সামনে, মায়েদের চোখের ওপর হোয়েছে। আপনারা বলুন দেখি—সব কুমারকুমারীরাই কি ঐ একই রকম বোলছে? সকলকেই ত একরকমই বোলেছি।

সন্তোষ। নারী-সংঘ অবিচারে, সকলেরই সেবায় রতা। নারীসংঘের নিয়ম ছাপা হোয়েছে, বিতরিত হোয়েছে। ইচ্ছা কোরলেই কি, এখানকার নিয়ম লংঘন কোরে, মেয়েরা সংঘে স্থান পায়—এটা বলুন আপনারা?

২য় ভদ্রলোক। এটা বটে ঠিক, আমাদের সামনেই অমিয়া শিখিয়েছে, বাপ-মার বাধ্য হোতে, রামচরিত্র আরও কত সদুপদেশ খ্যালাচ্ছলে দিয়েছে।

সন্তোষ। অবাধ্য ছেলেমেয়েকে নারীসংঘ প্রশ্রয় ছায়—এটা বোলতে পারেন কি?

১ম ভদ্রলোক। না, তা পারি না। অমিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বোঝায়। আশ্রম বিভাগের মূলে প্রথম ছিল ব্রহ্মচর্য্য, শেষ ছিল প্রবজ্যা—এ সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমরাও মুগ্ধ হোতুম্‌। অমিয়া বা সংঘের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না দেখ্‌ছি। কিন্তু কোন policy (মতলব) আছে কি জানি না।

মোহিনী। এখানকার কাজে—No poilcy—nothing secret—(মতলব ও নেই, লুকোচুরিও নেই) জানবেন আপনারা।

২য় ভদ্রলোক। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যেই আপনাদের কাছে এসেছি।

অমলা। বেশ কোরেছ বাবা! এটা ঠিক জেনো যে সত্যই এখানকার আদর্শ। মতলব কোন কোথাও নেই। সত্যই শিক্ষা দেওয়া হয়—সেই সত্যকে যে যে রকম ভাবেই নিক্। এখানকার একটা শিক্ষা হচ্ছে, যে সন্তান নিজের বাপ-মাকে হরগৌরীর মতো দেখবে, তাঁদের ভক্তি কোরবে, তার তাই থেকে সত্যলাভ হবে। কিন্তু এটা ভুলোনা, বাবা, যে, সন্তান বিগ্‌ড়োলে, যখন তার বাপ মা তাকে এঁটে উঠতে পারেন না, তখন সে যদি ভাল পথে যেতে চায়—তাকে বাধা দিতে নেই। আর তোমরাও দ্যাখো—যে ও সব—ছেলেমানুষদের ভাবপ্রবণতা, না, দৃঢ়শীলতা।

১ম ভদ্রলোক। মা! আমরা বুঝেছি এখন। ওহে—চলো তবে।

অমিয়া। তা কি হয়? শুধুমুখে ফেরা?

অমলা। কিছু প্রসাদ ধারণ কর; কিছু বাড়ী নিয়ে যাও। অমিয়াই পেসাদ্ দেবে। [প্রণাম ও প্রস্থান। অমিয়ার প্রস্থান।

দেবেন। বেজায় মজা, দিদি। বেজায় মজা! অমিয়া বলে ব্রহ্মচারিণী তৈরী কোরবে, তার জন্যে সে প্রাণ দেবে। আর যমুনা বলেন—"আরে প্রাণ দিবি তো দিবি, সমাজ যে তোকে দাঁড়াতেই দেবে না—পিশে মেরে ফেলবে"। কি মজা!

অমিয়ার পুনঃ প্রবেশ

অমিয়া। পিসিমা! বাবা-মাকে দেখে বুঝেছি, যে, যার হৃদয় আছে, যে নিঃস্বার্থপর, তার সংসারে স্থান নেই, তাকে মহাদুঃখ পেতে হয়।

পাথরের মতো প্রাণ যার, যার মুখ মিষ্টি, কিন্তু অন্তরে বিষ, তারাই এ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমার কিছুই এখন ভাল লাগছে না। ঐ যে কুমার কুমারীরা—যারা সৎপথে যাবার জন্যে আকুল হোয়েছে, তাদের বাধা কি সরানো যায় না ?

অমলা। যার বাধা সেই সরায়। নরম মনে, খুব ঘা লাগে। ও সব ভাবিস্‌নে। সময় হোলে ফুল ফোটে, সহ্য কোরতে হয়, অপেক্ষা কোরতে হয়। একটা গান গা না, মনটা ঠিক হোয়ে যাবে।

ধানশী

অমিয়া। গুরুজন অবুধ, মুগধ-মতি পরিজন, অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী, মণি-মন্ত্র মহৌষধি, লোচনে লাগল সমাধি ॥
খেনে খেনে অঙ্গ, ভঙ্গ তনু মোড়ই, কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই, গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি ॥

যমুনা। মা অমিয়া! সমাজকে গড়বার জন্যেই তুই এ অভাগিনীর পেটে এসেছিলি!

মিসেস্‌ সেন। তুমি অভাগিনী ? কিসে বোন্‌ ? ওরকম রত্ন-প্রসবিনী হোতে কোন্‌ মা না চায় ?

মোহিনী। শুনে সুখী হবে সন্তোষদি, বাড়ীটার দলিল্‌ কাল রেজেষ্টারি হবে। রঞ্জনদা, সুস্থ হোয়েই এক মাস পরেই, এ বাড়ী ছেড়ে যান। এখন থাকার তাঁর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই। সৌম্য সন্ন্যাস মূর্ত্তি এখন তাঁর। কী পরিবর্ত্তন!

অমলা। আমার কাজ ফুরিয়েছে। আমি আর অল্পদিনই এখানে আছি। তোমরা চঞ্চল হ'য়ো না। আমি তোমাদের ভুলবো না।

যমুনা। অ্যাঁ! এর মধ্যেই? জানি তোমার ধাত। বাধা ছায় কে? আর দিলে শোনেই বা কে?

সন্তোষ। যাবে যদি যাও দিদি! কিন্তু যাবার আগে, আমাদের আরো কিছু বোলে যেতে হবে।

অমলা। আচ্ছা, বেশ; শুনতে চাও শোন। শুনেছ কান্ দিয়ে অনেক, বুঝেছ মাথা দিয়ে কতক্, কিন্তু প্রাণ দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—বুঝতে চেষ্টা কর এইবার থেকে তোমরা সবাই।

সন্তোষ। কাজের মূল তত্ত্ব, শুন্‌তে চাই।

অমলা। বেদের সময় হোতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত, যত বড় বড় ভাব, সমস্তই ছিল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে—এমন কি জৈন তীর্থংকরেরাও প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয়। সামাজিক্ দিক্ দিয়ে, রক্তের দিক দিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হয় না। চামড়ার দিক্ দিয়ে—গুণ ছেড়ে দিয়ে, জাত ঠিক্ করাটা বন্ধ কর। ধোলো যদি কালোকে বুঝতে চায়, কালোর সঙ্গে তাকে বাস কোরতে হয়, তার মতো খেতে পোরতে হয়, তবে সে কালোকে হয়ত বুঝতে পারে। সাধন সম্বন্ধেও সংস্কার নিতে হয়—যা তা কোরলে হয় না। বুদ্ধদেব জৈন মত জান্‌তে গিয়ে, জৈনসংস্কার নিয়ে সাধন কোরেছিলেন। আর্য্যরা, কোথায় কোন দেশে ছিল, তারপর ছড়ালো, একদল হোলো ধোলো, আর এক দল কালো—এ ভাঁওতায় ভুলো না, আর্য্য আর্য্য বোলে চিল্লোনা। রক্তের দিক দিয়ে, বংশগত জাত ও তার অসংখ্য ফ্যাকৃড়া তৈরী কোরে সমাজ গোড়ে, আজ তোমাদের যা অবস্থা তা ত দেখতেই পাচ্ছ, আবার সেই রক্তের দিক দিয়ে, আর্য্য আর্য্য কোরছো? ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যেমন বড় বড় ভাব ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেই রকম ঐ সব ভাবকে বুকে কোরে রক্ষা কোরেছিল। বৌদ্ধ প্লাবনে, জাতটাকে তাঁরাই

বাঁচিয়েছেন ; এটা সামাজিক দিক দিয়ে কথা। এখন নতুন স্মৃতি তৈরী কর, বিবাহের মন্ত্র পাল্‌টাও—যেখানে যেমন দরকার। বেদপন্থী সব মহাপুরুষ, ব্রাহ্মণত্ব জাগাবার জন্যে চেষ্টা কোরেছেন। ব্রাহ্মণত্ব জাগাও। পুরুৎদের অত্যাচার সব দেশে আছে। আদর্শ দাও, আদর্শ হও। তত্ত্বপক্ষে গৃহী বা সন্ন্যাসী স্ব স্ব ক্ষেত্রে, উভয়েই বড়। বরং গৃহীর জীবন আরও কঠিন। কাঁচা ব্যালায়, সাধন পথে, সাধন অবস্থায়, হয় ত থাকবে ভেদ্‌—এতে ঘবড়ে যেও না। কার্য্য-ক্ষেত্রে, প্রচারের সময়, গৈরীকই বড়, গৈরীকই আদর্শ; ভেবো, বুঝতে পারবে। গৃহী ও সন্ন্যাসী দুইই দরকার। অনিত্যতার মধ্যে নিত্য বস্তু খুঁজতে হবে। কৌমার্য্য বা সন্ন্যাস, গার্হস্থ বা বিবাহিত জীবন, পাণ্ডিত্য বা নিরক্ষরতা, প্রাজ্ঞতা বা অজ্ঞতা—সবই, সার্থক হয়, যদি আদর্শের দিকে নিয়ে যায়। আদর্শ ছাড়লেই সব গুলিয়ে যায়। গৈরীক আদর্শের নীচে—গৈরীক পতাকার নীচে—শিবাজী অজেয়। আর রক্তের দিক দিয়ে বিচার কোরে, অত বড় ত্যাগী রাণা প্রতাপের উদ্দেশ্য ব্যর্থ! মেয়ে জাতকে মান দাও। আর মেয়ে জাত্‌! তোমরা নিজেদের জান। অমিয়া, মা আমার! তোকে বলি, ব্রহ্মকে, বেদে বোলেছে, '...উত বা কুমারী'—কৌমার্য্যেই সর্ব্ব শক্তি রোয়েছে—উঠুক্ জেগে সেই শক্তি! আয় তোরা।

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

শক্তি আশ্রম

অমলা, স্বরূপ ও রজনী

অমলা। বাবা রজনী! তুমি ব্রহ্মচারীই থাক না? সন্ন্যাস ত ভেতরের জিনিষ, তা আপনিই ফুটবে। বাইরের সব, ছাড়লেই ত্যাগ হয় না। বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যহীন ত্যাগ, ত্যাগই নয়। যার ছাড়বার কিছু নেই, সে কী ত্যাগ কোরবে? ভিখিরির ত্যাগ—মানে হয় না। সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য, ভিখিরি তৈরী করা নয়। আন বৈরাগ্য, ছাড় দুর্ব্বলতা।

রজনী। মা, অনেক অপেক্ষা কোরেছি, আর পারি না। একটা সংস্কার না নিলে, মন শান্ত হোচ্ছে না।

অমলা। ব্যস্ত হও কেন? ধ্যান ভজনে মগ্ন হও। অস্থির হও ত, বাবার কাছেই সন্ন্যাস নাও না কেন?

স্বরূপ। না মা! ও সবে কাজ নেই। তুমি এ স্থান ছেড়ে যাবে শুনে ছ্যাখা কোরতে এসেছি।

সন্ন্যাসীর বেশে রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। নমো নারায়ণ! স্বরূপদা! ত্যাগে যে কী শান্তি, দিন দিন বুঝছি। অমলা দেবী! তোমাকে বরাবর শক্তির অংশ বোলেই জান্‌তুম্‌, এখন দেখছি, তুমি শক্তি-রূপা। তুমিই আমার গুরু; সংসারে পদে পদে, আমাকে মুক্তির পথে চালিয়েছো।

অমলা। ও কথা বোল্‌তে নেই। তোমার চির-শিষ্যা এ দাসী। এ দাসীর প্রণাম নাও। (প্রণাম করা) তুমি বীর; সংসারে

তোমাকে আশ্রয় কোরে এ দাসী এগুতে পেরেছে। আজ যে পথে তুমি নিজের বলে দাঁড়িয়েছ, দাসী তাতে নিজেকে ধন্যা মনে কোরছে। প্রত্যেক সতিই ত স্বামীর ছায়া রূপে থেকে, তাঁর সহায় হন। যদি কোন রকমে সহায় হোয়ে থাকে, এ দাসী, তাতে বাহাদুরী কি? শিষ্যের কাজই ত গুরু-সেবা; তা কোরতে পেরেছি কি? সংসারের কথা তুলে কী লাভ—সে ত এখন অতীত স্বপ্ন!

রঞ্জন। ঠিক্ কথা—সব সতিই পতির সহায় হন্, কিন্তু তাঁরা, তাদের স্বরূপ জানেন না, তুমি তা জান—এই তফাৎ। আমি এসেছি—একটা পরামর্শ নোবার জন্যে। বিষয়ের বিষ, এখনও লেগে আছে। অসুখের সময় জানিয়েছিলুম তোমাকে।

অমলা। বিষয়ের কথা কেন জিজ্ঞাসা কোরছে? যা বোঝ কর। দাসীর কাজ মিটেছে আজ।

স্বরূপ। মা! আজ বুঝলুম, তুমি শিষ্যার মতো রঞ্জনের কাছে ছিলে। মা! আমার একটু খট্‌কা আছে—মেটাবে কি সেটা আজ?

অমলা। যা জান্‌তে চাও, নিশ্চয়ই বোল্‌বো। একটু অপেক্ষা কর, একবার ভেতর থেকে আসি। অমিয়া, যমুনা, পূজোর বন্দোবস্ত কোরেছে—দেখে আসি। [অমলার প্রস্থান।

অন্য দিক দিয়ে দেবেনের প্রবেশ

দেবেন। আরে মাকুন্দ দা যে? টোটো কোম্পানি করকে, ঠ্যাং গ্যালো টাটাকে, আর জুতো গ্যালো ফাট্‌কে! আরে দো সাধু মূর্ত্তি যে, পাঁও লাগি বাবালোক্। কেয়া রকমারি সখ কে মজা? কেয়া মজা!

রঞ্জন। সখটা কি দেখলে, আর তার রকমারিটাই বা কি দেখ্‌লে ?

দেবেন। হরেক রকমের সখ্‌ দেখ কে দিল্‌ হুয়া তুরুস্ত্‌। কেউ বোল্‌তা সাধু, কেউ বোল্‌তা জরু গোরু, কেউ কর্‌তা ঘণ্টা টুন্‌ টুন্‌ আর কোশাকুশি ঠুং ঠাং, কেউ ঢুক্‌তা গুহামে—বৈঠ্‌তা—খাড়া শির-দাঁড়া **আবার** কেউ চালাতা সিঁধ্‌ কাঠি, কেউ মারতা ছুরি, আর বোল্‌তা ভদ্দর লোক, কিন্তু কর্‌তা জুয়াচ্চুরি, কেউ মারতা মাল্‌পো আর বোল্‌তা বাজাও বাঁশি, আর কেউ কাট্‌তা পাঁটা, হাঁক্‌তা জয় মা কালী—কিন্তু **সবাই** করতা মনে, আপন্‌ আপন্‌ সাচ্চা, আর বাকি সব রাঙ্‌তা।

রঞ্জন। খুব মজার বাহার ছাখালে দেবেন ? মোহিনী, যামিনী, ভায়ারা কোথায় ?

দেবেন। সশক্তিক মেরেছেন দৌড় সাহেবদা, 'তার' পেয়েই নিজের কর্ম্মস্থলে কাল। আর......

যামিনীর প্রবেশ

এই যে ?—Talk of the angel and he is sure to turn up. (নাম কোরলেই হাজির হন দেবতা)।

যামিনী। সন্ন্যাস ভাব ভারতেই আছে—পাশ্চাত্যে ঐ ভাবটা স্থান পেলে না। রঞ্জনদা, ধর্ম্মের গোঁড়ামি ভারতে বেশী, না অন্যত্র ?

রঞ্জন। ও সব দেশে সমাজকে এমনি ভাবে গোড়ে তুলেছে যে তাতে সন্ন্যাসী তৈরী হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। শুধু সন্ন্যাসের ভাব্‌ কেন, যে কোন ধর্ম্মভাবের গোঁড়ামি যেমন ভারতের বাইরে, তেমন ভারতে কোথায় ? ভারত, আবাহমান কাল, ধর্ম্মই প্রসব কোরেছে কিন্তু ছাখাতে পার কি, ভারত কোন মহাপুরুষকে ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে ?

ভারতের ভাব নিয়ে উঠ্‌লেন যীশু, ডাক্ দিলেন সন্ন্যাসের নামে— "সব ছেড়ে আমাকে অনুসরণ করো, এস হে, ভারগ্রস্ত জীব, আমার কাছে, আমি তোমাকে শান্তি দোবো"—সেই গীতার ডাক্— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচ"। ভারত, সে ডাক্ বরাবর শুনে এসেছে; কিন্তু ও দেশে কি হোল, তা সকলেই জানে। ধোলোরা যীশুকে নিলে, নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে তাঁকে বুঝলে; না হোলে বুঝতে পারতো না—নিষ্ঠুরতায় জন্ম ওদের সভ্যতা। ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, যীশু ভক্তেরা যত কোরেছে, তত বোধহয় মুসলমান করে নি। ধোলোরা যীশুকে এখনও বোঝেনি ঠিক্, বোঝাবে ভারত, আর জগতের গোঁড়ামিও দূর কোরবে ভারত।

অমলার পুনঃ প্রবেশ

রজনী। মা! প্রেমমূর্ত্তী যীশুর কথা হোচ্ছিল।

অমলা। বেশ; শান্ত প্রেমময় মূর্ত্তী, ভারতে হোয়েছেন অনেক। বিচি, খোলা, শাঁস্—এই সবটা নিয়ে বেল। সেই রকম এই দৃশ্য, ও, অদৃশ্য বিশ্ব—এই সবটা নিয়ে, সেই অনাদি পুরুষ। বেদের এই ভাবের প্রচারক রামানুজের ও প্রেম অদ্ভুত ছিল। কিন্তু কে কবে দেখেছে নদীয়ার গোরার মতো অমন্ গর্‌গরে প্রেমের ভাব? দুষ্টু নিমাই সকলকে ত্যক্ত কোরে মারে, বড় বড় পণ্ডিতদের হটিয়ে ছায়, কিন্তু কারুর অপমান করে না। মস্ত পণ্ডিত টীকা লিখেছে; গোরার ও ঐ বিষয়ে টীকা আছে শুনে পণ্ডিতের মুখ মলিন হোলো—গোরা তাই দেখে, নৌকার ওপর থেকে, নিজের লেখা গঙ্গায় ফেলে দিলে। পরের জন্যে ত্যাগ—এই গোরার প্রাণ। গয়া হোতে ফিরে এসে,

গোরার ভাব ফিরে গ্যালো—পণ্ডিত নিমাই, দীন নিমাই হোলো—প্রেমের বন্যা ছুটলো। সে বন্যায়, জগাই মাধাই ভাস্‌লো, যবন হরিদাস মেতে উঠলো, নবদ্বীপও ভাস্‌লো, নিজেও ভেসে উঠলেন। সন্ন্যাস নিলেন। তত্ত্বমসি—সেই তুমি আছ—এই মন্ত্রে তাঁর ইন্দ্রিয় মন প্রাণ—সব সাড়া দিয়ে উঠলো—তুঁহু তুঁহু—এই মন্ত্র পাগল কোরলে—সমস্ত ভারত, ঐ উন্মাদনায় মুগ্ধ হোলো। সেই উন্মাদনায়, সুপ্ত তিন শক্তি জেগে উঠলো—তাঁর শরীরকে ঢেকে ফেল্‌লে। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিন শক্তির ভেতর রোইলেন—'অহং'—যে অহং, অর্জ্জুনকে শরণাগত হোতে ডেকেছিল। কে বুঝবে গোরার ভাব? অন্তরের রূপে, বাইরের রূপ ভুল হয়।

ধান্‌শি

হরি হরি বলি, ধরণী ধরি উঠই, বোলত গদ্‌গদ্‌ ভাখ্‌।
নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম ভরে, বিহি সঞে মাগয়ে পাখ্‌॥
কি করব চন্দ্র, চন্দন ঘন লেপন, কিশলয় কুসুম শয়ান্‌।
আন বেয়াধী, আন পর্‌ ওখদ গোবিন্দ দাস নাহি মান॥

আহা, কি মধুর! কি মধুর! জগৎ ভুল হোয়েছে, আবরণ ভেদ্‌ কোরে, ভেতর চাইছেন! তাঁর প্রাণে যে সুর বেজেছিল, তাতে পাষাণ গোলে যায়, অন্তর বার্‌ এক হোয়ে যায়।

রজনী। ঐ তিন শক্তির মানে কি—যা মহাপ্রভুকে ঢেকে রেখেছিল?

অমলা। বাবা! হ্লাদিনী মানে আনন্দ শক্তি। আনন্দ চিণ্ময় রসের নাম প্রেম, আর প্রেমের সারকে মহাভাব বলে। মহাভাবের বিগ্রহ হোচ্ছেন—রাধা—শ্রীমতি। কৃষ্ণ পাবার জন্যে কি উন্মাদ ভাব! সংসার গতির বিপরীত দিকে—উর্দ্ধে—আনন্দ 'ধারা' মত্ত ভাবে ধাবমানা!

(সন্তোষ, অমিয়া ও যমুনার আসিয়া একধারে বসা)

এই মাতোয়ারা ভাবে, বাঙ্গলা একদিন ভেসে গেছ্‌লো, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তলিয়ে গেছলেন, আর প্রকাশানন্দের জারি জুরি ঐ উত্তাল তরঙ্গে পোড়ে, ওলোট্‌ পালোট্‌ হোয়ে, দম আট্‌কে গেছলো।

রজনী। তবে, আজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের এত অবনতি কেন ?

অমলা। মহাপ্রভুর সময়ে, তাঁর গণদের মধ্যে, মোটে সাড়ে তিন জন, অধিকারী মধুর ভাব বোঝবার। আজ সবাই চায়, মহাপ্রভুর ঐ ভাবটা নিতে, কিন্তু ত্যাগের নামে ভয়ে আঁৎকে ওঠে।

রজনী। ঐ ভাবটা কি—মা ?

অমলা। মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন রায় রামানন্দের ছ্যাখা হয়, রায়কে ভক্তিতত্ত্ব শোনাতে বোল্লেন। রায় যত বোলতে থাকেন মহাপ্রভু বলেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর"। তারপর ঐ তিন শক্তির কথা ওঠে। "আপন মাধুর্য্যে হরে, আপনার মন, আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।" তারপর যে কথা হয়, তাতে মহাপ্রভু রায়ের মুখ চেপে ধোরলেন—তার সার কথা হোচ্ছে—"না সো রমণ, না হাম্‌ রমণী"। দেহাত্ম-বোধ পুরো বজায় রেখে, সে ভাব কে বুঝবে ? "উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল সে দুঃখপুর"—খোসাটাই দুঃখ পুর।

রজনী। কী সুন্দর! কী মধুর! কী মহান্‌! দীনতাই ত বৈষ্ণবের লক্ষণ, আর জীবে দয়া, নামে রুচি।

অমলা। "তরোরিব সহিষ্ণুণা"—গাছের মতো সহ্য কোরতে হবে, তৃণের মতো নীচু হোয়ে থাকতে হবে; তৃণ হোয়ে যেতে হবে না—তা হোলে ঘাসটাই সব চেয়ে বড় বৈষ্ণব হোতো। সে ভাব বাদ দিয়ে, সুধু লম্ফ ঝম্ফ কোরে, কেঁদে চোখে পিঁচুটি পাড়ালে হয় না।

নিজে মান চান না, অপরকে মান দ্যান, মুখে ভগবৎ নাম লেগে থাকে। মায়ার গেরো যত কোসে পড়ে দীন ভক্ত ততই ছোট হোতে থাকেন, শেষে মায়ার গাঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যান, অনুর চেয়েও ছোট হন—"অনরো অনিয়ান মহতো মহিয়ান"। অনুর চেয়ে অনু, মহতের চেয়ে মহান্—অনুতেও মহৎ—সেই একম্! যামিনী!—তোমাদের গণিত শাস্ত্রের "minus infinity"—এই ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। 'তরোরিব সহিষ্ণুণা—কী চমৎকার কথা। তিতিক্ষা—"সহনং সর্ব্বদুঃখানাং অপ্রতীকার পূর্ব্বকং চিন্তা বিলাপ রহিতং"—কতদূর নির্ভরতা! কী বীরত্ব! কী সংযম! কী নির্ভরতা চাই বল দেখি? মহাপ্রভুর মধ্যে প্রেম ছাড়া অন্য ভাব কোথায়? তাঁর দয়া মানেও প্রেম। জীব ভাবে, দয়ার যে সাধারণ প্রয়োগ, সেই কথাটাই নিয়েছিলেন। প্রেম না এলে, নামে রুচি হবে কেন? বীর হৃদয় না হোলে, প্রেম লাভ হয় না। সূর্য্য না থাকলে চাঁদের আলো হয় না। খালি চাঁদের আলো দেখবো, আর বাঁশি শুনে মুগ্ধ হবো—তাইতে লালসা বাড়াবো, আর সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ দেখে ভয়ে দৌড় মারবো—এ হোলে হয় না। ভেতরে থাকবে দীপ্ত তেজ, তবে খেল্‌বে অঙ্গে চাঁদের আলো।

স্বরূপ। মা! তোমার অপরূপ ভাব, নতুন খেলা, নতুন ভাব। আমার খট্‌কাটা ভেঙ্গে দেবে না, মা?

অমলা। কিসের খটকা, বাবা, তোমার?

স্বরূপ। মা! শৈলেনের অত তেজ, অত শক্তি—সে সেবায় খরচ কোরছে, আর রেখেছে তাকে ব্রহ্মচর্য্যে—এটা বুঝি। অন্নদান, বিদ্যাদান অনেকটা সোজা। কিন্তু জ্ঞান জিনিষটা, বেদতত্ত্বটা অপরকে সত্যিই দেওয়া যায়—গান বাজনা শেখানোর মতো, কিন্তু

ঐ জিনিষটা পেতে হয় অপরের কাছে, আর সেই জন্যেই গুরু-পারম্পর্য্য-শিক্ষার ধারা চোলে আসছে। মা! অত মনের বল, অত শক্তি, রঞ্জন কোথা হোতে পায়? হোতে পারে, তোমা হোতে। কিন্তু মা! সন্তানকে বোল্‌বে কি, তোমার ঐ অমিত তেজ জাগিয়ে কে তুলেছে, কে তোমার গুরু? নাম নাই বল, জানাও কেউ আছেন কি না? মহাপুরুষেরা সৎশাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখেন, নতুন ভাব দিয়ে আরো পূর্ণ করেন, শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সংস্কার ত্যান্, তার নিয়মও পালন করেন, জেনে বুঝে। সাধন রহস্য তখন সাধন ফলে প্রকাশ পায়। মা! তোমাতে কি ঐ সনাতন বিধি রক্ষিত হোয়েছে? তোমাতে সেই সনাতন বেদের সমস্ত ভাব খেলছে বোলে মনে হয়—যেন পুরোণো দেহে আবার নতুন যৌবন ফিরে এসেছে—এ সব সম্ভব হয় কিসে? কে তোমার উপদেষ্টা? বোল্‌বে কি, বোলতে পার কি মা, কে তুমি?

অমলা। সন্দেহ কোরো না, বাবা, যে সতির সতীত্বই সতির শিক্ষক। বাবা, যখন ইচ্ছে হোয়েছে তোমার, শোন মন দিয়ে। বেদ বলেন—"তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্য"—এই—ব্রহ্মের নামই সত্য। সত্যের বিকাশ সতিত্বে—সতিত্বই স্বরূপে নিয়ে যায়। সতিত্বই—সতির গুরু। তুমি যা বোলেছ, সে সমস্তই ঠিক কথা, কিন্তু বাইরের দিক্ দিয়ে কথা। বাবা! আমিও বাইরের দিক্ দিয়ে বোল্‌বো—বাকি, ইঙ্গিতে, তুমি বুঝে নিও। সমস্ত শক্তির খ্যালা যেখানে স্থির হোয়েছে, সকল বুদ্ধির পারে যা, তাকে বেদ—"পুরুষ"—বলেন; পুর, ঔষৎ—সর্ব্বাগ্রে। অতএব শক্তির মধ্য দিয়ে, স্বরূপ পেতে হয়। শক্তি—"পুরুষ"—দেখিয়ে ছ্যায়; নিজের রূপ, আপন রহস্য দেখিয়ে ছ্যায়, বাইরের রূপ পালায়। দেবলোকে—দেবী হৈমবতী—

সেই সত্য, দেবতাদের দেখিয়ে অন্তর্হিত হন্। সেই সত্যের ভাষা হোচ্ছে—'অহং', 'অহং'—পুরুস। বেদে অম্ভৃণ ঋষির মেয়ে—"বাক্" জোরের সঙ্গে বোলেছেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি"—বোলছেন "রুদ্র ও বসুদেবের সঙ্গে আমি বেড়াই; মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র—সবাইকে আমি ধোরে রেখেছি, ব্রহ্মদ্বেষীকে হনন্ করবার জন্যে, আমি রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, দ্যৌকে আমিই প্রসব কোরেছি, সর্ব্বত্র আমিই অনুপ্রবিষ্ট রোয়েছি"—এই রকম অনেক দৃঢ়তার বাণী। এইই শক্তির রূপ, এইই বেদ, এইই চিন্ময়-তত্ত্ব। দক্ষযজ্ঞে সতিই সেই শক্তি, তাই লোককল্যাণে রুদ্র-ধনুর গর্জ্জন—মহাশক্তির বিকাশ—নিজেকে বিলিয়ে ত্যাগ, যা হোতে এসেছে অমৃত। তন্ময়ত্বে ত্যাগ, যোগা-বলম্বনে সতির তনু ত্যাগ। প্রজাপতি তখন শুধু সমাজপতি নন্, শুধু রাজা নন্—তিনি প্রজার ধর্ম্ম-রক্ষক, পরিচালক, নেতা। সেই প্রজাপতি আদর্শ-চ্যুত। আদর্শ দোবার জন্যেই ত্যাগ, স্বরূপেব দিকে মোড় ফিরিয়ে দোবার জন্যেই ত্যাগ—তাই যোগাবলম্বন। সেই শক্তির খ্যালা সাংখ্যে বুঝিয়েছে। প্রকৃতি, পুরুষেব জন্যেই "বিভাতি"—প্রকাশমান। সাংখ্যে সমস্ত দর্শনের বীজ রোয়েছে। ভাবো—বুঝবে। দাক্ষায়নী—বীজরূপে সর্ব্বত্র ঢুকছেন, সমাজে ছড়াচ্ছেন, যোগীদের পথ নির্দ্দেশ কোরছেন। বেদেব শেষ শিক্ষা বেদান্ত বোলছেন—'একই বহু হোয়েছেন'—মহাশক্তি খেলছেন।

রজনী। আহা! ভারতের কী সজীব, কী প্রশান্ত, কী বিশ্বব্যাপি প্রাণ? বেদ, সাংখ্য, পুরাণাদিতে, আজ বিদ্যুতের আলো খেলে গ্যালো যেন! শাস্ত্র পোড়েছি ভুল, বুঝিয়েছি ভুল। ভাষ্যের তুফান তুলে, কূটতর্কের ফ্যানা ফেনিয়ে, দিয়েছি—ধাঁধা আপনার ও পরের

চোখে। নজর দিইনি মহাসমুদ্রের দিকে—প্রশান্ত, শক্তিময়ী ভারত—শক্তির রূপে !

অমলা। রজনী ! বহু ত একেরই খ্যালা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সবই ব্রহ্ম। "এই" আর "সব" মানে শক্তির রূপ, ব্রহ্ম সাক্ষিস্বরূপ। সতি খেল্‌ছেন, পুরুষ দেখ্‌ছেন। ধর্ম্মের গ্লানি হোলো, সত্যদ্বেষী দ্যাখা দিলে—দ্যাখো—উঠেছেন পরশুরাম, হোচ্ছে রুদ্র ধনুর আস্ফালন। শক্তিকে চামড়ার দিক্ দিয়ে যেই পরশুরাম দেখছেন, দ্যাখো ঐ ঐ শ্রীরামচন্দ্র কেড়ে নিয়েছেন পরশুরামের ধনু, ভাঙ্গছেন সেই মহাধনু। আবার মহাশক্তির বিকাশ, সত্যমূর্ত্তি রামচন্দ্রের প্রকাশ। সত্যভ্রষ্ট নরনারী। ঋষি জাবালী ও কূট বিচারে, রামচন্দ্রকে অভিভূত কোরে, ঘরে ফেরাবার চেষ্টা কোরছেন। দ্যাখো—ঐ কূট-তর্ক-জাল ছিন্ন। রামচন্দ্র সত্যপ্রতিষ্ঠিত। রাম চরিত, পবিত্রতার আধার।

যামিনী। এত সত্যের আদর্শ-প্রবাহ্ চোলেও আজ ভারতের কি দশা! সত্য-চ্যুত, আদর্শ-চ্যুত—দিশে হারা ! বাইরের শত্রুর চেয়েও ঘরের শত্রুর পীড়ন পেষণ—কী ভয়ানক! ভারতের আজ কত ব্যাধি, কত অঙ্গ-বেদনা ! এক সময় ছিল, ভারত তোমার, সোনার সিংহাসন। আজ তুমি, পথের ভিখারির মতো রুগ্ন, কঙ্কালসার দেহ নিয়ে, মাথা হেঁট্ কোরে দাঁড়িয়ে আছ এক কোণে, মানব-বৈঠকের বাইরে! থাকবে কি ভারত, থাকবে কি বাঙ্গলা, যে তিমিরে সেই তিমিরে ?

দেবেন। দেবতার সন্তান, ঋষির বংশধর সব উপোস কোরে ঘুরছে পশুর মতো, এটা বেজেছে বুকে, ধড়ফড়াচ্ছে প্রাণ? রোগে ধোরেছে, বাত চাগিয়েছে, সাবু খেয়েও, গুড় চালতা খেয়েও, রোগ ত তাড়াও

আগে ? 'স্ব' ছেড়ে রাজনীতির, রাষ্ট্রনীতির, আর যত সব ধুম ধড়াক্কা নীতির পোলাও কালিয়া ঠুসে ঠুসে, পেটে জোমেছে বেস্তায় বায়ু, চোখে দেখছো তিমির—কেয়া মজারে! বাঙ্গলা শক্তিমন্ত্রের উদ্বোধন কোরেছে, গেয়েছে বাঙ্গালী প্রেমের গান—মজার হুড়হুম্ এবার, মজার হুড়হুম্! ভায়া! এখন মিলে সবাই, পেটে হাত বুলাই, চুপটী কোরে দিদির কথা শুনি, হিল্লে হবে ঠিক জানি—মজার হুড়হুম্, কি মজা! আরে হুড়হুম মজা!

অমলা। এক বহু হওয়া মানে, একের দিকটা থেকে নজর দূরে পড়া। আসক্তিতে এ ভুলটা চেপে বোসে যায়। খুঁটিনাটি অগনন্ আসক্তিকে গুটিয়ে ফেলে, দুটি জিনিষে ব্যাখ্যা হোয়েছে, ও তা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় ও বলা হোয়েছে। "কিমত্র হেয়ং, কনক কান্তা। শ্রাব্য সদা কিং, গুরু বেদ বাক্যম্"। হেয় হোচ্ছে কনক কান্তা—কাঞ্চন কাম, আর শুনতে হবে গুরু বেদ বাক্য। জন হিতায়, বহুজন সুখ কামনায়, ভারতের প্রথম যুগে, রামচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে, দুজন ঋষি—নর আর নারায়ণ, হিমাচলে তপস্যায় মগ্ন হোলেন। সন্ন্যাসীর কণক্ নেই, কিন্তু চামড়ার প্রলোভন, তাঁদের সাম্‌নে খাড়া হোলো—তাড়া খেয়ে প্রলোভন ভয়ে সোরে গেল। রাম চরিত্রে তাঁদের তপস্যার ফল ব্যাখ্যা দিলে, সত্য প্রচার হোলো। সীতায় সতি-চরিত্র নতুন ভাবে ফুটে উঠ্‌লো। রামচন্দ্রে—প্রজাপতির আদর্শ, জীবন্ত হোয়ে ব্যাখ্যা দিলে। কপিলের হৃদয় আর মাথা, সীতারাম চরিত্রে, নতুন ভাবে নতুন প্রাণ পেলে। রাম-শিষ্যে, রাম-ভক্ত হনুমানের—"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমল লোচনঃ"—এই কথায়, ভারতের মত-সমস্যার মীমাংসা হোলো। রামচন্দ্রে, অতীত ভারত পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা

দিলে, ভবিষ্যৎ ভারতের সতেজ বীজ নিহিত রোইল। বিশুদ্ধ-চিত্ত, তর্কে উপেক্ষা, অক্লান্ত কর্ম্ম-জীবন, স্থির-লক্ষ্য—এইই শ্রীরামচন্দ্র।

স্বরূপ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মাদি সব মিশে যাচ্ছে যেন এক ধারায়। সাধন সংস্কারাদি ছুটেছে যেন ঐ ধারা মুখে। গৃহস্থের আদর্শ, গৈরীক; গৈরীক, ভারতের আদর্শ। গৈরীক পতাকা তুলে ধর, ভারত। বিচ্ছুরিত হোক, ধরা মাঝে, তার তেজের কিরণ ধারা!

সন্তোষ। পোড়েছে সাড়া বাঙ্গলার মেয়ে জাতে। জাগছে তারা, নিদিলি ঝেড়ে ফেলে। সীতার আদর্শে, উঠ্ছে তারা, শক্তি-রূপিণী হোয়ে। আর ঐ যেন ডাক্ছে তারা, বাঙ্গালী যুবকদের—গড় জীবন তোমাদের, রামচন্দ্রের আদর্শে।

রঞ্জন। গরিবদের বাপ-মা, শ্রীরামচন্দ্র। দেখিয়েছেন তিনি, কেমন কোরে তাদের হয় বুকে কোরে রাখতে। এ আদর্শ কোথায় পাবে —ওহে ভারত সন্তানগণ? ঐ কোটি কোটি দরিদ্র নারায়ণকে রাখবে কি আজও পায়ের নীচে? নেবেনা কি তোমরা, তাদের একেবারে তুলে? তাদের আপন কোরে? এই কাজ, এই ভার, এই ব্রত—বাঙ্গালী যুবকদের।

দেবেন। কি মজার উচ্ছ্বাস সব? বিদ্যুতের খ্যালার মজাটা শেষ অবধি না পেয়েই লম্ফ? ত্যাখো, সৌদামিনি খেলচেন ধরা জুড়ে, কিন্তু, বাঙ্গলাতে থাকবেন তিনি স্থির হোয়ে। পারবে রাখতে ধোরে তাঁকে—বাঙ্গলার ছেলেমেয়েরা? তোমরাই হোচ্ছ তার উপযোগী আধার। জাগো, ওঠো তবে, ধর ঐ বিদ্যুৎ ধারা। মজার রসটা জ্বাল দিয়ে গাদ কাটিয়ে দিয়েছে দিদি। হোচ্ছে বক্তৃতার হাক্ ডাক্—নাক্ তিরি কিটি তাক্, থামাও সব বচনের ঢাক্। শব্দগুলো যেন উপচে উঠছে; কি মজা!

অমলা। আহা! যার যা প্রাণে চায় বোলে নাও আজ। আমাকে টানছে যেন। শোন তবে—শ্রীকৃষ্ণ—গীতা যাঁর জীবনী। নিষ্কাম প্রেম, অনাসক্ত কর্ম্ম, দৃঢ় কর্ম্মে নিষ্ঠা, তুচ্ছ জগৎ, তুচ্ছ তার মোহ—এই হোচ্ছে তাঁর জীবনের একাংশ। ভারতে, শক্তির আর একরূপ ছ্যাখা দিলে, ভেতরের শক্তি প্রকট হোলো, পাঞ্চজন্য বেজে উঠলো, অর্জ্জুনের ক্লীবত্ব দূব হোলো, গাণ্ডিবে টংকার ধ্বনি উঠলো, সত্যদ্বেষী শূন্যে বিলীন হোলো! পার্থ-সারথি, নিজের বংশকে, নিজেই মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে, তার ধ্বংস-লীলা দেখলেন, দাঁড়িয়ে! বোঝ, এই দুই জীবনী—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই জীবনীর মধ্যেই, সমগ্র ভারত। বুদ্ধদেব এলেন। বোঝ, ছ্যাখো, গীতার কর্ম্মবাদ—রামচন্দ্রের বৃথা তর্কে উপেক্ষা ও সত্য নিষ্ঠারই পুনরাবর্ত্তন—বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে। গীতার জ্ঞান-বাদ শংকরে জীবন্ত। বেদান্তের যে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, রামানুজের জীবনে প্রতিফলিত, তা রোয়েছে লক্ষ্মণ চরিত্রে, স্পষ্ট আছে মহাবীরে। যে মধুর ভাবের বীজ, সীতারাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রে, তার পূর্ণ বিকাশ, মদনরমণবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায়। ছ্যাখো, ঐ চেয়ে—ব্রজলীলা যে সত্য, তা প্রমাণ কোরছেন, নিজের জীবন দিয়ে, সন্ন্যাস নিয়ে—ঐ সেই প্রেম পাগল গোরা। বোঝ, বোঝ, সবাই বোঝ—এই দুই চরিতেই ভারতের, জগতের, সমস্ত ভাব, সমস্ত জ্ঞান! আবার ঐ ছ্যাখো, ভারতের বাইরে হৃদিবান অদ্বয়বাদী ভারত-শিষ্য—মেরীপুত্র যীশু। যেখানে যেখানে ঐ দুই চরিত্রের ছায়া পোড়েছে, হোয়েছে সেই সেই খানে মহাশক্তির বিকাশ। পরমার্থ-তত্ত্ব, অদ্বয়-তত্ত্ব, মহাশক্তিরূপে তাকে ভজনা করা, মা-নামে সেই তাঁকে ডাকা—এটা ভারতের নিজস্ব। শক্তির খ্যালা চোলেছে, শক্তির তাণ্ডব-নাচ আজ

চোলেছে, চোলেছে ধোলো সভ্যতায় শক্তির বিকট নাচ্, গিয়েছে প্রাণ মন সব অগনন খুঁটি নাটিতে, কিন্তু উপায়ও বলা হোয়েছে।

[উন্মাদসীন্]

ঐ ঢ্যাখো আজ—দেখতে পাচ্ছ—এখন,—দেখতে পাচ্ছ—ঐ উমা হৈমবতী, ঐ দেবী বাক্ শব্দময়ী আজ, ঐ সতি, ঐ কপিল, ঐ ঋষি-সংঘ, ঐ নিষ্ঠুর পরশু হাতে পরশুরাম ? দেখতে পাচ্ছ—ঐ—ঐ ঢ্যাখো,—বজ্র-কুসুম কোমল পুরুষ রামচন্দ্র, স্নিগ্ধ, শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি সীতা ? ঢ্যাখো—দেখতে পাচ্ছ—"বিভ্রদ্বপুঃ সকল সুন্দর সন্নিবেশং" ঐ রস স্বরূপ পুরুষ—করালবদন, মৃতুরূপী অনন্ত বদন ? ঢ্যাখ উঠছে ঐ রাম, ঐ কৃষ্ণ মূর্ত্তি হোতে কত ফুট্, কত ভাব ! ঢ্যাখ, ঐ, ঐ সমস্ত জমাট্ বেঁধে ধোরেছে—অপরূপ বেশ, মিশছে সব ঐ রূপে। ঢ্যাখ, চেয়ে, ঢ্যাখ—উঠছে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ কোরে তার দেহ কান্তি। ঢ্যাখ—ছেয়েছে ঐ ঐ বিশ্ব—কে ঐ ? আমার কাজ ? আমার স্বরূপ ? ঢ্যাখ, ঐ সেই, সেই—আমার উপদেষ্টা, সেই, সেই আমার গুরু, আমার প্রাণ, আমার আমি। ঢ্যাখ, আমাতেই সমস্ত ধারা এসে পোড়ছে, পোড়েছে, প্রাণ পাচ্ছে, গণ্ডী ভাঙ্গছে ; ঢ্যাখ, চির নতুন আমি, চির যুবতী আমি। ঐ ঐ ঢ্যাখ চেয়ে, মীমাংসার শব্দ ব্রহ্ম ধোরেছে রূপ। ঢ্যাখ, ঢ্যাখ, দিব্য চোখে ঢ্যাখ, সব ভাব, সব মত, সব সম্প্রদায়, সবাই নিজের স্বাতন্ত্র্য রেখে, ঢ্যাখ, ঐ এসে পোড়ছে। যে যেখানে, যে ভাবে আছে, ঢ্যাখ, সেই খান্ থেকেই তাকে একের দিকে ধোরছে তুলে, উঠছে, উঠবে। পুরুষ সে, মেয়ে সে। কে আমি ? ঐ সৌরভে আমি, গন্ধতত্ত্বে আমি, তেজে আমি, ব্যোম, মহাব্যোমে আমি, সর্ব্বত্র আমার গতি।

[Strong Flash light ও অলক্ষিতে অমলার প্রস্থান।

রজনী। মা, মা! কি হোলো? কোথায় গেলেন? মা! মা!
(কপালে হাত দিয়া বসা)।

(সকলে স্তম্ভিত হইয়া থাকা কিছুক্ষণ)

রঞ্জন। স্থির হও সকলে। যদি শ্রদ্ধা কোরে থাক তাঁকে, তাঁর প্রিয় কাজে লেগে যাও আর তাঁকে ভাবো।

স্বরূপ। ঘরে ছিল নিজরূপ, হেথা হোথা খুঁজেছি বৃথা এত দিন।

দেবেন। মজায় মজায় ধুলো পরিমাণ, এবার ধুলো পরিমাণ! মজায় মজার পূজো—যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো! পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণই-সব। এসো সবাই, এস, দিদির স্থানটা জাগিয়ে রাখি।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

৩য় দৃশ্য

[প্রভাত কাল। স্থান, গঙ্গার পূর্ব্বতীর। উষার ললাম আভায় বনভূমি ললাভ। মাতৃমন্দিরের চূড়ার উপর, রক্তধ্বজা রঞ্জিত কিরণে, গাঢ় আরক্ত গঙ্গাবক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ; পরপারের পত্রশ্যাম বৃক্ষরাজি, সে আলোকে উদ্ভাসিত]

(মন্দির মধ্যে উপাসকদের গীত। বাহিরে ধ্বনি, ধূপ, ঘণ্টা)।

নেপথ্যে— গীত

মরণ সিন্ধু মথিত করিয়া, ঐ আসে মহাশক্তি।
সৃষ্টি আধার সনে মিলাইতে আপনে গোপনে অনুরক্তি॥
ঐ আসে মহাশক্তি॥

নিখিল চরাচর মোহন সাজে, চিত্র বিচিত্র জড় জীব রাজে
নীল অম্বরে ভাস্কর চন্দ্রমা, নীরবে প্রচারে তাঁহার মহিমা
অনুরূপ অনুগত বিভিন্ন বিকশিত, ভিন্ন শকতি নামে উক্তি।
সেই একই মহাশক্তি॥

শ্রান্ত পথ হেয়, পরানুকরণ ছাড়, মহিমান্বিত তব অখণ্ডের ঘর
মহাশক্তি উন্মেষিত বেদ-ধর্ম্ম প্রকাশিত, ত্রিবেণী সঙ্গমে
তার লভিবে মুক্তি।
ঐ আসে মহাশক্তি॥

যবনিকা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অগস্ত্য। বিন্ধ্য পর্ব্বতরাজের গুরু, খর্ব্বাকৃতি ঋষি। রামচন্দ্রের দক্ষিণ যাত্রার বহুপূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে নরমাংসভূক অনার্য্যের বা রাক্ষস জাতির বাস ছিল। রাক্ষসেরাও (Cannibals) আর্য্যানুকরণে দেবোপাসনাদি করিত। ব্রাহ্মণ বা ঋষি দেখিলে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যাইয়া ভক্ষণ করিত। তাহাদের দুই নেতাকে দমন করিয়া অগস্ত্য পঞ্চবটীতে এক আশ্রম স্থাপন করেন। এখনও দ্রবিড় জাতিরা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রথম জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন।

অঙ্গদেশ। এক সময়ে মগধরাজ্য বুঝাইত। ইহা সরযূ সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূভাগ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের সময় বৈদ্যনাথ হইতে পুরী পর্য্যন্ত স্থান বুঝাইত। পরে বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলাকে বুঝাইত। জরাসন্ধের সময় রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। পরে চম্পা নদীতীরে চম্পক নগরী অঙ্গদেশের রাজধানী হয়। ঐ নদী এখন লুপ্ত। বৌদ্ধযুগে সুদূর কোচীন চীনেও ভারতবাসীর উপনিবেশে চম্পক নামে এক নগরী ছিল। মৌর্য্য যুগে ভারতের তৎকালীন প্রধান ১৬টী রাজ্যের মধ্যে অঙ্গ ও মগধ দুইটী পৃথক রাজ্যে পরিগণিত হয়।

অশোক। মৌর্য্য বংশ প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। বিন্দুসারের ১৬টী মহিষী ও ১০১টী সন্তান ছিল। তন্মধ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা, প্রধানা রাণী সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়। এই অশোক ভারতের একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের মর্ত্ত্যধাম ত্যাগের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়।

অশোক প্রথমে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোক তাঁহার সমস্ত রাজশক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকল্পে নিয়োগ করেন। প্রথম যৌবনের চণ্ডাশোক 'দেবানাং প্রিয়দর্শী' অশোক হন। অশোক শৈবতীর্থ শিবভূতেশের উপাসক ছিলেন। প্রাচীন শৈবতীর্থ বিজয়েশ্বরের সাহায্যকল্পে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে স্থর্য্যাদি দেবমূর্ত্তির সঙ্গে একই দিনে বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইত। অশোকের সময়েও বীর নারীদের রাজার সঙ্গে সশস্ত্র বাজী, রথ ও গজে চড়িয়া মৃগয়া করিতে যাওয়ার বাধা ছিল না। অশোকস্তম্ভগুলি আজও অশোকের কীর্ত্তি স্বরূপ বর্ত্তমান। একটী স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গুরুসেবা, ব্রাহ্মণ ও সাধু সেবা ইত্যাদি দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়, ইহা বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার শত বৎসর পরে, অশোকের পূর্ব্বে কালাশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে মতভেদ ও বিপ্লব উপস্থিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বৃজিগণের অবনতি হয়। কালাশোকের চেষ্টায় মহাস্থবির রেবত "উব্বাহিকা বিধি" (ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ বিধি) অনুযায়ী বৈশালীর বৃজি ভিক্ষুকগণকে সঙ্ঘ হইতে বিদূরিত করেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ১৮টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১৭ বৎসর পরে নিষ্ঠাচারী বৌদ্ধভিক্ষুগণ অনাচারীদের পীড়নে উত্যক্ত হইয়া তৃতীয় মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন। ইহার অধিবেশন ৯ মাস ব্যাপী হইয়াছিল। অক্ষমতা হেতু, ভিক্ষুগণ, বাধ্য হইয়া সংঘ পরিচালনের ক্ষমতা রাজশক্তির হাতে তুলিয়া দেন। অশোকের আদেশে ৬০ হাজার ভিক্ষু, সংঘ হইতে বিতাড়িত হয়। শাসনে প্রেম বৈরাগ্য নীতির ও সঙ্ঘনায়কের প্রাধান্য না হইয়া এই সময়ে বিধি ও রাজশক্তি সহায়ে সঙ্ঘ শাসিত হইত। কৌশাম্বী অনুশাসনে অশোকের আদেশ—"কেহ

সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না ও যে কেহ সঙ্ঘে ভেদ আনিবে সে বিতাড়িত হইবে।" অশোক প্রজাবৎসল ছিলেন ও সকল ধর্ম্মকেই তিনি সমানভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্য। আর্য্য ও অনার্য্য কথার বর্ত্তমানে যে অর্থ করা হয়, ভারতে পূর্ব্বে কখনও সে অর্থ ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আর্য্য, অনার্য্যের যে অর্থ দিয়াছেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। যাস্কে আর্য্য = ঈশ্বর পুত্র ; অমর কোষে আর্য্য = কুলীন, সজ্জন, সাধু ; স্মৃতিশাস্ত্র মতে আর্য্য = অকর্ত্তব্যবিমুখ, আচারবান ; বাচস্পতি মিশ্র মতে আর্য্য = শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নিচয়ের সমীপস্থ প্রজ্ঞাবান ; চৈতন্য ভাগবতে আর্য্য মানে পূজ্য, পূজনীয় ; দয়ানন্দ সরস্বতী মতে আর্য্য = শ্রেষ্ঠ স্বভাব, পুণ্যাত্মা ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী। জেন্দ, ঐর্য্য = মান্যবর ; আর্ম্মানি অরি = সাহসী ; ইরান ; এংগ্লোসেক্‌সন erian = কর্ষণ অর্থক। (ঋষি দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি আর্য্য বর্ণ বিভাগ।

ঋষ্যমুখ। কিস্কিন্ধ্যা (বেলারি) সন্নিহিত পর্ব্বত—নীলগিরি ও পূর্ব্বঘাটের মধ্যমস্থান। ইহা দণ্ডকারণ্যের সীমাভুক্ত ছিল।

ঋষি। সংস্কৃত ঋ = গমন করা, ব্যাপ্ত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া ; জ্ঞানদাতা, জ্ঞান স্বরূপ, গমন। ঋষ্‌ = গমনকরা। ঋষি = যিনি জ্ঞানস্বরূপে গমন করেন। পুরাণমতে ঋষি = বিদ্যা, তপঃ, সত্য ও শ্রুতি নিরূপণকারী। স্মৃতিমতে ঋষি = পরমার্থদর্শী—'ঋষয়ে মন্ত্র দ্রষ্টারঃ। ঋষি দর্শনাৎ স্তোমমান'......(যাস্ক) = মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋ = কর্ষণ, কৃষি, ইহাও হয়। উহা বৃত্তি জ্ঞাপক মাত্র। ঋষির উপযোগী বৃত্তি কৃষি, তাই যিনিই ঋষি, তিনিই কৃষি। আর্য্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেও তাই।

কলিঙ্গ। উত্তরে বৈতরণী, পশ্চিমে মহেন্দ্র পর্ব্বত, দক্ষিণে

রাজমাহেন্দ্রী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, বর্ত্তমান কলিঙ্গ পত্তন ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল। Northern Sircars কেও বুঝাইত। তাম্রলিপ্ত হইতে কলিঙ্গের সীমা আরম্ভ (প্রাচীনকালে)। ত্রিকলিঙ্গ = কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ, উৎকলিঙ্গ (উৎকল)। মতান্তরে ত্রিকলিঙ্গ = টেলিঙ্গান (Tellingan) বা ত্রিগল্লিটন বা ত্রিলিঙ্গন, ধানক রাজ্য অর্থাৎ কৃষ্ণা নদীতীরস্থিত অমরাবতী, অন্ধ্রু রাজ্য ও রাজমাহেন্দ্রী বেষ্ঠিত স্থান = ত্রি-কলিঙ্গ। কলিঙ্গের রাজধানী রাজপুর (পরে সিংহপুর)। কলিঙ্গ রাজকুমারী তিলকসুন্দরী বঙ্গরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত যে স্থানে শ্রীবুদ্ধের দন্ত সমাধিস্থ করেন তাহাই দন্তপুর নামে বিখ্যাত হইয়া কলিঙ্গের রাজধানী হয়। কলিঙ্গে বহু মন্দির ছিল অর্জ্জুনের সময়েও।

কপিলনগর। কপিলাবস্তু। নেপালের দক্ষিণ। একমতে বর্ত্তমান ফয়জাবাদ হইতে গণ্ডকী ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত প্রদেশ। বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্ব্বানের পূর্ব্বেই কোশল রাজের সহিত সংঘর্ষে শাক্যরাজধানী কপিলাবস্তু ধ্বংস হয়।

কিষ্কিন্ধ্যা। মহীশূরের (Mysore) উত্তরে কিষ্কিন্ধ পর্ব্বতস্থ কিষ্কিন্ধ্যা নামক গুহামধ্যস্থ নগরী (বর্ত্তমান বেলারির ৩০ ক্রোশ দূরে হাম্পি ও আনিগন্ধিতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বত)।

কুশাবতী। বিন্ধ্য পাদমূলে স্থাপিত রামপুত্র কুশের রাজধানী।

কেকয়। উত্তর পশ্চিম পঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশা নদীমধ্যস্থ ভূভাগ। রামায়ণের সময় রাজধানী = গিরিব্রজ।

কোশল। কাশীর উত্তর হইতে হিমালয়ের পাদমূলপর্য্যন্ত অযোধ্যা প্রদেশ। রামচন্দ্রের রাজধানী দক্ষিণ কোশলে ছিল। সরযূ নদীর উত্তর ভাগ = উত্তর কোশল, রাজধানী শ্রাবস্তী, (লবের পুরী)।

খস। ইরাণ। খসিয়া পর্ব্বত এবং পার্ব্বত্য জাতিকেও পরে বুঝাইত।

গান্ধার। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর হইতে বর্ত্তমান কাবুল ও কান্দাহার পর্য্যন্ত ভূভাগ; প্রাচীন পুরুষপুর (Peshwar) ও তক্ষশীলা ইহার অন্তর্গত। পুষ্কলাবতী—প্রাচীন রাজধানী।

চিত্রকুট। বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী পাহাড়ের নাম; প্রয়াগের ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে পশ্চিম বাহিনী যমুনাতীর দিয়া ১০।১২ ক্রোশ দূরে। এইখানে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হয়। তখন অদূরেই বাল্মিকীর আশ্রম ছিল।

চেদি। বর্ত্তমান নাগপুর ও জব্বলপুর সন্নিহিত দেশ।

জনস্থান। দণ্ডাকারণ্যের এক অংশ। পঞ্চবটী ইহার অন্তর্গত। সমস্তই রাবণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। খর ও দূষণের আলয়।

তক্ষশীলা। বর্ত্তমান কালকা সরাইএর নিকট শাহ দেবীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যস্থ স্থান। মতান্তরে রাউলপিণ্ডির নিকট স্থান। বৌদ্ধ-যুগের একটী প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র।

তুর্ব্বসুপুর। যযাতি পুত্র তুর্ব্বসু পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যে স্থান পত্তন করেন তাহার বর্ত্তমান নাম তুর্কিস্থান।

দণ্ডকারণ্য। গোদাবরীতীরস্থ অরণ্য। গঙ্গার দক্ষিণ হইতে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সমুদ্রোপকুল পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থান—রামায়ণের জনস্থান। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার (কেরল প্রদেশ) সমস্তই সমুদ্রগর্ভে ছিল।

দরদ। বর্ত্তমান ভূটান।

পঞ্চবটী। বর্ত্তমান নাসিক। গোদাবরী তীরস্থ জনস্থানের অন্তর্গত স্থান।

পহ্লব। বর্ত্তমান কাবুল।

পাণ্ড্য। বর্ত্তমান মাদুরা তিরুবল্লি জেলাদ্বয় ও প্রাচীন দ্রবিড়ের দক্ষিণাংশ, ভারতের দক্ষিণে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ। বর্ত্তমান আসাম; আসামের অংশবিশেষ, কামরূপ, ত্রিপুরা ও কুমিল্লাদি প্রদেশ।

বাহ্লীক। বল্‌খ্ (Balkh) হইতে হিরাট পর্য্যন্ত ভূভাগ। আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিমস্থিত স্থান।

বিদর্ভ। প্রাচীন ভোজরাজ্য; বর্ত্তমান বিরাঢ় (Berar)। রাজধানীর নাম কুণ্ডীন।

বৈশালী। প্রাচীন মগধ রাজ্যের এক মহানগরী, বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বেসারো। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বৈশালীর নাম বেনিয়াগ্রাম বলা হইয়াছে।

বুদ্ধদেব। কথিত আছে, সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে জম্বুবৃক্ষের তলায় গভীর চিন্তামগ্ন সিদ্ধার্থ এক দীর্ঘকায় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখেন। ইনি তাঁহার প্রথম জ্ঞানগুরু। ইনি বলেন "আমি জন্ম, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি দেখিয়া 'শ্রমণ' হইয়াছি। সবই পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্যবস্তু মাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর পারে সেই নির্ব্বান তত্ত্ব। সত্যলাভ করিতে গেলে বয়সে আটকায় না। তুমি যাও—সত্য লাভ কর।" বুদ্ধদেবের চতুরার্য্য সত্য = দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন "অহং বোধই ভেদ আনায়। আনন্দ আসিলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, দেশ কালাতীত সত্যের সঙ্গে ঐক্যানুভব করিতে হয়।" তাঁহার মধ্য পথ = সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। তিনি বলিয়াছেন—"প্রমাদই কলুষতা (পাপ); সংস্কারই পরম দুঃখ;

ধ্যানে নির্ব্বিকার চিত্ত হইলে সত্য সাক্ষাৎকার হয়। দেহাত্মবোধ দূর না হইলে নির্ব্বান লাভ হয় না।" বুদ্ধদেবের সময়েই দেবদত্ত কর্তৃক সঙ্ঘ মধ্যে ভেদ আনিবার চেষ্টা হয়। ইহা বিফল হয়। কৌশাম্বী অবস্থান কালে একজন ভিক্ষুকে সঙ্ঘচ্যুত করিতে যাইয়া দুইটী দল হয়। ভিক্ষুদল পরস্পর পরস্পরের নিন্দা ইত্যাদি রটাইতে থাকেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের বিবাদ মিটাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়া শ্রাবস্তী চলিয়া যান। ইহাতে গৃহী ভক্তেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। বিবদমান ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধদেব বলেন "হীনচেতারা গোলযোগ বাধায়। ঘৃণাদ্বারা ঘৃণা দূর হয় না, রীতিমত অনুসন্ধান না করিয়া মীমাংসা বাঞ্ছনীয় নহে। সংযম ও সঙ্ঘের ভাব ঠিক রাখিয়া বিধিপালন আবশ্যক। নতুবা বিধির অক্ষর পালনে ঐক্যস্থাপন হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধের মর্য্যাদা যাহারা রক্ষা করে না, তাহারা আত্মমর্য্যাদা কি করিয়া রাখিবে?" বুদ্ধদেবের চরিত্রবলে দুই দলে প্রীতি হয়। সঙ্ঘে ভেদ আনিবার জন্য আর দুইবার অতি কদর্য্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে এক দুষ্টা রমণী কাঠের বালিশ পেটে বাঁধিয়া প্রচার করে "আমার পেটে শাক্যবংশের সন্তান আছে।" রমণীর সমস্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। আর একবার কোন ব্যভিচারিণী রমণীকে হত্যা করিয়া বুদ্ধদেবের আশ্রমের নিকট লুকাইয়া রাখা হয়; দুষ্টদের এ ষড়যন্ত্রও প্রকাশ পায়। কোন কোন ভিক্ষু, স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতেছেন শুনিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাদের সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার দেহান্তে ত্বদীয় শিষ্যেরা একত্র হইয়া সাধারণে তাঁহার 'কথা' প্রকাশ করেন। উপালি বলেন "সঙ্ঘ, সঙ্ঘনীতি ও আমাদের প্রভু অভেদ।" অনুরুদ্ধ বলেন "সত্য এক, সুতরাং সর্ব্বব্যাপ্ত ও অনন্ত।" কশ্যপ বলেন "বুদ্ধের তিন

রূপ—সম্ভোগ কায়া, নির্ম্মাণকায়া ও ধর্ম্মকায়া। আনন্দ স্বরূপই সম্ভোগ কায়া ; জীবে প্রেমপূর্ণ বিশাল হৃদয়বান গুরুমূর্ত্তি, নির্ম্মাণ কায়া ; বুদ্ধই ধর্ম্মস্বরূপ, বুদ্ধই সঙ্ঘের বিধি, বুদ্ধই সঙ্ঘ স্বরূপ, ইহাই ধর্ম্মকায়া।” বুদ্ধমত বেদসম্মত ছিল বলিয়াই, বুদ্ধদেব অবতার বলিয়া ভারতে পূজিত হন। বুদ্ধদেব বিভূতি বিদ্যার (Miracles) আলোচনা নিষেধ করিয়াছেন। সেই বিভূতি বিদ্যাই পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের গৌরবের পরিচায়ক হয়। বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁহার কথা প্রচলিত পালিভাষায় রক্ষিত হয়, সংস্কৃতে হয় নাই। পালিভাষার অপ্রচলনে বুদ্ধ ও বুদ্ধদেবের কথাও অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। তখন নেপালে, তিব্বত চীন ইত্যাদি হইতে আগত বহু মতবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গে প্রবিষ্ট হয়। কালাশোক ও অশোকের সময়ে সঙ্ঘে যে বিচ্ছেদ হয় ও পরবর্ত্তী বৌদ্ধপ্লাবনে যে অনাচার বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবেশ করে তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির প্রধান কারণ। প্রাণহীন বিধি ও রাজশক্তি সহায়ে যে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইতেছিল, রাজশক্তির পতনে ঐ ধর্ম্মেরও পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতে বুদ্ধের ধর্ম্ম থাকিয়া গেল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার শক্তি হীনতায় নষ্ট হইল। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (যীশুর সমসাময়িক) লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষে, বৌদ্ধবিহারে শ্রমণগণের সঙ্গে বৌদ্ধ রমণীরাও বাস করেন।”

ভরদ্বাজাশ্রম। প্রয়াগের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে এই আশ্রম ছিল। এখন গঙ্গা সরিয়া গিয়া দূরে প্রবাহিত।

ভোজ। বিদর্ভ বা ধার নগর—প্রাচীন রাজধানী। মতান্তরে ধার হইতে ভূপাল পর্য্যন্ত ভূভাগ, বিন্ধ্যপর্ব্বত পাদমূলস্থিত প্রদেশ।

মগধ। আধুনিক বিহার। গিরিব্রজপুর প্রাচীন নগরী। রাজগৃহ রাজধানী। মতান্তরে গিরিব্রজপুরই রাজগৃহ। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত রাজগৃহ। পঞ্চ

পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম বৈভবগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি ও উদয়গিরি। গয়ার অন্তর্গত রাজগিরিই প্রাচীন রাজগৃহ।

মৎস্যদেশ ঃ রাজপুতানার জয়পুর ও আলওয়ার রাজ্য।

মদ্র ঃ পঞ্চাবের অন্তর্গত চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান।

মহেন্দ্র পর্ব্বত ঃ চিল্কা হ্রদের নিকট হইতে গাওয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলস্থিত মৈনাকপর্ব্বত ও ঐ নামে কথিত।

মাহিষ্মতি ঃ নর্ম্মদা তীরস্থ নগরী, বর্ত্তমান চুলি মহেশ্বর।

মিথিলা। প্রাচীন বিদেহ, এক সময়ে জরাসন্ধ রাজ্যভুক্ত হয়। বৌদ্ধ সম্রাট দিগের সময় ইহা মগধের অন্তর্গত ছিল।

যজ্ঞ ঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ড যেমন আরণ্যক ও উপনিষদাদি লইয়া, কর্ম্মকাণ্ড ও তেমনি 'ব্রাহ্মণ' ভাগ লইয়া। বেদপন্থী সমাজ যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের প্রবর্ত্তক ঋষি। মন্ত্রদ্রষ্টা যাহার প্রবর্ত্তক, তাহার উদ্দেশ্য যে ব্যাপক হইবে ইহা নিশ্চয়। লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া নিজ প্রাণের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখিলেন। স্বয়ং তিনি অতঃপর যজ্ঞ করিলেন; তাহার ফলে তিনি বহু হইলেন, প্রজাপতি হইলেন। তিনি নিজেই যজ্ঞ দেবতা, অতএব নিজেকেই ত্যাগ করিলেন। ইহাই আদি যজ্ঞ। "যজ্ঞেন যজ্ঞমজন্তঃ দেবাঃ তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।" যজ্ঞের জন্যই এই প্রথম যজ্ঞ হইয়াছিল। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন ওঠে "কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্। আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউ শংকিমুকথং।" ঐ যজ্ঞের পরিমাণ ও প্রতিমা কি? কি সংকল্প? আজ্য কি, পরিধি কি, ছন্দ কি, শস্ত্রই বা কি ছিল? উত্তর, "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভি স্তত

একশতং দেবকর্ম্মোভিরায়তঃ।...ইমে বয়ন্তি পিতরো আযজুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে তেতে।" অর্থাৎ "বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে। সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ, মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" এই বিশ্ব সৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞের অনুকরণে বেদপন্থী সমাজ তিনটী যজ্ঞ করিতেন—"দ্রব্য যজ্ঞাস্তপো যজ্ঞাযোগ যজ্ঞাস্তথাপরে স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ।" ইহাই মানবের ত্রিঋণ। পরবর্ত্তী কালে ইহাই পঞ্চঋণে বা পঞ্চমহাযজ্ঞে দাঁড়ায়, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ। বেদানুশীলন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদির নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। এই ব্রহ্মযজ্ঞেই ভারতের কৃষ্টিরক্ষিত। অন্য-প্রকার যজ্ঞে জগতের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেয়, বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করিতে হয়। যজ্ঞের যাহা হবিঃ শেষ তাহাই অমৃত; অমৃত পানে ব্রহ্মলাভ হয়—"যজ্ঞা শিষ্টামৃত ভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং।" গীতাতেও যজ্ঞের কথা এই ভাবে বলা আছে। ভারত ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু এরূপ মহান লক্ষ্য কোথাও ছিল না। ২য় খণ্ডে খৃষ্ট যজ্ঞের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, উহারও লক্ষ্য বেদপন্থী সমাজের ন্যায়। (৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য)।

যিশু। "যিশু খৃষ্টের কোন তারিখে জন্ম হইয়াছিল, কোনও খৃষ্টান তাহা জানে না। কিন্তু যিশু খৃষ্ট...মানব জাতির ইতিবৃত্তে একটা নূতন পরিচ্ছেদ প্রবর্ত্তন করিলেন। খৃষ্টানেরা কল্পনা করিয়া লইল, (শীতকালে বড়দিন আরম্ভ সময়ে) চরাচর পৃথিবী যখন নব জীবনের উদ্যম করে,

তখন সেই দিনই খৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড় দিনে যে উৎসব প্রচলিত ছিল, তাহাকেই বিকৃত এবং রূপান্তরিত করিয়া খৃষ্টের জন্মোৎসবে পরিণত করা হইল। যাহার তাৎপর্য্য ছিল একরূপ, তাহাতে তাৎপর্য্য দেওয়া হইল অন্যরূপ।" (৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)। ইহা সত্ত্বেও খৃষ্টের জন্মদিন হিসাব করিয়া সমস্ত ইতিহাস লিখিত। ভারতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে এরূপ গোঁজামিল নাই। মনে হয় এইরূপ সত্যকার দিন ধরিয়া ইতিহাসের সন্ তারিখ ঠিক করা উচিত। মহম্মদের জন্ম দিন সম্বন্ধেও কোন গোলযোগ নাই।

যিশুর জন্ম যে দিনেই হউক, তাঁহার জীবনের প্রভাব আজ জগৎব্যাপ্ত। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, খৃষ্টের জীবনও ভারত ধারার অন্তর্গত, তাই দেখিতে পাই, অন্যান্য দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কল্পে ধরা শোণিতে রঞ্জিত হইলেও, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে আলেক্জেণ্ড্রিয়ার দার্শনিক খৃষ্টান পাণ্ডাইনস ভারতে আসিয়া দেখেন, যে তাঁহার বহুপূর্ব্বে, মথিলিখিত সুসমাচার প্রচারিত ও যিশু ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ভারতে অবিরোধে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি অতীব আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। যেখানেই ধর্ম্মের সাড়া হউক না কেন, ভারত তাহা আগেই পায়।

যরথুষ্ট্র বা জরথুষ্ট্র। জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম আভেষ্টা—পার্শিদের ধর্ম্মগ্রন্থ। অহুরা মাজদার মধ্যে দুই গুণ বর্ত্তমান—'স্পেণ্টামৈন্যু'—দিব্যদেবতা ও 'আংগ্রামৈন্যু'—পাপদেবতা। উচ্চারণ বৈকল্যে ঐ 'আংগ্রামৈন্যু' 'অহ্রিমানে' পরিণত হয়। প্রাচীন গাথায় 'অরমজ্‌দ্' ও 'আহ্রিমানে' বিরোধ দেখা যায় না। ডাঃ হেগ (Dr. Haug) যাস্না ১৯।৯ তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে তখন দুইজন প্রভু, দুইজন স্রষ্টা মানা হইত। (আভেষ্টার ভাষায় 'Payu')। কালে জরথুষ্ট্রের এই অর্থ

বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়—'স্পেণ্টামৈন্যু'ই 'অহুরামজ্‌দা' আর 'আংগ্রামৈন্যুই' 'ডেভিল' (Devil) বা পাপ। (Cf. Max Muller—Lecture vi Theosophy or Pscychology of Religion)। 'স' স্থানে 'হ' হয়। পরবর্ত্তীকালে 'অসুর' মানে অন্যরূপ হয়, কিন্তু ঋগ্বেদাদিতে, মোক্ষমুলার দেখাইয়াছেন, "asu" = breath...the living god. But very soon the Sanskrit asura took a bad sense"—(Ibid, Lecture vi.)। ইহুদিদের ধর্ম্ম জরথুষ্ট্র ধর্ম্মের পরে বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন—পার্শি ও ইহুদির একত্র বাসের ফল। (Cf. The Religion of Israel—Kuenen vol. I)

যাস্ক। বৈদীক অভিধান। নিরুক্ত পাঠ ভিন্ন ঋগ্বেদাদি পাঠ বৃথা। বৈদীক কালে যে কথার যে অর্থ ছিল, পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বস্থলে তাহা থাকে নাই। ঋগ্বেদে 'ঘৃত' বলিতে 'ঘি' বুঝায় না, (যাস্ক), সায়নাচার্য্য উহার অর্থ করিয়াছেন 'জল'। এই রকম 'গো' শব্দের অর্থ—'আদিত্য', 'রশ্মি', 'চন্দ্র', 'কর্ম্ম', 'ধনু' ইত্যাদি।

লঙ্কা। বাল্মিকী রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কা রাজ্য, লবন সমুদ্রবেষ্টিত ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর, প্রস্থে দশ ও দৈর্ঘ্যে বিশ যোজন বিস্তৃত ছিল। ইহার পর নক্র কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা, চারিদিকে চারিদ্বার, প্রতিদ্বারে প্রশস্ত যন্ত্র সেতু; নগরে সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী, সুসজ্জিত রাজপথ, ও অষ্টতল পর্য্যন্ত অট্টালিকা, পানাগার, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, উদ্যান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, বিমান ইত্যাদি রাক্ষসরাজ্যের সভ্যতার পরিচায়ক। রাত্রিকালে সর্ব্বত্র দীপালোকে আলোকিত থাকিত। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্টনামে এক পর্ব্বত ছিল। লঙ্কারাজ্যের রাজধানীর নামও লঙ্কা। লঙ্কাদ্বীপস্থিত দুই যোজন ব্যাপী সুবেল নামক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বেশ বুঝা যায়, ঐ স্থান সমস্তই এখন সমুদ্র

গর্ভে। কোন কোন মতে ঐ লঙ্কা আধুনিক মরিশসের নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপ ছিল। বিজয় সিংহ স্থাপিত সিংহল ঐ লঙ্কা নহে। কেরল প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান Travancore, Kochin ও Malabar, এক সময়ে সমুদ্র গর্ভে ছিল। কলিঙ্গও এক সময়ে দ্বীপ ছিল। যদুবংশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, যে শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু পূর্ব্বে প্রবল ভূকম্পনে রৈবতক পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়। অতএব রামায়ণোক্ত লঙ্কাদ্বীপের অন্তর্ধান অসম্ভব নহে। বেদপন্থির ইতিহাস ও স্মৃতি রক্ষার প্রণালী বুঝিলে বর্ত্তমান সিংহল বা লঙ্কায় ঐ প্রাচীন লঙ্কার স্মৃতি জড়িত থাকাও অসম্ভব নহে। যোজন = ৪ ক্রোশ।

শঙ্কর। শঙ্করের জন্ম ৬৮৬ খৃঃ ও রামানুজের জন্ম ১০১৭ খৃঃ। (শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত শঙ্কর ও রামানুজ দ্রষ্টব্য)।